OFFICE OF THE PRINCIPAL / SECRETARY
SATYA RANJAN COLLEGE
KALAIN :: CACHAR
ESTD - 1992
(Affiliated to Assam University Silchar)
e-mail : srcollege77@gmail.com
website : www.srcollege.ac.in
Land Phone : 03841291045
(M) - 9435239069
(M) - 9859099199

Supporting Documents for NAAC

Self-Study Report (SSR)

1st Cycle

PERIOD 2017-22

Criteria-2

(Teaching-learning and Evaluation)

Key Indicator 2.4.2

(Copies of Ph.D. thesis)

Metric Number 2.4.2.1

Copies of Ph.D./D.Sc / D.Litt./ L.L.D awareded by UGC recognized universities

Principal
S.R.COLLEGE
Kalain :: Cachar :: Assam

DR. BIJIT GOSWAMI (PRINCIPAL)

SATYA RANJAN COLLEGE, KALAIN

বিমল করের নির্বাচিত
পরিসর —

বাংলা বিভাগ
ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃ
ম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর
ভারত

বিমল করের নির্বাচিত গল্প ঃ সম্পর্কের অপর পরিসর — একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন

আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর, বাংলা বিভাগে
পিএইচ. ডি. উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ

পূর্ণিমা দাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ
আসাম বিশ্ববিদ্যালয়

পঞ্জিয়ন নং - পিএইচ.ডি/১২৩৬/২০১০
তারিখ - ০৪.১০.১০

বাংলা বিভাগ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতিবিদ্যা অধ্যয়ন অনুষদ
আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর-৭৮৮০১১
ভারত

DEPARTMENT OF BENGALI
Rabindranath Tagore School of
Indian Languages & Cultural Studies
Assam University, Silchar
(A Central University constituted under Act XIII of 1989)
Silchar - 788011, Assam, India.

CERTIFICATE

Certified that the thesis entitled "**Bimal Karer Nirbachito Golpe : Samparker apar parisar - Ekti Bishleshanatmak Adhyayan**" (English version: "**Selected short story of Bimal Kar : An interrelation discourse - An analytical views**") submitted for award of the Degree of Doctor of Philosophy in Bengali is a bonafide research work. This work has not been submitted previously for any other degree of this or any other University. It is further certified that the candidate has complied with all the formalities as per the requirements of Assam University. I recommend that the thesis may be placed before the examiners for consideration of award of the degree of this University.

Biswatosh Choudhury

(Dr. Biswatosh Choudhury)
Supervisor
Associate Professor
Department of Bengali
Assam University, Silchar

DECLARATION

I, Purnima Das, bearing Ph.D Registration No. Ph.D/1236/2010 dated 04.10.10 hereby declare that the subject matter of the thesis entitled "**Bimal Karer Nirbachito Golpe : Samparker apar parisar - Ekti Bishleshanatmak Adhyayan**" (English version : "**Selected short story of Bimal Kar : An interrelation discourse - An analytical views**") is the record of work done by me and that the content of this thesis did not form the basis for award of any degree to me or to anybody else to the best of my knowledge. The thesis has not been submitted in any other University/ Institute.

Purnima Das.

(PURNIMA DAS)

Candidate

Date : 29/9/2014

পূর্বলেখ

সাহিত্যে ছোটগল্প এমনই একটি বিষয় যার জন্য পাঠক মাত্রেই লালয়িত থাকেন। গল্প পড়ার ঝোঁক আমারও ছিল সেই কিশোর বয়স থেকেই। হাতের নাগালে যে যে গল্পকারের বই পেতাম এক নিঃশ্বাসে পড়ে নিতাম। ঠিক তেমনি ভাবেই 'বিমল করের শ্রেষ্ঠ গল্প' বইখানি পড়া। এক আশ্চর্য ভালোলাগার জগত তখন থেকে তৈরী হয়ে যায় আমার মনে। কিন্তু স্নাতকোত্তর স্তরে যখন 'বিমল করের নির্বাচিত গল্প ঃ সম্পর্কের অপর পরিসর ঃ একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ণ' শিরোনামে আমি গবেষণা সন্দর্ভ রচনায় ব্রতী হয়েছি, তখন ভয় ছিল কিভাবে মানবিক সম্পর্কের জটিলতাকে ও তাদের অন্তর্জগতের রহস্যকে উদ্ঘাটন করে তাদের সম্পর্কের প্রতিটি পরিসরকে উন্মুক্ত করব। ধীরে ধীরে ভয়ের পরিবর্তে এলো ভালোবাসা।

মানুষের জীবনে সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না ভরা। জীবনের মধ্যে দুঃখ, অসুস্থতা ও মৃত্যুই একমাত্র সত্য নয়। সত্য হচ্ছে মানবিক বিশ্বাস ও মূল্যবোধ, যা পারস্পরিক সম্পর্ককে সংযুক্ত করে রাখে। সময়ের ঘোলা জলে তা অন্তর্হিত হলেও কোথাও না কোথাও এর অস্তিত্ব রয়ে গেছে, যা নিয়ে মানুষ বাঁচে। আজও বাঁচার স্বপ্ন দেখে।

এই গবেষণা কার্যের পেছনে যাঁর নাম সশ্রদ্ধ ও সকৃতজ্ঞ চিত্তে সর্বপ্রথমে স্বীকার করতে হয়, তিনি আমার তত্ত্বাবধায়ক ড. বিশ্বতোষ চৌধুরী। তাঁর অসীম উৎসাহ ও তত্ত্বাবধানের ফলেই এই গবেষণাকার্য সম্পন্ন করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। প্রচন্ড ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি আমাকে সময় দিয়েছেন, নির্দেশ দিয়েছেন, দিয়েছেন সস্নেহ প্রশ্রয়। প্রয়োজনীয় বইপত্র ও বিভিন্ন সাহিত্য পত্র-পত্রিকা দিয়ে প্রতিনিয়ত আমাকে সাহায্য করেছেন। বুঝে না বুঝে অনেক ভুল করেছি। কিন্তু তিনি অসীম ধৈর্য্য সহকারে আমাকে গবেষণার সঠিক পথ নির্দেশ করেছেন। আমার সৌভাগ্য যে এমন একজন অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে গবেষণাকার্য সমাপ্ত করতে পেরেছি। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

শ্রদ্ধা নিবেদন করি বাংলা বিভাগের প্রত্যেক অধ্যাপক-অধ্যাপিকাকে। যাঁদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা আমাকে প্রাণিত করেছে এই গবেষণাকার্যে।

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

ভূমিকা ১-১০

প্রথম অধ্যায় ১১-৪৫

বিমল কর ঃ ব্যক্তি জীবন ও সাহিত্য জীবন

দ্বিতীয় অধ্যায় ৪৬-৮০

বিমল কর পূর্ববর্তী বাংলা ছোটগল্প ঃ সম্পর্কের স্বরূপ সন্ধান

তৃতীয় অধ্যায় ৮১-১১১

বিমল করের গল্পবিশ্ব ঃ সম্পর্কের অপর পরিসর

চতুর্থ অধ্যায় ১১২-১৪৬

বিমল করের গল্প ঃ চরিত্র চিত্রায়ন

পঞ্চম অধ্যায় ১৪৭-১৯৯

বিমল করের গল্প ঃ মৃত্যু ও মৃত্যুত্তীর্ণ জীবন ভাবনা

উপসংহার ২০০-২০৯

গ্রন্থপঞ্জি ২১০-২১৬

ভূমিকা

সাম্প্রতিক পৃথিবীতে জীবনের সকল পরিধিতেই ভাঙাগড়া চলছে — জীবনে চিন্তাধারার যে পট পরিবর্তন হচ্ছে আর তারই সাথে সাথে মানবিক সম্পর্কের অন্তঃস্রোতে যে পরিবর্তনের ধারা নিত্য বহমানতা বজায় রেখে চলেছে তার সত্য চিত্র বর্তমান কালের বাংলাগল্পে আমরা পেয়ে যাই। এখন আর গল্পে বৈচিত্র্যের অন্বেষণ নয় বা গল্পের জন্য গল্প তৈরি করার মানসিকতা নিয়ে কোনো সচেতন গল্পকার আর কলম ধরেন না বরং যুগের চিন্তাধারা ও অভিজ্ঞতার হুবহু রূপদানের জন্য আধুনিক গল্পকে আদর্শ করে নেন। গভীর জীবনবোধের দ্বারা প্রাণিত আধুনিক কবিও মনের গভীরতার খুঁজে পেতে চান জীবনবোধের আধারকে বাহিরের বৈচিত্র্যতায় তাঁর আর আস্থা নেই —

"মত্ততা ছেড়ে মনের গভীরে এস না,
নেশায় নয়, থাক পরম পাওয়ার এষণা।
চারা পোঁতাটাই নয় ক আসল সত্য,
আছে কি না দেখ হৃদয়ের অনুগত্য।"

('সাগর থেকে ফেরা', প্রেমেন্দ্র মিত্র)

এই 'পরম পাওয়ার এষণা' — এ যুগের বাংলাগল্পে স্বকীয় সত্তার অন্বেষণে সততই ব্যাকুল। আমরা জানি সাহিত্য মূলতঃ দেশ-জাতি ও ব্যক্তি অস্তিত্বের দর্পণ, তাই আধুনিক গল্প-উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে উপস্থাপিত হয়েছে সমসাময়িক সমাজ জীবনেরই বাস্তব আলেখ্য। প্রথম বিশ্বসমরের বিধ্বংসতা সরাসরি বাঙালী মধ্যবিত্তের পরিবারে তথা সমাজ জীবনে সেরকম কোনো সংকটের জন্ম না দিলেও বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের সচেতন মানসিকতায় প্রচন্ড অভিঘাতের সৃষ্টি করেছিল নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে। তারই তীব্র প্রতিক্রিয়া কল্লোল যুগের সাহিত্যিকরা রবীন্দ্র ঐতিহ্য সাহিত্য

সংস্কারের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে পুরনো জীর্ণ প্রথা প্রকরণ, রীতি-নীতি ও মূল্যবোধকে অস্বীকার করে নব উপলব্ধ আত্মবিশ্বাসের প্রতীতি নিয়ে যে সাহিত্য সৃষ্টির আগমণকে স্বাগত জানালেন তা-ই আধুনিক সাহিত্যের অভিধায় ভূষিত। তারপর বিশ্বের দ্বারপ্রান্তে হানা দিল দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ যা বাঙালি মধ্যবিত্ত মানসকে সরাসরি প্রভাবিত করল। এক নিদারুণ সংকটের অভিঘাতে বাঙালি জনজীবন ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল। এছাড়াও দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ, মধ্যবিত্ত বাঙালির ঐতিহ্য লালিত সুখস্বপ্নের জগতটিকে ভেঙে দিয়ে ধুলি-ধূসরিত কঠিন বাস্তবের রূক্ষ্ম মৃত্তিকার সংস্পর্শে নিয়ে এলো। ছিন্নমূল বেকার সমস্যা, দরিদ্রতা এবং সার্বিকভাবে অবক্ষয় ও নৈরাজ্যের শিকার মানুষের আস্থা ও মূল্যবোধের আমূল রূপান্তর ঘটে গেল। এই অবক্ষয়িত যুগের হাত ধরে যুগযন্ত্রণার ব্যথা বুকে নিয়ে যাঁরা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এলেন, স্বভাবতই তাঁদের জীবনদৃষ্টি কল্লোলের লেখক নির্দিষ্ট পথকে অনুসরণ করতে পারল না।

'কল্লোল' ও 'কালি কলমের' যুগ অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পর বাংলার সাহিত্য গগণে নব প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে নিয়ে এলেন যেসব কথাসাহিত্যিক তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় — মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রমথনাথ বিশী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বনফুল, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেব, সন্তোষ ঘোষ, সুধীররঞ্জন মুখোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, বিমল মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বিমল কর, প্রতিভা বসু, দেবেশ রায়, গজেন্দ্র মিত্র প্রমুখ। এঁদের লেখার মধ্যে উঠে এল সমকালিন সময়ের কথা মানুষের জীবন জীবিকার সংকটের কথা আর সর্বোপরি ব্যক্তি অস্তিত্বের সংকটের কথা। মানুষের মনোজগতের বিভিন্ন রহস্যের দিক নিয়ে এই লেখকগণ বিশ্লেষণে তৎপর হলেন। সমসাময়িককাল, সামাজিক বিপর্যয়, একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙন, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় ধরা পড়ল এঁদের লেখায়। 'কল্লোল' ও কল্লোলোত্তর এই সাহিত্যিকগণ সমাজ বাস্তবতাবোধকে পাথেয় করে নামলেন কঠিন কঠোর বাস্তবের কণ্ঠকাকীর্ণ পথে। এঁরা 'মুখোশ পরা নকল অসত্য'কে স্পষ্ট ভাষায় 'অসত্য' বলে ঘোষণা করলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময়-সীমায় দেখা দিয়েছে ছিন্নমূল মানুষের সমস্যা, বেকারত্ব, মন্বন্তর, দাঙ্গা, অর্থনৈতিক চাপ, শোষক ও শোষিতের শ্রেণীদ্বন্দ্ব। এই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ পরিবেশের লেখকদের অন্তর্দৃষ্টিতে ধরা পড়ল এই উত্তাল সময় ও পরিবেশে ব্যক্তির

সংকট। আর অন্তর্দৃষ্টি ছাড়া ব্যক্তি অস্তিত্বের ও ব্যক্তি সম্পর্কের ঘনায়মান সংকটকে সনাক্ত করা সম্ভব হয় না। সামাজিক অসুস্থতা ও সমস্যাগুলিকে খালি চোখেই দেখা যায়। কিন্তু মানব মন ও তার সম্পর্কের অতি দুর্গম ও জটিল রহস্যের অন্বেষণের জন্য অন্তর্মুখী হওয়া চাই। এখানেই বিমল কর তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য লেখকদের সঙ্গে পথ হাঁটতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেই চলেছেন।

বাংলা ছোটগল্পের জগতে বিমল কর এক বিশাল স্তম্ভ স্বরূপ। ষাটের দশকের শুরুতে বাংলা ছোটগল্পে যে পালাবদলের সূচনা হয়েছিল তা মূলতঃ বিমল করের গল্পের হাত ধরে। কারণ ছোটগল্প যে সচেতন লেখকের নিজেকে প্রকাশিত করার জায়গা — এই চিরন্তন সত্যকে স্বীকার করেই বিমল করের ছোটগল্পের জগত প্রতিষ্ঠিত। অতৃপ্ত জীবনের জিজ্ঞাসাকে রূপ দিতে গিয়েই গড়ে তুলেন তাঁর গল্পের জগত। গল্পের জাদুতে আচ্ছন্ন না হয়ে, তার মধ্যে মননকে, ও গভীরতা দিয়ে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে প্রাধান্য দিয়েছেন তিনি। ব্যক্তির অন্তর্গত জটিলতা, ভিতর বাইরের যে যোগসূত্র, স্বপ্ন ও জাগরণে ব্যক্তিকে অদ্ভুতভাবে চালিত করে তার ছায়া ফেলে ব্যক্তির তথাকথিত সম্পর্কের পরিধিতে। আর তা থেকে সৃষ্টি হওয়া নিঃসঙ্গতা অন্তরজীবনের বেদনা ও অসহায়তাবোধ — বক্তব্য বিষয়ের এমন স্বাতন্ত্র্যতা বিমল করের গল্পে এক অনন্য মাত্রা যুগিয়েছে, যা কিছুতেই পূর্বতন ধারার অনুরনণ বলা যায় না। আত্মানুসন্ধানের বিশুদ্ধ সাধনার প্রয়াসেই গড়ে ওঠেছে তাঁর গল্পের জগত। তাঁর সৃষ্টিকর্ম তথা সৃষ্টি প্রেরণা উৎসমূল থেকেই সতত পরিবর্তমানতার ধারাকে বজায় রেখে চলেছে। তা বিমল করের লেখক জীবনে আত্মপ্রকাশের প্রথম পর্ব থেকে শুরু করে শেষবধি কাল পর্যন্ত, চিন্তাধারা তথা জীবনদৃষ্টির বিবর্তন ঘটেছে, তেমনি যথেষ্ট পরিণত হয়েছে তাঁর শিল্পীসত্তা। কিন্তু লক্ষণীয় যে তাঁর লেখক চরিত্র তথা শিল্পীমনের তেমন বড় [redacted]মাপের কোনো রূপান্তর ঘটেনি। আসলে বিমল করের উপমা বাংলার সাহিত্য জগতে হঠাৎ করে জ্বলে ওঠা কোনো গ্রহের সহিত হয় না বরং ধারাবাহিকভাবে উজ্জ্বলতা বিকিরণকারী সেই নক্ষত্রের সঙ্গে হয় যে তার আলো দিয়ে শুধু নিজেকে প্রকাশিত করে তুলেনি, স্বচ্ছ করে তুলেছে তাঁর আশে পাশের সমস্ত কিছুকেই।

এভাবেই বিমল কর সময়ের সাথে চলতে চলতে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা সংগ্রহের মধ্য দিয়ে

সৎ, মহৎ, বিবেকবান ও দায়িত্বশীল কথাশিল্পীরূপে নিজের সুপরিণত শিল্প মনস্কের সমুৎকর্ষতাকে অভ্রান্ত প্রতিপন্ন করে রেখেছেন। কারণ দায়বদ্ধ ও মহৎ সৃজনশীল সাহিত্য স্রষ্টা সমকালিন সমাজ ও রাজনীতির পরিবর্তন তথা মূল্যবোধের অবক্ষয় ও অরাজকতার প্রত্যক্ষ সাক্ষী হয়ে নয়, বরং তার আঘাতে বিপর্যস্ত হয়ে রক্তাক্ত হৃদয় নিয়ে তাঁর সমগ্র সাহিত্য রচনার মধ্য দিয়ে কৌতূহলী থাকেন জীবনের প্রশ্ন সম্পর্কে যিনি মানুষের জীবনে লুকিয়ে থাকা রহস্যকে খুঁজে দেখার অপেক্ষা রাখেন — প্রকৃতপক্ষে তিনিই হতে পারেন একজন সত্যিকারের সাহিত্য সাধক। যে ক'জন হাতে গণনা করা সাহিত্যিককে সর্বাগ্রে আমরা এই অভিধায় ভূষিত করতে পারি নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে বিমল করও একজন। বস্তুতই, তিনি পাঠক মনোরঞ্জনী কাহিনী গ্রন্থনার কারুকার্যের লালিত্য সাধনে নয়, নিজস্ব সমাজ ও জীবন পরিবেশ তথা পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে নিজেকে মিলিয়ে নিয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মধ্যে দিয়ে আত্মন্বেষণে ব্রতী হয়েছেন বিমল কর, সে হিসেবে নিজেকে পরিবেশন ও গঠন কার্যের যে দুরূহ কঠিন কাজে হস্তক্ষেপ করেছেন, তার একমাত্র লক্ষ্য হল, সময় ও সমাজের সামগ্রিক পরিচয়ের গন্ডিতে যে অপরিচিত হৃদয় ও সম্পর্কের নিগড় গড়ে মানুষ বসবাস করে তার পরিসরের মধ্যে সমতা দান করা। তাঁর 'ইঁদুর', 'আত্মজা', 'পালকের পা', 'পলাশ', 'শীতের মাঠ', 'আঙুরলতা', 'আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন', 'আয়োজন', 'সুখ' — এইসব গল্পে লেখক প্রেম ও সমাজ সত্যরূপী মুখোশের অন্তরালে অবস্থিত মানুষের পারস্পারিক সম্পর্কের ঘূর্ণাবর্তকে চিহ্নিত করতে গিয়ে মনোজগতের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণে উদ্ভাসিত করে তুলেন মনুষ্য হৃদয়ের অনেকখানি না দেখা অংশ। আবার 'সোপান', 'জননী', 'অপেক্ষা', 'উদ্বেগ', 'সুধাময়', 'নিষাদ', 'অশ্বত্থ', 'নদীর জলে ধরা-ছোঁয়ার খেলা' — এইসব গল্পে আমরা পাই এক নতুন বিমল করের সন্ধান যিনি জীবন সম্পর্কে প্রচলিত ধ্যান-ধারণার বশ্যতাকে স্বীকার না করে, জীবনের এক নতুন কেন্দ্রবিন্দু সন্ধানে নিয়ত চঞ্চল। গল্পগুলিতে ঈশ্বরবোধ ধর্মবোধ ও নিয়তির কুহকীয় ব্যাখ্যার পিছনে না গিয়ে বিমল কর তার রহস্য অনুসন্ধানে ব্যাকুল, বিষাদে ভারাক্রান্ত ও সর্বোপরি অমোঘ মৃত্যু চেতনার গভীরে অবগাহন করে নবীন বিশ্বাসে সমায়িত। যদিও গল্পগুলিতে উঠে এসেছে আধুনিক মানুষের অস্তিত্ব ও সংশয়ের হিসেব নিকেশের ব্যাপার আর তার সাথে মৃত্যু চেতনার উপস্থিতি গল্পে জুড়ে দিয়েছে এক ভিন্ন মাত্রা। তবুও একথা বলতেই হয় যে তাঁর গল্পে মৃত্যু চেতনার প্রবণতা 'বিপন্নতা' বা

'মর্বিডিটি'র দ্বারা আক্রান্ত নয়। মৃত্যুর অন্ধকার কুয়োর মধ্যে সন্ধানী আলোর দৃষ্টি ফেলে তুলে এনেছেন জীবনের দু-একটি সম্ভাবনার কথা। যা 'হৃদয় সংবেদী' পাঠক মাত্রেই বিদিত।

বিমল কর তার আজীবনের সাহিত্য রচনায় ব্যক্তি মানুষকে গুরুত্ব দিয়েছেন। আর ব্যক্তি মানুষের সাথে অনিবার্যভাবে এসে পড়ে ব্যক্তি সম্পর্কের কথা। ব্যক্তি সম্পর্কের সুনিপুণ রূপকার বিমল কর কখনো মানুষের মনোগভীরে অবগাহন করে তার অতলে নিমজ্জিত সত্তাকে চিহ্নিত করেন আবার কখনো পারস্পারিক সম্পর্কের আড়ালে চাপা পড়ে থাকা ব্যাধিবিশঙ্কিত সম্পর্কের স্তরটিকে সনাক্ত করে তুলতেও কলম ধরেন। বিমল কর মানবিক সম্পর্কের প্রতিটি পরিসর ও তার প্রতিটি বিভঙ্গকে আশ্চর্য দক্ষতায় তাঁর গল্পের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে পারদর্শী।

কথাকার বিমল করের জীবনকথা ও ব্যক্তি বিমল করের লেখক বিমল কর হয়ে ওঠার কথাই এই সন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয়। আর তার সঙ্গে রয়েছে সমকালিন সামাজিক ও রাজনৈতিক কিছু টুকরো ঘটনার আভাস। কারণ যে কোনো মানুষকেই বুঝতে হলে প্রয়োজন তাঁর সমসাময়িক সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে বোঝা। এবং সঙ্গে পারিবারিক ক্ষেত্রকেও। আমরা লক্ষ্য করে থাকি বিমল করের ব্যক্তিজীবন যেমন এক গভীর সত্যবোধের দ্বারা প্রাণিত তেমনি সাহিত্য জীবনেও এর ব্যতয় ঘটেনি। তাই তথাকথিত সাহিত্যিক জনপ্রিয়তাকে করায়ত্ত করতে কিংবা পাঠক মনোরঞ্জনের মোহে আবিষ্ট হয়ে কোনো ধরনের অক্ষম চাতুরিকে গ্রহণ করে নেননি যেমন, তেমন ভঙ্গি সর্বস্ব কৌশলকেও সযত্নে পরিহার করে চলেন তাঁর আজীবনের সাহিত্য সাধনায়। সুখ দুঃখ শুভাশুভকে একইভাবে নিয়ে সত্যানুসন্ধানের এক অপরাজিত জীবনবোধের অভিজ্ঞানকেই গড়ে তুলেছেন বিমল কর তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিতে। এছাড়াও উক্ত অধ্যায়ে বিমল করের কথাবিশ্ব, উপন্যাস ভাবনা এবং কথাসাহিত্যের নতুন ধ্যান-ধারণা তথা বিষয়বস্তুকে নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত আভাসকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা রয়েছে। গবেষণা সন্দর্ভের মূল অধ্যায়ে যেহেতু 'বিমল করের নির্বাচিত গল্প ঃ সম্পর্কের অপর পরিসর' — তাই অবধারিতভাবে তার আগে এসে যায় বিমল করের পূর্ববর্তী বাংলা গল্পে সম্পর্কের স্বরূপ যা দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয়। উক্ত অধ্যায়ে বাংলাগল্পের সূচনা পর্ব থেকে বিমল করের পূর্ববর্তী কয়েকজন বিশিষ্ট গল্পকারদের নির্বাচিত কিছু সংখ্যক গল্পে মানবিক সম্পর্কের বহুমাত্রিক দিক ও ক্রম পরিবর্তনের ধারাই হয়ে উঠেছে এই

অধ্যায়ের বিষয়বস্তু।

তৃতীয় অধ্যায়ে গবেষণা সন্দর্ভের মূল বক্তব্য বিষয় হচ্ছে বিমল করের গল্পে সম্পর্কের ব্যাপ্ত পরিসরে প্রতিবিম্বিত রূপের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা মানুষের জটিলতার কথা। আজীবন কালের রচনায় বিমল কর মানবিক সম্পর্কের প্রতিটি পরিসরকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণে প্রয়াসী হয়েছেন — যা তাঁর বরাবরই প্রিয় বিষয়। বিমল করের গল্প জুড়ে আমরা পাই চিরপরিচিত সম্পর্কের আশ্চর্য বিনির্মাণ ও পুনর্নির্মাণের কৌশলকে। বিশেষ করে নারী-পুরুষ সম্পর্কের বহুমাত্রিক দিক তথা আত্ম ও আত্মজ সম্পর্কের গভীরে নিমজ্জিত দু-একটা বাস্তব সত্যের মুখোশ অন্তত খুলে রাখেন পাঠকের সামনে। তবে সম্পর্কের গভীরে গিয়ে শুধু সম্পর্কহীনতাক চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোই বিমল করের মূল লক্ষ্য এটা আমরা কখনও বলতে পারি না — তাই তাঁর 'পালকের পা', 'তুচ্ছ', 'বরফ সাহেবের ময়ে', 'এরা ওরা' প্রভৃতির মতো কিছু গল্পের শেষে আমরা দেখি সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন দুটি মানুষ কখনও পারস্পারিক সম্পর্কের নিভৃত কোনে খুঁজে পেতে চায় তাদের নির্বাসিত সত্তার পুনর্বাসনকে। যেমন করে তাঁর 'দেওয়াল' উপন্যাসের শেষে সুধা ও সুচারু একে অপরকে খুঁজে নিয়েছিল অথবা 'নির্বাসন' উপন্যাসের ললিত ও বিভা শেষ পর্যন্ত রচনা করে তুলে তাদের পারস্পারিক সম্পর্কের নিভৃততম দ্বীপটিকে। আপাত সুস্থতার আড়ালে লুকিয়ে থাকা ব্যাধিকে যেমন দেখিয়েছেন তেমনি ব্যাধিবিশঙ্কিত সময়ের পরিসর থেকে তুলে এনেছেন দু-একটি পরিপূর্ণ জীবনের ছবি। এই অধ্যায়ে বিমল করের গল্পে সম্পর্কের পরিসরকে বিস্তৃতভাবে আলোচনায় উপস্থাপিত করার জন্যে এবং জটিলতার মারপ্যাঁচে আবর্তিত মানবিক সম্পর্কের প্রতিটি পরিসরক তুলনামূলক ব্যাখ্যার ফাঁকে ফাঁকে কাহিনীর আভাসকে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াসী হয়েছি যতটা সম্ভব সুশৃঙ্খল ভাবকে বজায় রেখে — যা সামগ্রীক আলোচনার জন্যে অপরিহার্য।

যে কোনো গল্পকারের গল্প আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায় তাঁর চরিত্র বিশ্লেষণ ছাড়া, তাই চতুর্থ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু হচ্ছে, বিমল করের গল্পে চরিত্র বিশ্লেষণ। তাঁর গল্প কাহিনির আড়ালে কখনও চাপা পড়ে যায়নি চরিত্রগুলো বা কখনও চরিত্রকে অতিশয় উদ্ভাসিত করতে গিয়ে কাহিনিকে বাদ দেননি। এই দুটোই অতিশয় সু-সামঞ্জস্যভাবে তাঁর গল্পের পরিণতি সাধনের দিকে ধাবিত হয়। বিমল করের গল্পের সৃষ্ট চরিত্রগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজেদের অসহায়তা নিয়ে যথেষ্ট বিপন্ন

বিষন্ন উদাস একাকী। চরিত্রগুলি একাকিত্বের দুঃসহ যন্ত্রণায় সঙ্কোচিত তথা লয়প্রাপ্ত। দ্বিধা দ্বন্দ্ব ও নিঃসঙ্গতার গ্লানি তাদেরকে নিয়ে যায় এক আত্মিক অবসাদে। আবার কোথাও ব্যাধিগ্রস্ত সম্পর্কের ভার বহন করে করে ক্লান্ত মানুষগুলি প্রায়শই ব্যস্ত হয়ে পড়ে সামনের ক্ষয়াটে দিনগুলির বোঝা কোনোক্রমে কাটিয়ে দেওয়ার জন্যে। আসলে প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবেই এইসব শূন্য হৃদয়ে জন্ম দিয়ে চলে এই ধরণের বিচ্ছিন্নতাবোধের। প্রসঙ্গত একথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে বর্তমান পৃথিবীতে মানুষের সম্পর্কের সমস্যাবলি এতই প্রবল যে তা সম্পর্কের প্রতিটি ধাপকে সংক্রমিত করে চলে, যেখানে চরিত্রের মধ্যে সংকট মোচনের অবকাশ সত্ত্বেও দ্বিধা সংশয় জেগেই থাকে; আর তাই প্রাত্যহিক জীবনের আঙিনায় পরিচিত সম্পর্কের নীড়ে ফিরে এলেও চরিত্রগুলির অস্বাভাবিকতা সহজে দূর হয় না।

বিমল করের গল্পে মৃত্যু একটি স্থায়ী প্রসঙ্গ। তাঁর সাহিত্য ভাবনায় মৃত্যুর ছায়ারূপ প্রকাশ লাভ করেছে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নিরিখে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি সীমানার পরিধিকে অতিক্রান্ত করে তা বিস্তার লাভ করেছে সামগ্রিক জীবন আধারের পটভূমিতে। আমরা জানি, সুদৃঢ় মনোবল ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে মানুষ অনেক সময়েই নিজেদের ভালোমন্দ নির্ণয়ে সক্ষম হয়। প্রতিকূল পরিবেশকে কাটিয়ে ওঠে। কিন্তু বিমল করের বেশ কিছু গল্পের মধ্যে কিংবা চরিত্রের মধ্যে এক ধরণের অদৃষ্টবাদ বা নিয়তি নির্ধারিত অমোঘ পরিণতির চূড়ান্ততা কাজ করে যায়, সেখানে বাকী সবকিছুই অর্থহীন হয়ে পড়ে। যেমন 'নিষাদ' গল্পের জলকু, 'উদ্বেগ' গল্পে শিশির, 'সুধাময়' গল্পে সুধাময় তথা 'অপেক্ষা' গল্পের শিবতোষ — এরা সবাই মৃত্যুভয়ে সদা আতঙ্কগ্রস্ত যে এদেরকে মৃত্যুতাড়িত চরিত্র বললেও বোধহয় অত্যুক্তি করা হবে না। জীবনের উৎসাহ উদ্দীপনার কক্ষপথ থেকে সম্পূর্ণ নির্বাসিত। অদৃষ্টবাদী এই ভাবনাকে অনেক সময় অহেতুক বোধ হলেও — জীবনের চরম প্রতিকূল পরিস্থিতির ক্ষেত্র নির্দেশনায় সুপ্রযুক্ত বলে মনে হয়। একথা অবশ্যই স্বীকার্য, অনেক সময় পরিস্থিতি মোকাবিলায় আমরা এতটাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ি, যেখানে অদৃষ্টের বিধানের উপর নির্ভরতা ব্যতীত অন্য কোনো উপায় থাকে না। মৃত্যুচিন্তা-মুখর দ্বিধাগ্রস্ত এই ভাবনা আসলে বিপন্ন অস্তিত্বের শূন্যতাকে বহন করেই এসেছে বিমল করের গল্পে। আমরা লক্ষ্য করে থাকি, তাঁর গল্পে মৃত্যুর আগমন ঘটেছে বিচিত্র পদ্ধতিতে, বিচিত্র চিত্রকল্পের মাধ্যমে। কখনও দৈহিক বিনাশের

পূর্ব মুহূর্তে মৃত্যু হয়ে ওঠেছে এক আশ্চর্য চরিত্র (নদীর জলে ধরা-ছোঁয়ার খেলা) আবার কখনও চিঠির ছদ্ম মোড়কে (অপেক্ষা গল্পে) তার সুস্পষ্ট উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় বা 'উদ্বেগ' গল্পে মৃত্যুর প্রতীক রূপে আমরা পাই চোরের হাতের সিঁদকাঠির রূপককে। তবে তাঁর গল্পে মৃত্যু শুধু দৈহিক গন্ডীতে সীমাবদ্ধ থাকেনি। যা দৈহিক বৃত্তের পরিধিকে ছাড়িয়ে অনেক ক্ষেত্রে আত্মিক বিনাশের পর্যায় হয়ে উঠেছে। আবার কখনও পারস্পারিক সম্পর্কের ভিত্তিভূমিকে নড়বড়ে করে দেওয়া চিন্তাচেতনার ফাঁক দিয়ে মৃত্যু তার সাম্রাজ্যকে কায়েম করেছে বিমল করের গল্পে। কিন্তু মৃত্যুবোধে তাড়িত হলেও বিমল করের গল্পে শুধুর মৃত্যুর কালো অন্ধকারই শেষ কথা হয় দাঁড়ায় না। কারণ বিমল করের মতো অন্তর্মুখী লেখক যখনই জীবনের ওপর আলোকপাত করেন তখন তার পেছনে মৃত্যুর ছায়া পড়বেই। কিন্তু তাই বলে জীবন সেখানে কোনোভাবেই উপেক্ষিত হয়নি হওয়া সম্ভবও নয় কারণ কায়ার সঙ্গে ছায়ার মতোই মৃত্যু ও জীবন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। গভীর বিশ্বাস ও মানবিক সম্পর্কে স্থির প্রত্যয়ে তাঁর গল্প উত্তরণে প্রয়াসী। তাই পঞ্চম অধ্যায় ঃ বিমল করের গল্প ঃ মৃত্যু ও মৃত্যুত্তীর্ণ জীবন ভাবনা।

উপসংহার পর্যায়ে পূর্ববর্তী অধ্যায়ের আলোচনার সাপেক্ষে, আমরা দেখেছি বিমল করের 'নিজের' জন্য লেখা অধিকাংশ গল্পেই উঠে এসেছে সার্বিক মানুষের আত্মিক বেদনার কথা। আর এই আত্মিক বেদনার তো কোনো নিজস্ব সংরূপ থাকে না তা রূপায়িত হয়ে ওঠে সম্পর্কের আধারে। তাঁর গল্প আলোচনা কালে লক্ষ্য করা যায় তাঁর সৃষ্ট পাত্র-পাত্রীরা বাস্তবিকই কোনো না কোনো অসুস্থতায় পীড়িত, তবে সে অসুখ শারীরিক বা মানসিক যে কোনো কারণেই হতে পারে। আসলে বিমল কর তাঁর চরিত্রের মধ্যে যে অসুস্থতার চিত্র আঁকেন তা আপাত স্তরের অসুস্থতার গন্ডীকে পেরিয়ে বর্তমান কালের নৈতিক অবক্ষয়, মূল্যবোধের হনন, আধুনিক সভ্যতার বিকার এবং সর্বোপরি মানবিক সম্পর্কের ব্যাধিবিশঙ্কিত দিকটিকে চিহ্নিত করে তুলেন। স্নেহ-ভালোবাসাহীন মমত্ব বর্জিত মানুষের সম্পর্কহীনতার যন্ত্রণা যে ভয়ঙ্কর ব্যাধিতে আক্রান্ত মানুষের থেকেও কোনো অর্থে কম নয় — একথা অবশ্যই সত্য। শারীরিক ব্যাধির পরিত্রাণ যদিও আমাদের চিকিৎসা পদ্ধতিতে সম্ভব — কিন্তু মানবিক সম্পর্কের প্রতিটি স্তর মন্থন করে যে বিষাক্ত গরল উৎপন্ন হয় তার চিকিৎসা কোনো বাহ্যিক প্রক্রিয়ায় নয়, তা সম্ভব জীবনের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসায়, পারস্পারিক নির্ভরতায়,

বিশ্বাসে এবং আস্থাবোধে।

বিমল করের ছোটগল্পের মধ্যে আমরা যে দিকটা বিশেষতঃ লক্ষ্য করি সেটা হচ্ছে — মানবিক সম্পর্কের জটিলতা, সম্পর্কের টানাপোড়েন, অসুস্থতা, মৃত্যু, একাকিত্ব ও অন্তর্মুখীনতা। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলোর মধ্যে কথার স্ফুলিঙ্গ ঝরে পড়ে না, বরঞ্চ তাঁদের অন্তরের গভীরতায় জমে থাকে কথার পাহাড়। যা শুধু সহৃদয় পাঠক হৃদয়ের অনুভূতি দিয়ে উপলব্ধি করতে পারেন। তাঁর গল্প শরীরে বিন্যস্ত হয়ে থাকা অসুস্থতার বাতাবরণ তা সামাজিক-পারিবারিক তথা ব্যক্তি সম্পর্কে যে কারণেই হোক না কেন, চরিত্রগুলো দাবি করে এক সুস্থ, সহজ সরল জীবনের। মৃত্যু, অসুস্থতা এবং চারপাশের কুটিল হিংস্রতার মধ্যে বাস করেও খুঁজে ফিরে এক অন্য ভুবনের সন্ধানে। সুস্থ-সবল-স্বাভাবিক জীবনের অনুসন্ধানই গল্পের নায়ক-নায়িকাকে পৌঁছে দেয় এক নবীন ভাবনায় দ্বারদেশে। যেখানে তারা প্রত্যেকেই খুঁজে পেতে চায় এক অনন্য জীবনবোধের আধারকে এবং তথাকথিত সমস্ত সম্পর্কের পরিধিতে গভীর বিশ্বাসে নিমজ্জিত মানবিক সত্তাকে।

প্রথম অধ্যায়

বিমল কর ঃ ব্যক্তি জীবন ও সাহিত্য জীবন

"আজ থেকে দশ-পনেরো বছর পরে কোনও পাঠক আমার লেখা পড়বেন এমন অবিশ্বাস্য কল্পনা আমি করি না। সে চিন্তায় আমি বিন্দুমাত্র উদ্বিগ্ন নই। কাল মহাকাল যুগ — এসব পোশাকী কথার কোনও অর্থ আমার কাছে নেই।"[১]

বিমল কর তাঁর রচনা কালোত্তীর্ণ হবে কি না এ নিয়ে সংশয় প্রকাশ করলেও কিংবা উচ্চ প্রত্যাশা প্রকাশ না করলেও একথা বলার প্রায় বহুকাল অতিবাহিত হওয়ার পরও আজকের পাঠক-সমাজ তাঁকে বাদ দিয়ে বাংলা কথাসাহিত্যের কথা আজ আর ভাবতেই পারে না। তথাপি বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে বিমল করের মতো বিরল কথাকারের সৃষ্টি সম্ভার নিয়ে বিক্ষিপ্তভাবে আলোচনা পর্যালোচনা হলেও তাঁর কথাসাহিত্য নিবিড় পর্যবেক্ষণের দাবী করে। বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে বিমল কর এক উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক; যার হাত ধরে বাংলা কথাসাহিত্য পেয়েছে এক মুক্ত পরিসরের সন্ধান। 'ছোটগল্প নতুন রীতি' আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব বিমল কর ছিলেন কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে নবীন প্রজন্মের 'পথের দিশারী'। তিনি লিখেছেন প্রায় দীর্ঘ অর্ধ শতকব্যাপী। তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় উঠে এসেছে সময়ের সেই বিচিত্র ওঠানামার দৃশ্য, লক্ষ্য করেছেন তিনি পরিসরের নানা রূপ বদলকেও।

জীবন প্রতিনিয়তই পরিবর্তনশীল। বহু বর্ণের খেলা দেখিয়ে চলেছে অহরহ, প্রত্যহ যেখানে চলেছে ভাঙনের খেলা। কিংবা নব নবীনের হয়ে ওঠার নির্মাণ কৌশল। তবে দায়িত্বশীল শিল্পী এড়িয়ে যেতে পারেন না নির্মম, নিষ্ঠুর বড় সত্যকেও। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে না চললে যুগ যে

উপসংহার

একই জীবনাধারে যখন পারস্পরিক সম্পর্কের পরিধি নির্ধারিত হয়ে যায় তখন মানুষের ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব বা জটিলতা বলে কিছু থাকে না যা অনায়াসেই প্লাবিত হয়ে যায় সম্পর্কের অপর পরিসরে। আর তাই কোনো মানুষেরই একক কিংবা নিজস্ব পরিচয়ের কোনো ব্যাখ্যা থাকে না। বিভিন্ন সম্পর্কের পরিসরে ব্যাপ্ত রূপের আধারে গড়ে ওঠে মানুষের একটি পূর্ণাঙ্গ অস্তিত্বের পরিচয়। আসলে, একটি মানুষ তার একটি জীবনে বয়ে বেড়ায় বিচিত্র সম্পর্কের বিন্যাসগত বহুমাত্রিক দিককে। নৈতিক-অনৈতিক, তথা সমাজের প্রত্যেকটি স্তরে বিভক্ত হয়ে চলে নির্ধারিত সম্পর্কের নব মূল্যায়ন। সম্পর্কের প্রত্যেক পরিসরে সেই ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্ব বিভাজিত হয়ে পড়ে ভিন্ন স্বরূপে। সভ্যতার ইতিহাসে মানুষ নিরন্তর এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তার সাথে করে জন্ম দিয়ে যাচ্ছে নিত্য নতুন জটিলতার — আর যা অজান্তে এসে ছায়া ফেলছে তাদের সম্পর্কের বিভিন্ন পরিধিতে। বাল্যকাল থেকেই ব্যক্তির চারপাশে রচিত হয়ে চলে অজস্র সম্পর্কের সংযোগ সেতু — যার কেন্দ্রবিন্দু স্বরূপ নারী-পুরুষ সম্পর্কের অবস্থান সর্বপ্রধান। কারণ তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয় বাকী সব সম্পর্কের বিন্যাসগত কৌশল। সমাজ জীবনে নারী-পুরুষ সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হয় প্রেম ও বিবাহের ভিত্তিতে। প্রেম যদি নারী-পুরুষ সম্পর্কের উৎস হয়ে থাকে তবে বলতে হয় বিবাহে তার পরিণতি। কিন্তু মানুষের হৃদয় যদি জীবনের সরল গতির বশীভূত হয়ে যেত তা হলে হয়তো সুখ-দুঃখের অনুভূতিতে কোনো ফারাকই থাকতো না। মানুষের হৃদয় যেহেতু বহু জটিল বাঁক নিয়ে প্রবাহিত হয়ে আপন গতিপথে এগিয়ে যায় তাই তার চারপাশে গড়ে ওঠে জটিল সমস্যার চোরাবালি — যাতে সে নিজেই একদিন নিমজ্জিত হয়ে বসে। তবুও এর মাঝেই বেঁচে থাকা, জীবনের পথ ধরে চলা। কখনও চিরপরিচিত দাম্পত্য সম্পর্কের আড়ালে নিঃসম্পর্কিত দুটি জীবনের বেঁচে থাকার আখ্যানে ব্যর্থতা ও শূন্যতাবোধের গ্লানি জমে ওঠে, আবার কখনো বা বিরুদ্ধ আবহাওয়ায় কবোষ্ণ দুটি হৃদয় পরস্পরের সান্নিধ্যের স্নিগ্ধতায় খুঁজে পেতে চায় এক অনন্য জীবনবোধের জগতকে।

গ্রন্থপঞ্জি

ক) আকর গ্রন্থ ঃ

১. কর বিমল, পঞ্চাশটি গল্প, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-৯, ২০০৮।

২. ঐ, বিমল করের শ্রেষ্ঠ গল্প, আশা প্রকাশনী, কলকাতা-৯।

৩. ঐ, আমি ও আমার তরুণ লেখক বন্ধুরা, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৯, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ।

৪. ঐ, উড়োখই (১ম পর্ব), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-৯, ১৯৯২।

৫. ঐ, উড়োখই (২য় পর্ব), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-৯, ১৯৯৪।

৬. ঐ, বিমল কর-এর বাছাই গল্প, মন্ডল বুক হাউস, কলকাতা-৯।

৭. ঐ, দেওয়াল, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-৯, ১৯৯৬।

৮. ঐ, উপন্যাস সমগ্র-১, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৯।

৯. ঐ, ফানুসের আয়ু — একত্র ঃ ৩, বিকাশ গ্রন্থভবন, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ১৯৯৩।

১০. ঐ, সরস গল্প, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-৯, প্রথম সংস্করণ ঃ নভেম্বর ১৯৮৫, পঞ্চম মুদ্রণ মার্চ, ২০১০।

খ) সহায়ক আলোচনামূলক বাংলা গ্রন্থ ঃ

১. বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খন্ড, সমগ্র উপন্যাস, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ - আশ্বিন ১৩৬০, বিংশতম মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৪১০।

২. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ অখন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা-১৭, শ্রাবণ, ১৪১০।

৩. গুপ্ত জগদীশ, জগদীশ গুপ্তের রচনাবলী, বসুমতি সাহিত্য মন্দির, শ্রাবণ, ১৩৬০।

৪. মুখোপাধ্যায় শৈলজানন্দ, শ্রেষ্ঠ গল্প, করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, মে ২০০২।

গ্রন্থপঞ্জি

ক) আকর গ্রন্থ ঃ

১. কর বিমল, পঞ্চাশটি গল্প, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-৯, ২০০৮।

২. ঐ, বিমল করের শ্রেষ্ঠ গল্প, আশা প্রকাশনী, কলকাতা-৯।

৩. ঐ, আমি ও আমার তরুণ লেখক বন্ধুরা, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৯, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ।

৪. ঐ, উড়োখই (১ম পর্ব), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-৯, ১৯৯২।

৫. ঐ, উড়োখই (২য় পর্ব), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-৯, ১৯৯৪।

৬. ঐ, বিমল কর-এর বাছাই গল্প, মন্ডল বুক হাউস, কলকাতা-৯।

৭. ঐ, দেওয়াল, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-৯, ১৯৯৬।

৮. ঐ, উপন্যাস সমগ্র-১, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৯।

৯. ঐ, ফানুসের আয়ু — একত্র ঃ ৩, বিকাশ গ্রন্থভবন, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ১৯৯৩।

১০. ঐ, সরস গল্প, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-৯, প্রথম সংস্করণ ঃ নভেম্বর ১৯৮৫, পঞ্চম মুদ্রণ মার্চ, ২০১০।

খ) সহায়ক আলোচনামূলক বাংলা গ্রন্থ ঃ

১. বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খন্ড, সমগ্র উপন্যাস, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ - আশ্বিন ১৩৬০, বিংশতম মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৪১০।

২. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ অখন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা-১৭, শ্রাবণ, ১৪১০।

৩. গুপ্ত জগদীশ, জগদীশ গুপ্তের রচনাবলী, বসুমতি সাহিত্য মন্দির, শ্রাবণ, ১৩৬০।

৪. মুখোপাধ্যায় শৈলজানন্দ, শ্রেষ্ঠ গল্প, করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, মে ২০০২।

৫. ভট্টাচার্য সৌরীন সম্পাদিত, প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, মে ২০০১।

৬. বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক, পুতুল নাচের ইতিকথা, প্রকাশ ভবন, প্রথম সংস্করণ ১৩৩৬/সপ্তবিংশ মুদ্রণ - শ্রাবণ ১৪০৬।

৭. চক্রবর্তী যুগান্তর সম্পাদিত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, প্রথম প্রকাশ - শ্রাবণ ১৩৫৭, সপ্তদশ মুদ্রণ - ভাদ্র ১৪০৫।

৮. ভট্টাচার্য জগদীশ সম্পাদিত, সুবোধ ঘোষের শ্রেষ্ঠ গল্প, প্রকাশ ভবন, প্রথম সংস্করণ - জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬, পুনর্মুদ্রণ - ফাল্গুন ১৪০১।

৯. ঘোষ সুবোধ, গল্প সংগ্রহ, ১ম খন্ড, প্রাইমা পাবলিকেশনস্, ২য় মুদ্রণ - নভেম্বর ১৯৮১।

১০. বসু নিতাই সম্পাদিত, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ - ১৯৮৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ - ১৯৯৯।

১১. মিত্র নরেন্দ্রনাথ, গল্পমালা-১, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-৯, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৮৬, সপ্তম মুদ্রণ - নভেম্বর ২০০৩।

১২. মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার, মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে, প্রথম প্রকাশ - জুলাই ১৯৯৪ / সংশোধিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ - ডিসেম্বর ২০০৯, অগ্রহায়ন ১৪১৬।

১৩. ঐ, কালের প্রতিমা, দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩, এপ্রিল ১৯৯১।

১৪. ঐ, কালের পুত্তলিকা, বাংলা ছোটগল্পের একশ'দশ বছর / ১৮৯১-২০০০, দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ - আগস্ট ১৯৮২ / তৃতীয় সংস্করণ - এপ্রিল ২০০৪।

১৫. ঐ, বাংলা কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ - জুন ২০০৪, জ্যৈষ্ঠ ১৪১১।

১৬. ঐ, সাহিত্য এপার বাংলা ওপার বাংলা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ - ডিসেম্বর ২০০৯, অগ্রহায়ণ ১৪১৬।

১৭. বসু অরুণকুমার, কথাশিল্পের নানা দিক, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-৭৩, নভেম্বর ২০০৬।

4. Twayne's World Authors Series : A survey of the World's Literature, Sylvia E. Browman (general editor), Juan Goytisolo - Kessel Schwarzy, Twanyene Publishers : 1970.

ঘ) সহায়ক আলোচনামূলক বাংলা পত্র-পত্রিকা ঃ

১. দেশ, ১৮ জুলাই ১৯৯২ সংখ্যা, আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, কলকাতা-১।

২. তদেব, ১৬ জানুয়ারি, ১৯৯৩।

৩. তদেব, ২২ এপ্রিল, ১৯৯৫।

৪. তদেব, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৫।

৫. তদেব, ১৭ জুলাই, ১৯৮৫।

৬. এবং মুশায়েরা, তৃতীয় বর্ষ, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯৬, জানুয়ারি-মার্চ ১৯৯৭।

৭. তীব্র কুঠার, দশম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, জানুয়ারি ২০০৩।

৮. তদেব, শারদ সংখ্যা, ১৪০৩।

৯. সামন্ত সুবল সম্পাদিত এবং মুশায়েরা, নবম বর্ষ ২/৩, শারদীয় ১৪০৯।

১০. ঘোষ দেবাংশু সম্পাদিত একালের গল্পচর্চা, বর্ণমালা, আষাঢ় ১৪১৫।

১১. চন্দ্র বীরেন সম্পাদিত, উত্তরধ্বনি, ৩০ বর্ষ, শারদ , ১৪১৪।

১২. ভট্টাচার্য সুবোধ, মুখোপাধ্যায় সুজিত, ইন্দু অরুণ সম্পাদিত সাহিত্যপত্র নহবত, ৩০ বর্ষ, ১৯৯৩।

১৩. জিজ্ঞাসা, দশম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ, ১৯৯০।

১৪. কোরক সাহিত্য পত্রিকা, বিমল কর সংখ্যা, বইমেলা ১৯৯৭।

১৫. সাক্ষাৎকার ঃ বিমল কর, " ...আমার পরিশ্রমটা অনেকটা মজুরের মতো" দেশ, সাপ্তাহিক, ৩রা নভেম্বর ১৯৯০।

বরাক উপত্যকার মুসলিম মরমি গীতিকার : সাধন ও নন্দন

আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে
পিএইচ.ডি উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

উপস্থাপক :

ইমদাদুর রহমান

বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর

পঞ্জীয়নক্রম - পিএইচ.ডি/১৪২৪/২০১১
তারিখ - ১১.০৪.২০১১

বাংলা বিভাগ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতি অধ্যয়ন অনুষদ
আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর - ৭৮৮ ০১১, ভারত
২০১৪

বরাক উপত্যকার মুসলিম মরমি গীতিকার : সাধন ও নন্দন

আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে
পিএইচ.ডি উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

উপস্থাপক :

ইমদাদুর রহমান

বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর
পঞ্জীয়নক্রম - পিএইচ.ডি/১৪২৪/২০১১
তারিখ - ১১.০৪.২০১১

বাংলা বিভাগ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতি অধ্যয়ন অনুষদ
আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর - ৭৮৮ ০১১, ভারত
২০১৪

DEPARTMENT OF BENGALI
RABINDRANATH TAGORE SCHOOL OF INDIAN
LANGUAGES & CULTURAL STUDIES
ASSAM UNIVERSITY, SILCHAR
(A CENTRAL UNIVERSITY CONSTITUTED
UNDER ACT XIII OF 1989)
SILCHAR - 788011, ASSAM, INDIA

Date 08.09.2014.

CERTIFICATE

Certified that the thesis entitled "বরাক উপত্যকার মুসলিম মরমি গীতিকার ঃ সাধন ও নন্দন" Submitted by **Imdadur Rahman** for award of the Degree of Doctor of Philosophy in Bengali is a bonafide research work. This work has not been submitted previously for any other degree of this or any other university. It is further certified that the candidate has complied with all the formalities as per the requirements of Assam University. I/We recommend that the thesis may be placed before the examiners for consideration of award of the degree of this university.

Alauddin Mondal
Alauddin Mondal
Name & Signature of the
Supervisor
Department of Bengali
Assam University, Silchar

Dr. Alauddin Mondal
Assistant Professor
Deptt. of Bengali
Assam University, Silchar
(A Central University)

DECLARATION

I, Imdadur Rahman bearing Registrationb No. Ph.D/1424/2011 dated 11/04/2011 hereby declare that the subject matter of the thesis entitled "বরাক উপত্যকার মুসলিম মরমি গীতিকার ঃ সাধন ও নন্দন" is the record of work done by me and that the contents of this thesis did not form the basis for award of any degree to me or to anybody else to the best of my knowledge. The thesis has not been submitted in any other University/Institute.

This thesis is being submitted to Assam University for the degree of Doctor of Philosophy in Bengali.

Imdadur Rahman
Candidate

Place: Silchar
Date: 08.09.2014

বিষয় সূচি

১। ভূমিকা

২। প্রথম অধ্যায় ঃ মরমি সঙ্গীতের সংজ্ঞা, স্বারূপ ও বিকাশ।

৩। দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ বরাক উপত্যকার মরমি সঙ্গীতের পরিচয় এবং সাধনার অন্যান্য ধারা।

৪। তৃতীয় অধ্যায় ঃ বরাক উপত্যকার রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে মরমি সঙ্গীতের গুরুত্ব।

৫। চতুর্থ অধ্যায় ঃ বরাক উপত্যকার বিশিষ্ট মুসলিম মরমি গীতিকার ঃ সাধন ও নন্দন।

৬। উপসংহার

৭। পরিশিষ্ট ঃ ক) পরিশিষ্ট - ১

খ) পরিশিষ্ট - ২

গ) পরিশিষ্ট - ৩

৮। গ্রন্থপঞ্জি

প্রথম অধ্যায়
মরমি সংগীতের সংজ্ঞা, স্বরূপ ও বিকাশ

মরম শব্দের আভিধানিক অর্থ হল অন্তরের নিগূঢ়তম প্রদেশ। সৃষ্টিকর্তা আর সৃষ্টির গূঢ় রহস্য উপলব্ধি ও উদঘাটনই হচ্ছে মরমি সাহিত্যের মূল কথা। মরমিয়া কথাটি ধর্ম ও সাধনার সঙ্গে যুক্ত। মরমিয়া সংগীত সুস্বাদু কিন্তু রহস্যময়। কবি-মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রসানুভূতির প্রকাশ ঘটে মরমি সঙ্গীতে। মরমি কবিরা অনেক সময় কিছু প্রতীকের ব্যবহার করে থাকেন যা প্রায়শ ব্যক্তিগত হওয়ায় সাধারণ মানুষের কাছে এর অর্থব্যূহ ভেদ করা সর্বদা সহজবোধ্য হয় না।

অতিন্দ্রীয়বাদ বা মিষ্টিসিজম সম্পর্কে বলতে গিয়ে Robert S. Ellwood বলেন - "Mysticism is the means of ultimate transformation. ..... a mystical experience is a state of consciusness whose dominent symbols and structures of thought, behavoiur, and expression relate to ultimate transformation of self and world, and whose same symbole and structures derive from or construct a system with theoretical, practical, and sociological components also pointing toward ultimate transformation. ..... Mystica! experience is experience in a religious context that is immediately or subsequently interpreted by the experiencer as encounter with ultimate divine reality in a direct nonrational way that endengers a deep sense of unity and of living during the experience on a level of being other than the ordinary".[১]

Evelyn Underhill-এর মতে "Mysticism in its pure form, is the science of ultimates, the science of union of unit with the Absolute,

গ্রন্থপঞ্জি

১। শ্রীশচন্দ্র দাশ; সাহিত্য-দর্শন; শীলভদ্র দাশ ও আদ্রিকা নাথ, কলকাতা; ১৯৯৯।

২। ড. মোঃ সোলায়মান আলী সরকার; লালন শাহের মরমী দর্শন; বাংলা একাডেমী, ঢাকা; ১৯৯৪।

৩। ড. মোঃ সোলায়মান আলী সরকার; বাংলার বাউল দর্শন; বাংলা একাডেমী, ঢাকা; ১৯৯২।

৪। অনুপম হীরা মণ্ডল; বাংলাদেশের লোকধর্ম, দর্শন ও সমাজ তত্ত্ব; বাংলা একাডেমী, ঢাকা; ২০১০।

৫। গুরুসদয় দত্ত; শ্রীহট্টের লোক সঙ্গীত; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; ১৯৯৬।

৬। সুধীর চক্রবর্তী; বাউল ফকির কথা; লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ; ২০০১।

৭। আব্দুর রাকিব; ইসলামে মরমী প্রবণতা (অনুবাদ); লেখা প্রকাশনী; কলকাতা; ২০০১।

৮। ড. আলাউদ্দিন মণ্ডল; আলোচনা চক্র, সংকলন ৩৪; চিরঞ্জীব শূর, বেলঘরিয়া, কলকাতা; ২০১৩;

৯। ড. ওসমান গনী; ইসলাম ও সুফীসমাজ; বুকস ওয়ে, কলকাতা; ২০০১।

১০। ড. শিবতপন বসু; বরাক উপত্যকার মাটি ও মানুষ; গৌরী বসু, বদরপুর; ২০০০।

১১। ড. আলাউদ্দিন মণ্ডল; উপন্যাসে অন্যস্বর; নয়া উদ্যোগ, কলকাতা; ২০১২।

১২। ড. মুসা কালিম; মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক; মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা; ১৯৮৮।

Ph.D. উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ

বিষয় ঃ সন্তোষকুমার ঘোষের উপন্যাসে ব্যক্তি ও সমাজ।

উপস্থাপক

রামেন্দ্র দাস

পঞ্জিয়ন ক্রম : **Ph.D./1265/2010**

তারিখ : **04-10-2010** ইং।

বাংলা বিভাগ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতিচর্চা অধ্যয়ন অনুষদ

আসাম বিশ্ববিদ্যালয়

শিলচর-৭৮৮০১১, ভারত

মে ২০১৪ ইং।

Department of Bengali,
Rabindranath Tagore School of Indian Indian Languages & Cultural Studies, Assam University, Silchar (A Central University Constituted under Act XIII of 1989) Silchar-788011, Assam, India.

Dr. Ashok Das
Asstt. Prof.
Dept. of Bengali
Assam University, Silchar.

Ph. : 03842-270364
Mob : 9859147301
E-mail-ashokdasau@gmail.com

CERTIFICATE

Date : 15-05-2014

Certified that the thesis entitled 'সন্তোষকুমার ঘোষের উপন্যাসে ব্যক্তি ও সমাজ' **(Eng : *Individual & Society in Novels of Santosh Kumar Ghosh*)"** submitted by **Ramendra Das** for award of the Degree of Doctor of Philosophy in Bengali is a bonafide research work. This work has not been submitted previously for any other degree of this or any other University. It is further certified that the candidate has completed with all the formalities as per the requirements of Assam University. I recommend that the thesis may be placed before the examiners for consideration of award of the degree of this University.

Name & Signature of the
Superviser
Department of Bengali

Assam University, Silchar.

DECLARATION

I, Ramendra Das bearing Registration **Number Ph.D/1265/2010 dated 04-10-2010** hereby declare that the subject matter of this thesis entitled 'সন্তোষকুমার ঘোষের উপন্যাসে ব্যক্তি ও সমাজ' **(Eng : *Individual & Society in Novels of Santosh Kumar Ghosh*)** is the record of work done by me and that the contents of this thesis did not form the basis for award of any degree to me or to anybody else to the best of my knowledge. This thesis has not been submitted in any other University / Institute.

This thesis is being submitted to Assam University for the Degree of Doctor of Philosophy in Bengali.

Place : Silchar
Date : 15th May 2014

(Ramendra Das)
Candidate

মুখবন্ধ

বাংলা সাহিত্যের এক বরিষ্ঠ লেখক সন্তোষকুমার ঘোষ। ১৯৫০ সালে 'কিনু গোয়ালার গলি' উপন্যাস লিখে যিনি বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেন। কৃতি সাংবাদিক সন্তোষকুমারের ভাষাশিল্পে রয়েছে আত্মানুসন্ধানের ছাপ। শিল্পকে তিনি শিল্প হিসাবে দেখেননি, তৈরি করেছেন মানবতার সেতু রূপে। তাইতো কলকাতা শহরকে নির্ভর করে ব্যক্তি ও জীবনের কথা তুলে ধরেছেন তার উপন্যাসে। তাঁর গভীর উপলব্ধিতে তৈরি হয়েছে সৃজন ঢালা, এজন্য নিজ জীবনের কিছুটা হলেও আভাস দিয়ে গেছেন তাঁর কথাসাহিত্যে। এজন্য তাঁর সবকটি উপন্যাসে উঠে এসেছে জীবনের ব্যাখ্যা। মধ্যবিত্ত জীবনের ছবি তুলে ধরতে তিনি স্মার্ট গদ্যরীতি ব্যবহার করে উপন্যাসের আঙ্গিকে নতুনত্ব দেখিয়েছেন। এছাড়াও তাঁর উপন্যাসে রয়েছে সমকালীন রাজনীতি, সমাজ ব্যক্তির বিচিত্র টানাপোড়েনের ছবি এবং নারীর সামাজিক অবস্থান। এজন্য এ গবেষণা কর্মে রয়েছে তিনি কতটুকু সমকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত ব্যপ্ত তারই সামগ্রিক চিত্র। এই অন্বেষণই আমার গবেষণা সন্দর্ভের প্রতিপাদ্য বিষয়।

গবেষণা কর্মটির নির্দেশক আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড° অশোক দাস। তাঁর নিরন্তর দিক নির্দেশের ফলেই আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভ বাস্তব রূপ লাভ করেছে। তাঁর কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য। এ ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপিকা ড° বেলা দাস ও অন্যান্য অধ্যাপক, অধ্যাপিকাগণের সস্নেহ সাহায্য এবং অমূল্য মতামত গবেষণা কর্মকে চালিয়ে নিয়ে যেতে আমাকে প্রাণিত করেছে।

গবেষণা কর্মটির জন্য বহু গ্রন্থাগারের সাহায্য নিতে হয়েছে। আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় গ্রন্থাগার এবং কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার না থাকলে এই গবেষণা অসম্পূর্ণ থেকে যেত। এ ছাড়াও শিলচরের রাধা মাধব কলেজের লাইব্রেরি, কলকাতা ন্যাশনেল লাইব্রেরি, কলকাতা লিটিল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র প্রভৃতি এবং আমার তত্ত্বাবধায়কের ব্যক্তিগত লাইব্রেরির বই আমাকে গবেষণা কর্মে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। এবং বিশেষ করে আমার জ্যাঠতুতো দুই ভাই ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অশিক্ষক কর্মচারীদের নিরন্তর সাহায্যের কথাও আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

এ ছাড়াও এই গবেষণা কর্ম আরম্ভ করার মাত্র চারমাস পর আমার বাবা মারা যান এবং প্রয়াত মা ও সর্বোপরি অগ্রজ ভ্রাতা ও ভগিনীর নিরন্তর উৎসাহ আমাকে এই গভেষণা কর্ম করতে প্রাণিত করেছে তাদেরকে প্রণাম। এ ছাড়াও আমার অনেক শুভাকাঙ্খী বন্ধু-বান্ধবীগণ আমাকে বিভিন্ন ভাবে উৎসাহ ও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। ওরা সকলকেই ধন্যবাদার্হ।

বাংলা বিভাগ
আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর।

রামেন্দ্র দাস

****

সূচীপত্র

বিন্যাসক্রম	শীর্ষনাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
	ভূমিকা	১-৭
প্রথম অধ্যায়	জীবন ও সাহিত্যকৃতি	৮-৩০
	সন্তোষকুমার ঘোষের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি ও সাহিত্যকৃতি	
	উপন্যাস ছোটগল্প ও সমগ্র রচনার কালানুক্রমিক পরিচয়	
	প্রতিনিধিমূলক রচনা	
	সাংবাদিক গদ্য	
	বিদেশ ভ্রমণ ও পুরস্কার এবং চিত্রশিল্পী সন্তোষকুমার	
দ্বিতীয় অধ্যায়	সময়ের অন্তঃস্বর	৩১-৬২
	স্বাধীনতার অব্যবহিত পরবর্তীকালে বঙ্গীয় সমাজ	
	নতুন জীবনের স্বপ্ন থেকে নৈরাশ্য	
	পারিবারিক বৃত্তে ভাঙ্গনের সূচনা	
	মূল্যবোধের অবক্ষয়	
	উপন্যাসে নতুন ধরণের সূচনা	
	অন্তর্বস্তু ও রচনাশৈলীতে পর্বান্তর	
তৃতীয় অধ্যায়	কিনু গোয়ালার গলি ঃ মধ্যবিত্তের জীবনসত্যের সন্ধান	৬৩-১০১
চতুর্থ অধ্যায়	মোমের পুতুল ঃ সমাজ বাস্তবতা ও সময়ের দ্বিরালাপ	১০২-১৪২
পঞ্চম অধ্যায়	জল দাও ঃ স্বীকারোক্তি থেকে প্রার্থনার এক পাণ্ডুলিপি	১৪৩-১৬৬
ষষ্ঠ অধ্যায়	শেষ নমস্কার, ‘শ্রীচরণেষুমা’কে ঃ মাতৃ অন্বেষণের	
	দর্পণে আত্মউন্মোচন	১৬৭-২০২
সপ্তম অধ্যায়	সময় আমার সময় ঃ নকশাল আন্দোলনের অকথিত দলিল	২০৩-২২৬
অষ্টম অধ্যায়	সামগ্রিক প্রতিবেদনের দর্পনে ঔপন্যাসিকের উপন্যাস সমগ্র ঃ	
	জীবনানুরাগের স্বয়ং নায়ক	২২৭-২৪৭
	উপসংহার	২৪৮-২৬০
	গ্রন্থপঞ্জি	২৬১-২৬৮

ভূমিকা

।। এক ।।

মানুষ সামাজিক জীব, এই সমাজই ব্যক্তি মানুষকে তৈরি করে। তাই সমাজে আরও নানা প্রাণিকুল থাকলেও তাদের জ্ঞান বা অনুভূতি নেই। এই অনুভূতিগ্রাহী মস্তিষ্ক যুক্ত মানুষই ব্যক্তি। এজন্য সমাজ পরিচালনা করার জন্য ব্যক্তির দরকার আর; এই ব্যক্তিই হয়ে ওঠে সমাজের মূল চাবিকাঠি। তাইতো প্রত্যেক ব্যক্তিই কোন না কোন সমাজের অন্তর্ভূক্ত। এই ব্যক্তি গোষ্ঠীবদ্ধ কিংবা সংঘবদ্ধ জীবনযাত্রায় অবস্থিত থেকেও তাদের একটা নিজস্বতা বজায় রেখে চলে, এই চলাকে আমরা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বলে আখ্যা দিয়ে থাকি। এই ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে রয়েছে একটা পারস্পরিক সম্পর্ক।

ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব নিয়ে সমাজে স্বাধীনভাবে নিজস্ব বুদ্ধি বিবেচনা অনুযায়ী আচরণ করে সমাজের আরো দশজনের সঙ্গে বুদ্ধি বিবেচনার বিনিময় করার আচরণকেই ব্যক্তিত্বের অধিকারী করে তোলো। সেজন্য অন্যপক্ষে বলা চলে সমাজ মানুষেরই অর্থাৎ ব্যক্তির সৃষ্ট আচার-আচরণ থেকেই সমাজ ঘটিত হয়। এই সমাজের সুষ্ঠ কতকগুলি নিয়ম কানুন, সংঘ-প্রতিষ্ঠান একটা সমষ্টিগত গঠন প্রকৃতি নিয়ে সমাজ গঠিত। এই সমাজে ব্যক্তির অর্জিত জ্ঞান অভিজ্ঞতায় জীবন যাত্রার প্রবাহ পথে যে সকল আদর্শ তৈরি হয়েছে তা সমাজের প্রকৃতিতে তারই প্রতিফলন ঘটে। এজন্য বলা চলে সমাজের সেই স্তর ও মান অনুযায়ী ব্যক্তি মানুষের চাহিদা, আশা-আকাঙ্কা, জীবন পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত করে চলে। এজন্য এই ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যেই ব্যক্তির চলাফেরা।

সমাজেই এই ব্যক্তি একে অপরের সঙ্গে অর্থাৎ বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী, দেশবাসী সকলের অনুভূতি পাওয়ার জন্য আমরা একে অপরের প্রতি নিজের চিন্তা-ভাবনা জানিয়ে থাকি। কিন্তু আমি ঠিক যেভাবে চাই, সেভাবে অপরের দিক থেকে সাড়া পাই না, তাই এই হৃদয় দিয়ে হৃদয়কে অনুভব করতে পারি না বা পরেতে চেষ্টা করি না এই হৃদয় শোণিত ব্যাপারই উপন্যাস সাহিত্যে বিরাজমান, আর এই প্রত্যেক ব্যক্তি রূপের জীবনই উঠে এসেছে সন্তোষকুমার ঘোষের কথাসাহিত্যে।

বাংলা উপন্যাসের প্রকাশ কাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত এই ব্যক্তি ও সমাজের কথা উঠে এসেছে বারংবার। উঠে এসেছে সময়ের দাবি নিয়ে অসম অর্থনীতির চালচিত্র, সমাজের সর্বস্তরের উপর ছায়া ফেলেছে আর এই ছায়া বাংলা উপন্যাস শিল্পের বিকাশ ঘটিয়েছে। এই অসম অর্থনীতির স্বীকার সাধারণ মধ্যবিত্ত জনগন। এই মধ্যবিত্তের কথাই সাহিত্য ও সমাজে সিংহভাগ নিয়ে টিকে

রয়েছে। সমাজের সিংহভাগ মানুষই মধ্যবিত্ত, তাদের কথাই বেশির ভাগ শিল্পী তাদের ভাষা তুলে ধরেছেন। আর বিশেষ করে আমাদের আলোচ্য লেখক তার উপন্যাসে এই মধ্যবিত্তের কথাই বর্ণনা করেছেন। তিনি নিজে এই সমাজের লোক বলে হয়তো এর বর্ণনা তার কাছে আরও সহজভাবে নিপুন দক্ষতার শিল্পরূপে প্রতিষ্ঠিত।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা উত্তরকালে লেখকের উপন্যাস সৃষ্টি এবং প্রকাশ। তাইতো তার লেখায় স্বাধীনতা পূর্ববর্তী দেশের নানা সমস্যার ফলে মধ্যবিত্তের যে হতাশা ব্যক্তিত্বরূপ, স্বপ্ন ভাঙ্গার ইতিহাস এবং পরিবারের ভাঙন ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের চিত্রই তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তু হয়ে ধরা দিয়েছে। বিশেষ করে দেশের এসব পরিস্থিতির ফলে সাধারণ মধ্যবিত্তরা নগরমুখী হয় এবং এই শহুরে বৃত্তি নির্ভরতার বিশেষ ছাঁদ নিয়েই মধ্যবিত্তের দলিল সন্তোষকুমারের হাতে সমাজ বাস্তবতার ইতিহাস হয়ে পাঠকের কাছে চিত্ররূপ মহিমায় মহিমান্বিত।

সাধারণ ভাবে বলা চলে এই মধ্যবিত্তের অর্থ হলো, না ধনী না গরীব শ্রেণি। সত্যিকার অর্থে এরা একটি জটিল শ্রেণির মানুষ এরা অর্থনৈতিক এবং সামাজিক দিক থেকে বিরাট ভাবে অবস্থানগত পার্থক্য রয়েছে। এই মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত বলতে আমরা যা বুঝি তা হলো, স্বল্পবেতনভোগী, সীমিত আয়ে যাদের সংসারের খাওয়া পরা চলে। এদের সামাজিক মান ও জীবনযাত্রার মান এবং চিন্তার ক্ষেত্রে নিম্নমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত প্রায় একই ধাঁচের ব্যক্তিমানুষ।

এজন্য অর্থনৈতিক ভাবে এই শহুরে মধ্যবিত্তরা কায়িক পরিশ্রম না করে মানসিক পরিশ্রম করে জীবন বাঁচাতে চায় কিন্তু তাও পারে না, সীমিত আয়ের মধ্যে তারা পরিবার প্রতিপালন করতে গিয়ে হিমশিম খায়। এজন্য সামাজিক মূল্যবোধ নষ্ট হয়ে পড়ে আর এরকম চিত্রই আমরা সন্তোষকুমার ঘোষের উপন্যাসে দেখি। শহরের জীবন যাত্রায় মধ্যবিত্তরা অল্প আয় করে কীভাবে জীবিকা নির্বাহে কঠিন বাস্তবের মুখোমুখী এসে দাঁড়ায়, কিংবা দারিদ্রক্লিষ্ট পরিবার নিয়ে সংসার সমুদ্রে ভেসে যায়, সামান্যতম শান্তির জায়গা খুঁজে পায় না; এই জায়গা খুঁজতে গিয়ে করে বাসা বদল, হয় পরিবারের ভাঙন, ছোট সংসার অথবা সীমিত জনসংখ্যা হলে ভাবে তাদের সংসারের বোঝ হালকা হবে কিন্তু কোন অবস্থাতেই এই বোঝার পরিমান কমে না। তাদের স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হয় না এরই সার্থক শিল্পসম্মত রূপদানই আমাদের লেখক সন্তোষকুমার তার কথাসাহিত্যে তুলে ধরেছেন।

মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের ব্যক্তির কথা বলতে গিয়ে আমরা দেখি সন্তোষকুমার ঘোষের উপন্যাসে ব্যক্তির মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণ, সামাজিক দায়বদ্ধতাকে স্বীকার করেছেন। এই

ব্যক্তিকে তিনি পরিবর্তিত করে তার অধিকার চেতনা, দায়িত্ববোধ, প্রতিবাদী মনস্কতার যে রূপ আমরা দেখি তা লেখকের কথাসাহিত্যে সচেতন ভাবে জায়গা করে নিয়েছে। পুরুষপক্ষে, নারীপক্ষে এবং যৌথ অবস্থানের ভিত্তিগুলি আলাদা আলাদা ভাবে বিদ্যমান। এজন্য পুরুষপক্ষে তার সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা আর নারীপক্ষে তার সামাজিক অবস্থানের কথা এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তাদের জীবন প্রয়োজনে উদ্ধুদ্ধ হয়ে উঠেছে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি। এই শ্রেণির কথা সার্থক সুন্দরভাবে সমাজ বাস্তবতার ও সময়ের দ্বিরালাপে বিশিষ্ট রূপ দান করেছেন।

এজন্য সন্তোষকুমারের উপন্যাস আলোচনায় এসে আমরা দেখি ব্যক্তি ও সমাজের শরীরী রূপটা বিশেষ করে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের (পঞ্চাশের দশক থেকে সত্তর দশক পর্যন্ত) বাংলা উপন্যাসের রূপটা আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ গোচর। মধ্যবিত্তের এই রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক ঠিক কোন পথে, সমকালীন কোন ব্যক্তি মানুষ আর এদের কর্ম পদ্ধতির যে রূপটি আমাদের দৃষ্টির বাইরে ছিল। সন্তোষকুমার ঘোষই আমাদের দৃষ্টিকে সেদিকে টেনে নিয়ে গেছেন।

মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি সাংবাদিক সন্তোষকুমারের গদ্য আত্মানুসন্ধানী ঔপন্যাসিক রূপে জীবনের মানে খুঁজেছেন। জীবন কী? সততই এর প্রশ্নের অনুসন্ধানে রত তিনি তাই তাঁর উপন্যাসে শুধু সরস গল্পই সৃষ্টি হয়নি হয়ে উঠেছে ব্যক্তি ও সমাজের দায়বদ্ধতার পরিমাণ ও শিল্প বিচারের আবশ্যিক সর্ত। কালচেতনার দর্পনে তার সমাজভাবনা ও মধ্যবিত্তেরর জীবন রসরসিকতার মান নির্ণয় করতে হলে তাঁর উপন্যাসগুলির কাছে গিয়ে আমাদের দাঁড়াতেই হয়।

।। দুই ।।

বাংলা সাহিত্যের ঔপন্যাসিক হিসেবে বরিষ্ঠ নাম সন্তোষকুমার ঘোষ। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে তার প্রথম ‘কিনু গোয়ালার গলি’ সাড়া জাগানো উপন্যাস দিয়ে বাংলা উপন্যাসের জগতে আত্মপ্রকাশ করেন তিনি। বাংলা সাহিত্যের পাঠকের কাছে তিনি ছোটগল্পকার হিসেবে এর অনেক আগেই অর্থাৎ ছাত্র জীবনেই সুনাম অর্জন করেছিলেন। নিজস্ব একটা কাহিনির আদল ও আঙ্গিক ব্যবহার করে তিনি উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনা করেছেন। ঔপন্যাসিক সন্তোষকুমার সর্বমোট বারোটি উপন্যাস এবং আরো ছয়টি অসম্পূর্ণ ও অগ্রন্থিত উপন্যাস রচনা করেছেন। এ ছাড়াও নামকরা সাংবাদিক সন্তোষকুমার বিদেশে গেছেন অনেকবার। পুরস্কার পেয়েছেন অনেক। বিভিন্ন পত্রিকাতে সাংবাদিকতা করতে করতে বাংলা সংবাদজগতের ধরণ পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছেন তার সঙ্গে সংবাদ জগতের একটা মোড় ফেরানো পরিবর্তন সাধিত করতে পেরেছেন, এজন্য বলা চলে সর্বতোভাবে তিনি একজন বরিষ্ঠ সাংবাদিক হয়েও ঔপন্যাসিক।

ঔপন্যাসিক সন্তোষকুমার সময়ের ফসল ফলিয়েছেন, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ পঞ্চাশের দশক থেকে সত্তরের দশক পর্যন্ত বাংলা উপন্যাসের ক্লান্ত স্খলিত গতিকে তিনি নতুন চালিকা শক্তি দান করেন। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষভাগে ভারতবর্ষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের পটভূমিতে ব্যক্তি ও সমাজের যে পরিস্থিতি, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণির যে সমস্যা তাদেরকেই তুলে ধরতে কলম ধরেছেন সন্তোষকুমার ঘোষ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীতে ভারতবর্ষের নানান টালমাটাল পরিস্থিতির ফলে কলকাতা শহরে যে উদ্‌বাস্তু সমস্যা দেখা দেয় কিংবা নগরমুখীনতাও জনমানসে দেখা দিয়েছিল আর এরফলে মধ্যবিত্তের জন-জীবনের যে টানাপোড়েন, জীবন বাঁচাতে ব্যস্ত তাদের দৈনন্দিন অর্থনৈতিক সমস্যার ফলে ব্যক্তির যে মূল্যবোধ ও নৈতিক অধঃপতন দেখা দেয় তারই সামগ্রিক ছবি নিপুন হাতে তুলে ধরেছেন তার কথাসাহিত্যে।

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের যাত্রা শুরু হয়েছিল নক্সাধর্মী রচনার মাধ্যমে তারপর সার্থকতা সৃষ্টি করতে সাহত্যিসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র যোগ করলেন ইতিহাস ও রোমান্স। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তাও টিকে থাকেনি রবীন্দ্রনাথের হাতের স্পর্শে তাতে যোগ হলো মনোলোকের বিশ্লেষণ। বাংলা উপন্যাসের বন্ধন মুক্তি ঘটিয়ে আধুনিকতার প্রতিষ্ঠা হলো ‘চোখের বালি’-র (১৯০৩) নায়িকা বিনোদিনীর মাধ্যমে। এই বিনোদিনীর ব্যক্তি চরিত্রের যে রূপান্তর তা সমাজের তথা বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের এক নবমাত্রা যোগ করে বাঙালি পাঠককে এক নতুন স্বাদ এনে দিলেন। কিন্তু তাও ঠিক থাকেনি পরিবর্তমান সময়ের ফসল ‘কল্লোল’ গোষ্ঠির লেখকেরা আবার রবীন্দ্র বিরোধীতায় মত্ত হলেন এবং আরেক আধুনিকতার সূত্রপাত ঘটাতে লাগলেন তাইতো তিন বন্দোপাধ্যায় সহ আরও অনেক কথা সাহিত্যিক মুড় ঘুরিয়ে দিলেন বাংলা উপন্যাসের।

অন্যদিকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার উত্তরকালে আরেক লেখক গোষ্ঠি আর্বিভাব হলেন তারা খুঁজতে শুরু করলেন জীবন কেন? এ প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে অর্থাৎ জীবনের মানে খুঁজতে কাহিনিতে আনলেন নতুনত্ব, তার সঙ্গে উপন্যাসের আঙ্গিক ব্যক্তি চরিত্রের বিশ্লেষণ সমাজের বাস্তব চিত্র নির্ভর করে ইতিহাস ভূগোলাশ্রয়ী ছকবাঁধা উপন্যাসকে বাদ দিয়ে অভিনব বিষয়বস্তুকে প্রাধান্য দিয়ে মধ্যবিত্ত ব্যক্তি-জীবনের সন্ধান করেছেন।

জীবন সন্ধানী ঔপন্যাসিক সন্তোষকুমার, তিনি জীবনের রূপকার, শিল্পকে তিনি শিল্প হিসেবে দেখেননি, দেখেছেন মানবতার সেতু হিসেবে। তাঁর উপন্যাসের পথ পরিক্রমা রোমান্টিকতা নয়, রয়েছে জীবনসত্যের অন্বেষণ। বলতে বাঁধা নেই কলকাতাকে কেন্দ্র করে

নাগরিক জীবন নির্ভর লেখক কনফেশ্যন, ডিটেকশন এবং সেলফ্ প্রোজেকশন পদ্ধতিতে আত্মজৈবনিক ভাবে খুঁজ করেছেন এই জীবনসত্যকে। তাইতো কৃতি সাংবাদিককর্মী সন্তোষকুমারের গদ্যের ছাপ রয়েছে তার উপন্যাসে আত্মানুসন্ধানী ঔপন্যাসিক রূপে।

কৃতি সাংবাদিককর্মী সন্তোষকুমারের উপন্যাসের আলোচনা পড়ে মনে বিস্ময় জাগে। আর তার উপন্যাস পড়ে কৌতুহলী দৃষ্টিতে গবেষণার কাজে এগিয়ে যেতে বাসনা জাগে। প্রশ্ন জাগে কেন তাঁর উপন্যাসের তেমন কোন সামগ্রিক আলোচনা চোখে পড়ে না। তিনি কি বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে তেমন সাড়া জাগাতে পারেননি কিংবা কবিতা ও ছোটগল্প দিয়ে যার সাহিত্যের প্রথম পথচলা তিনি কি উপন্যাস রচনাতে হাত দিয়েছেন, গতানুগতিকতা বজায় রেখেই নাকি উপন্যাস সাহিত্যের আরও আরও নতুন পথ প্রশস্ত করতে? তারই মূল্যায়ণের সঠিক বিচার করতে আমাদের এই গবেষণা কর্মের উদ্দেশ্য।

জীবনের মানে যিনি খুঁজেছেন তাঁর জীবনী কেমন, কেমন তার সাহিত্য ও সাংবাদিকতা। এজন্য লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবন ও সাহিত্যকৃতি নিয়ে আমাদের গবেষনা সন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়। কবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'কবিকে চেয়োনা তার জীবন চরিতে'। কিন্তু জীবনের মধ্যে তার সৃষ্ঠিকে পাওয়া যায় কিংবা সৃষ্টির মধ্যে জীবনের আভাস ও ছায়া আছে সাহিত্যে এমন উদাহরণ যথেষ্ট। সাহিত্যিকর্ম জানাটা অনেক কঠিন হবে মনে হয় তাইতো তাঁর জীবনীকে তুলে ধরার প্রয়াস রয়েছে প্রথম অধ্যায় 'জীবন ও সাহিত্যকৃতি'-তে।

সকল কবি লেখকই সময়ের মর্জি নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। সময়ের বার্তাবাহক সন্তোষকুমার ঘোষও তার উপন্যাসকে কালের ফসল হিসেবে রচিত করেছেন তাইতো তাঁর উপন্যাস রচনার সময়ে দেশের তথা বাংলার যে পরিস্থিতি, সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবে ব্যক্তি মানুষের যে নৈরাশ্য ও শূন্যমনস্কতা তারই সামগ্রিক রূপ তুলে ধরতে দ্বিতীয় অধ্যায় 'সময়ের অন্তঃস্বর' তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এখানে রয়েছে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরবর্তীকালের বঙ্গীয় সমাজের ছবি। এই সময়ে ব্যক্তিরা জীবনে দেখেছে নতুন স্বপ্ন কিন্তু তাদের এই স্বপ্ন বাস্তব নয়, আর এজন্য বাংলার তথা কলকাতার পরিবারে এসে হাওয়া লাগে যার দরুণ যৌথ পরিবার ভেঙে একক পরিবারের জন্ম নিতে লাগল, তাই এই সূচনার বর্ণনায় ধরা পড়ে পরিবার ভাঙনে মানুষের মূল্যবোধ নষ্ট হয়। এবং এর সঙ্গে রয়েছে বাংলা উপন্যাসের নতুন ধরণের সূচনার চিত্র, আর সন্তোষকুমারের উপন্যাসের অন্তর্বস্তু ও রচনাশৈলীর পর্বান্তরের বর্ণনা।

তৃতীয় অধ্যায়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি লেখকের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস ‘কিনু গোয়ালার গলি’ এর সামগ্রিক আলোচনা। মধ্যবিত্ত ঘরের লোক সন্তোষকুমার সমাজের মধ্যবিত্তের টানাপোড়েনের চিত্র তার সমগ্র উপন্যাসে থাকলেও উক্ত উপন্যাসে এই অর্থনৈতিক অভাবের স্বচ্ছ আয়নার প্রতিবিম্ব আমাদের চোখ ঝলসে উঠে। তাইতো জীবন সন্ধানে মধ্যবিত্তের সত্যিকার বাস্তব চিত্র তুলে ধরার ক্ষেত্রে লেখক কতটুকু দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তারই অন্বেষণে তৃতীয় অধ্যায়ে রূপরেখার প্রচেষ্টা।

চতুর্থ অধ্যায়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি ‘মোমের পুতুল’ (প্রকাশিত নাম সুধার শহর’) উপন্যাসটিতে কতটা সমাজ বাস্তবতার রূপ বর্ণিত হয়েছে বা লেখক কতটা কলকাতা শহরের বাস্তবজীবনের চিত্র বর্ণনা করেছেন। সময়ের ফসল ফলাতে গিয়ে সমসাময়িক লেখক থেকে তিনি কতটা এগিয়ে কিংবা পিছিয়ে তারই মূল্যায়ণের একটা রূপরেখা তৈরি করার আপ্রাণ প্রচেষ্টার মধ্যেই রয়েছে এই অধ্যায়।

আমরা পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণনা করতে চেষ্টা করেছি লেখকের শ্রেষ্ঠ রচনা ‘জল দাও’ উপন্যাসে কী করে নায়কের স্বীকারোক্তি ধরা পড়ে আর এই স্বীকারোক্তি শেষ পর্যন্ত এক প্রার্থনায় রূপলাভ করে। একটা পাণ্ডুলিপি থেকে ছ’জন ‘ক্লিনিক্যাল জ্যান্ত অথচ সর্বত্র মৃত’ একটি লোকের গল্প শুনাতে চায়। নায়কের এই বর্ণনায় রয়ে গেছে লেখকের নতুন আঙ্গিকে স্মার্ট গদ্যভাষায় লিখিত লেখকের জীবন সম্পর্কিত কৌতুহল থেকে জীবন জিজ্ঞাসায় যে উত্তরণ তারই বর্ণনা উপন্যাসে বর্ণিত। এই উপন্যাসের অধ্যায় বিভাজনও ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছেন তারই বর্ণনা রয়েছে এই পঞ্চম অধ্যায়ে।

লেখক সন্তোষকুমার ‘কিনু গোয়ালার গলি’ থেকে আরম্ভ করে নায়কের যাত্রা পথে তার নিয়ত অগ্রগতি ‘শেষ নমস্কার’ -এ। তাঁর এই ব্যতিক্রম পথে যাত্রা ও নিজেকে নিয়ে শিল্প বিচার এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা পদ্ধতির সার্থক শিল্পী লেখক সন্তোষকুমার। তাইতো জীবনের সকল স্মৃতি নায়ক তার মাকে চিঠি লিখে জানিয়েছে তাতে ধরা পড়েছে নায়কের আত্মশুদ্ধির করুণার এক সার্থক রূপই মাতৃঅন্বেষণে পর্যবশিত। এই বর্ণনাই ষষ্ঠ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু হয়ে আমাদের ক্ষুদ্র পরিসরে স্থান পেয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে লেখকের ‘সময় আমার সময়’ উপন্যাসের আলোচনা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। উক্ত উপন্যাসে লেখক নকশাল আন্দোলনের ইতিহাসকে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু নকশালের নাম উল্লেখ করেননি। তাইতো এই নকশালের এক অকথিত দলিল ‘সময় আমার সময়’ উপন্যাস।

এই আন্দোলনের ফলে বাংলার সমাজের যে আলোড়ন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এবং পার্টিতে পার্টিতে সংঘর্ষ ও রক্তরঞ্জিত হয়ে উঠেছিল, তারই রাজনৈতিক পক্ষপাতে আচ্ছন্ন না হয়ে পুলিশ সন্ত্রাসের নিন্দায় সংকুচিত না হলেও এক ধরণের দায়বদ্ধতার জন্য এই ভ্রান্ত বিপ্লবের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন লেখক। যে বর্ণনা তুলে ধরেছেন তারই রূপ এই অধ্যায়ে তারই ইঙ্গিত তুলে ধরার চেষ্টা করেছি মাত্র।

শেষ অধ্যায়ে আমাদের ক্ষুদ্র পরিসরে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি বাকি সাতটি উপন্যাসের আলোচনা এবং পাঁচটি উপন্যাস সহ সর্বমোট বারোটি উপন্যাসের এক সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন। যেখানে লেখক স্মৃতির সমবায়ে রচিত করেছেন সমাজ তথা ব্যক্তির সম্পর্ক। লেখক তথা নায়ক যেন ক্রমান্বয়ে যাত্রা করেছেন তার সবকটি উপন্যাসে আর এই যাত্রা পথের স্বয়ং নায়ক হয়ে উঠেছেন লেখক সন্তোষকুমার ঘোষ। তাঁর সবকটি উপন্যাস হয়ে উঠেছে সমাজ ও ব্যক্তি চেতনার দর্পণ। সমাজ ও ব্যক্তির কথা বলতে গিয়ে লেখক বলতে চাইছেন যে সুপ্ত চেতনার সঙ্গে মিশে আছে নবচেতনা যেখানে রয়েছে মানুষের জীবনের চলার পথে বেঁচে থাকার চালিকাশক্তি।

পরিশেষে আমাদের উপসংহারে বর্ণনা করতে চেষ্টা করেছি স্বাধীনতা উত্তর কথাসাহিত্যের যে পদ্ধতি সাধারণ ভাবে ধরা পড়ে নায়কের পাপবোধ ও অনুতাপ, স্বীকারোক্তির মাধ্যমে জীবন সত্যের অন্বেষণ এবং জীবন সম্পর্কিত কৌতুহল থেকে জীবন জিজ্ঞাসায় নেমেছেন লেখক, তাঁর এই আত্মসমীক্ষার পথ ধরে ব্যক্তি ও সমাজের অন্বিষ্ট জগতে লেখক যে আত্মোপলব্ধি করেছেন সেটাই আধুনিক মানুষের জীবনচিত্র। তাই শেষপর্যন্ত বিচার করবো তিনি সমকালে তথা উত্তরকালে কতটা প্রাসঙ্গিক এবং তাঁর লেখায় কতটা রয়েছে জীবনের প্রতি ভালোবাসা, জীবনানুরাগের স্বীকৃতি। এই ধারণা তুলে ধরার প্রচেষ্টাই এই গবেষণা কর্মের মূল উদ্দেশ্য।

****

গ্রন্থিপঞ্জি

(ক) **আকর গ্রন্থ ঃ**

১। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ ঃ সঞ্চয়িতা, সাহিত্যম্, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৩।

২। ঘোষ সন্তোষকুমার ঃ কিনু গোয়ালার গলি, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশাস, প্র: লি: কল-৭৩, পঞ্চম মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ-১৪১৩।

৩। ঘোষ সন্তোষকুমার ঃ চলার পথে, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কল-৯, প্রথম সংস্করণ, মে-১৯৯৬।

৪। ঘোষ সন্তোষকুমার ঃ উপন্যাস সমগ্র, খণ্ড-১, খণ্ড-২, সম্পাদনা অলোক চক্রবর্তী, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কল-৯, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি-২০১১।

৫। ঘোষ সন্তোষকুমার ঃ গল্প সমগ্র-১, দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ জানুয়ারি-২০০৭।

৬। ঘোষ সন্তোষকুমার ঃ গল্প সমগ্র-২, দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ : জানুয়ারি ১৯৯৪।

৭। ঘোষ সন্তোষকুমার ঃ গল্প সমগ্র-৩, দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, মে-২০১১।

৮। ঘোষ সন্তোষকুমার ঃ এই কথাটি, দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮২, সম্পাদনা অশোককুমার সরকার।

(খ) **সহায়ক বাংলা গ্রন্থ ঃ**

১। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার ঃ কালের প্রতিমা, বাংলা উপন্যাসের পচাঁত্তর বছর ঃ ১৯২৩-১৯৯৭, দে'জ পাবলিশিং কল-৭৩, চতুর্থ সংস্করণ, নভেম্বর-২০০৫।

২। মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার ঃ মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে (বিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাস) দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি-২০০২।

৩। মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার ঃ বাংলা কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৪।

৪। দাশ অতুলকুমার ঃ বাংলা পত্রোপন্যাস, পুস্তক বিপণি, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯১।

৫। সিকদার অশ্রুকুমার ঃ সাহিত্যের সমাজ, পুস্তক বিপণি, কল-৯, প্রথম প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর-২০০৫।

৬। সিকদার অশ্রুকুমার ঃ আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, অরুণা প্রকাশনী, কল-০৬, চতুর্থ সংস্করণ-২০০৮।

৭। মুখোপাধ্যায় অমলেন্দু ঃ প্রসঙ্গ সমাজতত্ত্ব, সেন্ট্রাল পাবলিশিং কনসার্ন, কল-০৯, তৃতীয় সংস্করণ, নভেম্বর-২০০২।

৮। সুর অতুল ঃ বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন, সাহিত্যলোক কল-০৬, চতুর্থ সংস্করণ, নভেম্বর-২০০৮।

৯। চক্রবর্তী, অলোক ঃ সন্তোষকুমার ঘোষ, কথাসাহিত্যের স্বয়ং নায়ক, পুস্তক বিপণি, কল-৯, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর-২০০১।

১০। রায় অলোক ঃ বাংলা উপন্যাস প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি, অক্ষর প্রকাশনী, কল-৬, দ্বিতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর-২০০৯।

১১। মুখোপাধ্যায় অমূল্যধন ঃ আধুনিক সাহিত্য জিজ্ঞাসা, দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি-১৯৯৭।

১২। মিশ্র অশোকুমার ঃ সাহিত্যের রূপরীতি কোষ, সাহিত্য সঙ্গী, কল-০৯, পঞ্চম সংস্করণ, নভেম্বর-২০০৯।

১৩। মিশ্র অশোকুমার ঃ প্রবন্ধ সাহিত্যের সেকাল ও একাল, সাহিত্য সঙ্গী, কল-০৯, চতুর্থ সংস্করণ, মার্চ-২০০৯।

১৪। আহমদ শরীফ ঃ বাঙলা বাঙালী ও বাঙালীত্ব, অন্যান্য, ৩৮/২ বাংলা বাজার ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আগষ্ট ২০০৭।

১৫। মজুমদার উজ্জ্বলকুমার ঃ সাহিত্য ও সমালোচনার রূপ-রীতি, দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩, তৃতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর-২০০৯।

১৬। মজুমদার উজ্জ্বলকুমার ঃ উপন্যাসে জীবন ও শিল্প, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কল-০৯, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা বইমেলা-২০০৮।

১৭। রায়চৌধুরী ঊর্মী ঃ বাংলা উপন্যাসে যুবসমাজ (১৯৬১-১৯৮৫), পুস্তক বিপণি, কল-০৯, জানুয়ারি-২০০১।

১৮। দুবে এস. সি. ঃ ভারতীয় সমাজ, অনুবাদক, রজত রায়, ন্যাশনাল বুক ট্রাষ্ট, ইণ্ডিয়া, তৃতীয় মুদ্রণ : ২০০৭।

১৯। লাহিড়ী কার্তিক ঃ বাস্তবতা ও বাংলা উপন্যাস, অরুণা প্রকাশনী, কল-০৬, পরিবর্ধিত সংস্করণ, অগ্রহায়ণ-১৪০৫।

২০। গুপ্ত ক্ষেত্র ঃ বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (ষষ্ঠ খণ্ড), গ্রন্থ নিলয়, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ : আগষ্ট, ২০০৬।

২১। রায়চৌধুরী গোপীকানাথ ঃ দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালীন বাংলা কথাসাহিত্য, দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ ২০০০।

২২। লাহা চিত্তরঞ্জন ঃ মূল্যবোধ ও আধুনিক বাংলা উপন্যাস, পুস্তক বিপনি, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি-২০০৭।

২৩। বন্দ্যোপাধ্যায় জয়ন্ত ঃ শরৎ সাহিত্যে ব্যক্তি ও সমাজ, করুণা প্রকাশনী, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন-১৪০৬।

২৪। সেনমজুমদার জহর ঃ উপন্যাসের ঘরবাড়ি, পুস্তক বিপণি, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ, রজত জয়ন্তী বর্ষ, প্রথম প্রকাশন, মে-২০০১।

২৫। সিংহরায় জীবন্দ্রে ঃ কল্লোলের কাল, দে'জ পাবলিশিং কল-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি-২০০৮।

২৬। ভট্টাচার্য তপোধীর ঃ নিবিড় পাঠের নন্দন, অক্ষর পাবলিকেশনস্, ত্রিপুরা-০১, কলকাতা-১২, পুনমুদ্রণ, জুলাই-২০০৮।

২৭। ভট্টাচার্য তপোধীর ঃ সময় ঃ সমাজ ঃ সাহিত্য, এবং মুশায়েরা, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর-২০১০।

২৮। ভট্টাচার্য তপোধীর ঃ উপন্যাসের সময়, এবং মুশায়েরা, কল-৯৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি-১৯৯৯।

২৯। ভট্টাচার্য তপোধীর ঃ সময়ের নতুন সমিধ, মনোবীজ, আগরতলা-১, কলকাতা-১৬, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি-২০০১।

৩০। ভট্টাচার্য তপোধীর ঃ অখ্যানের সাতকাহন, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা-২০১৩।

৩১। ভট্টাচার্য তপোধীর ঃ উপন্যাসের বিনির্মাণ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ-২০১০।

৩২। ভট্টাচার্য তপোধীর ঃ সময়ের প্রত্নতত্ত্ব ও অন্যান্য, জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী, অগরতলা-০১, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা, জানুয়ারি-২০০৫।

৩৩। ভট্টাচার্য তপোধীর ঃ জাঁ বদ্রিলার সময়ের চিহ্নায়ন, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ-২০০৯।

৩৪। ভট্টাচার্য তপোধীর ঃ বাখতিন ঃ তত্ত্ব ও প্রয়োগ, পুস্তক বিপণি, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৬।

৩৫। বিশ্বাস দেবযানী ঃ বাংলা কথাসাহিত্যে জননী চরিত্র, খেয়া এন. টি. কানপুর-০৯, প্রথম প্রকাশ-২০০৪।

৩৬। রায় দিলীপকুমার ঃ সাহিত্যের রূপ ও রীতি, গ্রন্থতীর্থ, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি-২০০৫।

৩৭। রায় দেবেশ ঃ উপন্যাস নিয়ে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি-২০০৩।

৩৮। রায় দেবেশ ঃ উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে, দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি-২০০৬।

৩৯। ভট্টাচার্য দেবীপদ ঃ উপন্যাসের কথা, দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, অক্টোবর-১৯৮২।

৪০। ঘোষ নির্মল ঃ নকশালবাদী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য, করুণা প্রকাশনী, কল-০৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১লা মাঘ-১৪০১।

৪১। নীতিশ সেনগুপ্ত ঃ বঙ্গভূমি ও বাঙালির ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ, মার্চ-২০০৮।

৪২। সরকার পবিত্র ঃ গদ্যরীতি পদ্যরীতি, সাহিত্যলোক, কল-০৬, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি-১৯৮৫।

৪৩। বন্দ্যোপাধ্যায় পার্থপ্রতিম ঃ উপন্যাসে সমাজতত্ত্ব, র‍্যাডিকেল্ ইম্প্রেশন, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৪।

৪৪। বন্দ্যোপাধ্যায় পার্থপ্রতিম ঃ পোষ্টমর্ডান ভাবনা ও অন্যান্য, র‍্যাডিকেল ইম্প্রেশন, কল-০৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুন-১৯৯৮।

৪৫। ঘোষ প্রসূন ঃ উপন্যাসের নানা স্বর, এবং মুশায়েরা, কল-৯০, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি-২০০৫।

৪৬। মুখোপাধ্যায় প্রশান্ত ঃ এডুকেশন ফোরাম, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা জানুয়ারি-২০০২।

৪৭। নাথ প্রিয়কান্ত ঃ কাল-বিভাজিত বাংলা উপন্যাস, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ, স্বাধীনতা দিবস, ২০০৭।

৪৮। ঘোষ বিনয় ঃ বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, প্রকাশ ভবন, কল-৭৩, তৃতীয় প্রকাশ, অক্টোবর-২০০৯।

৪৯। চক্রবর্ত্তী বিপ্লব ঃ ভারতীয় উপন্যাসে কলকাতা সমাজতত্ত্ব ও শিল্পরূপ (১৮৫৭-১৯৭১), বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি-২০০৮।

৫০। ঘোষ বিনয় ঃ মেট্রোপলিটন মন ও মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, মুদ্রণ-২০০৯।

৫১। দত্ত বীরেন্দ্র ঃ বাংলা কথাসাহিত্যের একাল (১৯৪৫-১৯৯৮), পুস্তক বিপণি, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ, ২০ ডিসেম্বর ১৯৯৮।

৫২। দত্ত বীরেন্দ্র ঃ সন্তোষকুমার ঘোষ এক ব্যতিক্রমী কথাকার, পুস্তক বিপণি, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ, ৯ সেপ্টেম্বর ২০০১।

৫৩। শ' রামেশ্বর ঃ আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি ও বিবিধ প্রসঙ্গ, পুস্তক বিপণি, কল-০৯, পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪ নভেম্বর ২০০৮।

৫৪। সেনগুপ্ত সত্যপ্রসাদ ঃ ইংরেজী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ লিঃ), কল-৭৩, অষ্টম সংস্করণ-২০০৮।

৫৫। রায় সত্যেন্দ্রনাথ ঃ বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা, দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, আগষ্ট-২০০৯।

৫৬। মজুমদার সমরেশ ঃ গল্প উপন্যাসের অন্তর্জীবন, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা-২০১০।

৫৭। চক্রবর্তী সুমিতা ঃ উপন্যাস বহুরূপে, অক্ষর প্রকাশনী, কল-০৬, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর-২০১০।

৫৮। বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ ঃ বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩, পঞ্চম সংস্করণ, নভেম্বর-২০০৩।

৫৯। বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকুমার ঃ বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কল-৭৩, সপ্তম সংস্করণ পুনমুদ্রণ, ২০০৯-২০১০।

৬০। চট্টোপাধ্যায় হীরেন ঃ উপন্যাসের রূপরীতি, দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ, মে-২০১১।

(গ) **সহায়ক বাংলা সম্পাদিত গ্রন্থ** :

১। রুদ্র অশোক ঃ সত্তর দশক ও বাঙালি মধ্যবিত্ত, সত্তর দশক : সম্পাদনা অনিল আচার্য, দ্বিতীয় খণ্ড, অনুষ্টুপ, কল-০৯।

২। ইরবান বসু রায় ঃ সত্তর দশকের বাংলা উপন্যাস, সত্তর দশক : সম্পাদনা অনিল আচার্য, দ্বিতীয় খণ্ড, অনুষ্টুপ, কল-০৯।

৩। সেন সমর ঃ সত্তর দশকের চালচিত্র, সত্তর দশক : সম্পাদনা অনিল আচার্য, প্রথম খণ্ড, অনুষ্টুপ, কল-০৯।

৪। বন্দ্যোপাধ্যায় সুমন্ত ঃ নকশালবাড়ি আন্দোলন ও সত্তর দশক, সত্তর দশক : সম্পাদনা অনিল আচার্য, প্রথম খণ্ড, অনুষ্টুপ, কল-০৯।

৫। বাগচী অরুণ ঃ সাহিত্য আরও পেত তাঁর কাছে, সন্তোষকুমার ঘোষ এক ব্যতিক্রমী কথাকার, সম্পাদনা বীরেন্দ্র দত্ত, পুস্তক বিপণি, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ, ৯ সেপ্টেম্বর ২০০১।

৬। চট্টোপাধ্যায় সুনীল ঃ সন্তোষের সুখ-অসুখ ইত্যাদি, সন্তোষকুমার ঘোষ এক ব্যতিক্রমী কথাকার, সম্পাদনা বীরেন্দ্র দত্ত, পুস্তক বিপণি, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ, ৯ সেপ্টেম্বর ২০০১।

৭। চক্রবর্তী নীরেন্দ্রনাথ ঃ নতুনত্বের নবীনতার উপাসক, সন্তোষকুমার ঘোষ এক ব্যতিক্রমী কথাকার, সম্পাদনা বীরেন্দ্র দত্ত, পুস্তক বিপণি, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ, ৯ সেপ্টেম্বর ২০০১।

৮। বসু কানাইলাল ঃ সাংবাদিক সন্তোষবাবু, সন্তোষকুমার ঘোষ এক ব্যতিক্রমী কথাকার, সম্পাদনা বীরেন্দ্র দত্ত, পুস্তক বিপণি, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ, ৯ সেপ্টেম্বর ২০০১।

৯। চৌধুরী অমিতাভ ঃ সন্তোষদা ঃ বাইরে দূরে, সন্তোষকুমার ঘোষ এক ব্যতিক্রমী কথাকার, সম্পাদনা বীরেন্দ্র দত্ত, পুস্তক বিপণি, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ, ৯ সেপ্টেম্বর ২০০১।

১০। সেনগুপ্ত বরুণ ঃ সন্তোষকুমার ঘোষ, সন্তোষকুমার ঘোষ এক ব্যতিক্রমী কথাকার, সম্পাদনা বীরেন্দ্র দত্ত, পুস্তক বিপণি, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ, ৯ সেপ্টেম্বর ২০০১।

১১। কর বিমল ঃ সন্তোষকুমার ঘোষ, সন্তোষকুমার ঘোষ এক ব্যতিক্রমী কথাকার, সম্পাদনা বীরেন্দ্র দত্ত, পুস্তক বিপণি, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ, ৯ সেপ্টেম্বর ২০০১।

(ঘ) **সহায়ক পত্রপত্রিকা** :-

১। মালিনী ঃ সম্পাদনা মায়া সিদ্ধান্ত, ষষ্ঠবর্ষ, মার্চ সংখ্যা, কল-১২ থেকে প্রকাশিত, কল-১৪ থেকে মুদ্রিত।

২। পক্ষিরাজ ঃ সন্তোষকুমার ঘোষ স্মরণে, সম্পাদক প্রেমেন্দ্র মিত্র, ৮ম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, কল-৭৩, বৈশাখ ১৩৯২/মে ১৯৮৫।

৩। গবেষক পত্রিকা ঃ বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয় শিলচর, সম্পাদক, বিশ্বতোষ চৌধুরী, মুদ্রণে শিলচর সানগ্রাফিক্স, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা-২১, জানুয়ারি, ২০১৩।

(ঙ) **সহায়ক ইংরেজি গ্রন্থ** :

1. M.M. Bakhtin : The Dialogic Imagination (Translated by Caryl Emenson and Edited michal Holquist) University of Texes press, Eleven printed-1998.
2. Michal Holquist, Dialogism : Bakhtin and His World, Routledge, London, First published-1990.
3. http. en.wikipedia.org/wiki/santosh Kumar Ghosh, that page was last modified on 11 December 2013 at 08:38.

(চ) **অভিধান ঃ**

১। আকাদেমি বানান অভিধান ঃ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, সম্পাদনা আকাদেমি বানান উপসমিতি, কল-২০, ষষ্ঠ সংস্করণ, পুনমুদ্রণ, জানুয়ারি-২০০৯।

২। সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান ঃ সাহিত্য সংসদ্, কল-৯, চতুর্থ সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি-১৯৯৪।

আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভের বানানরীতি আকাদেমি বানান অভিধান থেকে নেওয়া হয়েছে।

SOCIAL ASPECTS IN THE SHORT STORIES OF RABINDRANATH TAGORE AND MAHMUD TAIMUR: A COMPERATIVE STUDY WITH SPECIAL REFERENCE TO GALPAGUCHCHA AND ANA-AL-QATIL WA QISASUN UKHRA.

A thesis submitted to Assam University, Silchar

In partial fulfilment of the requirement for the degree of

Doctor of philosophy in Arabic

Submitted

By

Md. Hussain Ahmed.

Ph.D. Regn. No **Ph.D/590/09**

Under the Supervision

of

Dr. Ashfaq ahmed.

Associate professor

in

Arabic

DEPARTMENT OF ARABIC

SCHOOL OF LANGUAGES

ASSAM UNIVERSITY

SILCHAR- 788011, INDIA

Year of Submission- 2010

DEPARTMENT OF ARABIC
SCHOOL OF LANGUAGES
ASSAM UNIVERSITY, SILCHAR
(A CENTRAL UNIVERSITY CONSTITUTED UNDER ACT XIII OF 1989)
Silchar- 788011, Assam, India.

Date: 17/06/2010

CERTIFICATE

Certified that the thesis entitled *"Social Aspects In The Short Stories of Rabindranath Tagore and Mahmud Taimur: A Comperative Study With Special Reference To Galpaguchcha And Ana-al Qatil Wa Qisasun Ukhra"* submitted by *Md. Hussain Ahmed* for award of the degree of Doctor of Philosophy in *Arabic* is a bonafide research work. This work has not been submitted previously for any other degree of this university. It is further certified that the candidate has complied with all the formalities as per the requirements of Assam University. I recommended that the thesis may be placed before the examiners for consideration of award of the degree of this University.

Name & Signature of the
Joint Supervisor
Department of .....
University.....

(Dr. Azhar Ahmad)
Name & Signature of the
Supervisor
Department of Arabic
University... AUS.....

DECLERATION

I Md. Hussain Ahmed bearing Registration No Ph.D/590/2009 dated 11/08/2009 hereby declare that the subject matter of thr thesis entitled *"Social Aspects In The Short Stories of Rabindranath Tagore and Mahmud Taimur: A Compenative Study With Special Reference To Galpaguchcha And Ana-al Qatil Wa Qisasun Ukhra"* is the record of work done by me and that the contents of this thesis did not form the basis for award of any degree to me or to anybody else to the best of my knowledge. The thesis has not been submitted in any other university / institute.

This thesis is being submitted to Assam University for the degree of Doctor of Philosophy in *Arabic*.

Md. Hussain Ahmed
Candidate

Place: A.U.S.
Date: 17.5.2010

Acknowledgement

It was a great pleasure to learn lots of things during my research work, visit the various libraries of Indian Universities and meet the great personalities who helped me during my work in different ways as it was require for completion of my research work. First of all I would like to express my deep sense of heartfelt gratitude and thanks to my reverend teacher and guide Dr. Ashfaq Ahmed al-Nadvi for his constant guidance, invaluable advice and encouragement throughout this work.

I would like to convey my gratitude and regards to my respected teacher Dr. Muzaffar Alom, associate professor in Arabic,EFLU, whose constant support has been inspiring me from the very beginning of my master degree classes till the end of my research work.

I would like express my profound appreciation to many generous personalities, notably, the honorable vice-chancellor of Assam University, Silchar; the dean, school of languages, the registrar and deputy registrar of Assam University, Silchar.

I would like to record my deep sense of respect and regards to my teachers, most notably, professor A.M. Bhuya, professor Abdul Rasak, Dr. Abdul Quddus and Dr. Mustafizur Rahman of Assam University, Silchar ; Professor Mohsin Usmani, Professor Iqbal Hussain al-Nadvi, Professor Syed Jahangir and Dr. Rasheed Nasim al-Nadvi of EFLU; Dr. Matiur Rahman and Dr. Hafiz Sayed Ahmed of Karimganj College and Faizur Rahman Hazari of Cacher College. I also convey my heartiest thanks to professor Shafique Ahmed Khan al-Nadvi of Jamaia Millia al-

Islamia; professor Kafil Ahmed and Dr. Sanaullah al-Nadvi of Aligarh Muslim University; professor Aslom Islam Islahi, Dr. Rezwanur Rahman and Dr. Muzibur Rahman of JNU for their valuable suggestions and assistances to achieve the goal.

I would like to thanks others research personalities and most notably, Dr. Mahtabur Rahman, Dr. Martuja Hussain, Dr. Arjun Devnath, Dr. Shibtapon Bashu, Dr. Barnashree Bakshi, Dr. Jahangir Alom, Dr. Syed Muhamed al-Hashmi and Dr. Harun Rashid.

I offer my sincere compliments to my friends notably, Noor Alom, Qamar Shaban, Syed Mujaheed al-Hashmi, Akhter Hussain, Tayeebur Rahman, Samsul Haque, Hazrat Hasan al-Uzzaman, Abu Tahir Moohmood, Muharramul Islam and Nurul Huda Choudhury each of them are exclusive thinks, helped me a lots during the work. I am very lucky to have such lovely and sweet friends.

Finally I desire to record my regards and gratitude to all of my family members and relatives notably; my mother, grandmother, uncles and aunts for their kind support and help.

Md. Hussain Ahmed

المحتويات

الموضوع	رقم الصفحة
مقدمة	
الباب الأول (القصة القصيرة وتطورها في اللغتين العربية والبنغالية)...	١
الفصل الأول : القصة وتطورها عبر العصور.....	٢
ما هي القصة.....	٢
عناصر القصة وشروط جودتها.....	٤
أنواع القصة.....	١٣
نشوء القصة وتطورها.....	٢٤
القصص في الأدب العربي.....	٢٨
تطور القصة العربية عبر العصور.....	٢٩
القصة في العصر الإسلامي.....	٣٤
قصص القران.....	٣٥
نوع القصص القرآني.....	٣٦
القصة في العصر الخلافة الراشدة.....	٣٨
القصة في العصر الإسلامي.....	٣٩
القصة في العصر العباسي.....	٤٠
القصة في الأدب العربي المعاصر.....	٤٣
طور التعريب والتمصير.....	٤٥
خصائص القصص العربية.....	٥٠
الفصل الثاني : القصة القصيرة العربية وتطورها.....	٥٢
مفاهيم القصة القصيرة وعناصرها.....	٥٢
مفهوم القصة القصيرة بين آراء النقاد ورؤى المبدعين.....	٥٨

نشأة القصة القصيرة في الأدب العربي المعاصر وعناصرها الفنية..... ٧٣
أين نشأت القصة القصيرة ٧٥
ما المراد بالقصة القصيرة..... ٧٦
مميزات القصة القصيرة..... ٧٨
العناصر الفنية للقصة القصيرة..... ٧٩
القصة القصيرة في الأدب العربي المعاصر..... ٨٤
أعلام القصص القصيرة العربية..... ٨٧
الفصل الثالث: القصة القصيرة البنغالية وتطورها_..... ٩٨
الباب الثاني (رابندرانات طاغور ودراسة قصصه القصيرة.) ٩٩
الفصل الأول: حياة رابندرانات طاغور وشخصيته.....١٠٠
أسرة رابندرانات طاغور..... ١٠٠
ميلاد طاغور وتربيته..... ١٠٢
زواجه ١٠٦
المؤثرات المتعددة في حياة طاغور..... ١٠٧
رحلته..... ١٠٨
أهم مؤلفاته ١١٠
ديوان جيتانجالي (أغنية التضحية) وجائزة نوبل..... ١١٤
الفصل الثاني: مساهمة طاغور في القصة القصيرة البنغالية.....١٢١
الرحلة الأخيرة..... ١٢٤
الباب الثالث (محمود تيمور: كاتب القصة القصيرة)..... ١٢٩
الفصل الأول: تيمور ومساهمته في الأدب العربي..... ١٣٠
انتماؤه ونسبه وأسرته..... ١٣٠
أبوه أحمد تيمور باشا..... ..... ١٣٠
شقيقه الكبير محمد تيمور..... ١٣١
عائشة عصمت التيمورية ١٣٣

حياة محمود تيمور ١٣٣
المراحل الدراسة..... ١٣٥
محمود تيمور بين الرومانسية والواقعية..... ١٣٦
شخصية محمود تيمور ١٣٧
تيمور بين المحن والمنح ١٤١
حصول الجوائز الأدبية..... ١٤١
مساهمة محمود تيمور في تطوير اللغة العربية وآدابها..... ١٤١
ثقافته وآراؤه..... ١٤٤
مصادر الأقصوصة لتيمور..... ١٤٧
تطور فن تيمور ١٤٨
محمود تيمور والفن..... ١٤٩
رأى المعاصرين عن تيمور..... ١٥١
الفصل الثاني: محمود تيمور: كاتب القصة القصيرة..... ١٥٥
أبطال تيمور ١٥٧
المرأة عند تيمور..... ١٥٩
موقفه من أبطاله ١٥٩
موضوعات تيمور..... ١٦٠
المستوى الفني لأقاصيص تيمور ١٦١
قديم وجديد ١٦٤
الفترة الثانية من حياة تيمور القصصية..... ١٦٥
الباب الرابع (الدراسة المفصلة للمجموعتين "غالفاغوتشتشا" و"أنا القاتل وقصص أخرى")..... ١٧٢
الفصل الأول: المؤثرات الاجتماعية في القصة القصيرة لرابندرانات طاغور..١٧٣
نهضة القرن التاسع عشر الميلادي وتأثيرها على القصة ١٧٤
الظلم على المرأة وتحريرها..... ١٧٩

ميزات الطبقات العليا في المجتمع البنغالي ١٨٣
التجارة والتجار في قصص طاغور ١٨٨
السياسة في قصص طاغور القصيرة وتأثيرها على الحياة الاجتماعية.... ١٩٣
ميزات طبقات العمال وحياتهم الاجتماعية..... ١٩٩
الاحتكاك بين القديم والجديد في قصة طاغور القصيرة..... ٢٠٤
علاقات الهندوس والمسلم..... ٢٠٨
الفصل الثاني: المؤثرات الاجتماعية في قصص تيمور القصيرة ٢١١
الخيانة الزوجية ونفوذها التخريبية على المجتمع..... ٢١٢
مشكلة انحراف المرأة وسقوطها وتأثيرها السلبية على المجتمع..... ٢١٩
مشكلة الفروق الطبقية والاجتماعية في الزواج بين المتحابين ونفوذها السلبية..... ٢٢٨
مشكلة الحياة الزوجية والأسرية وآثارها السلبية على الحياة الشخصية والاجتماعية ٢٣٣
الجوانب الاجتماعية في معالجة القضايا العقلية والفكرية..... ٢٣٨
مشكلة الإيمان الأعمى بأولياء الله وتأثيرها على المجتمع..... ٢٤٨
الجوانب الاجتماعية المتعددة في قصص تيمور القصيرة..... ٢٦٢
الباب الخامس (الدراسة المقارنة لمجموعتي "غالفاغوتشتشا" و "أنا القاتل وقصص أخرى")..... ٢٨٠
مفاهيم الأدب المقارن ٢٨١
أهمية دراسة الأدب المقارن..... ٢٨٣
نشأة الدراسة المقارنة وتطورها في الأدب العالمي..... ٢٨٤
الدراسات الأدبية المقارنة في العصر الحديث ٢٨٦
العناصر المتباينة المتضادة بين المجموعتين "غالفاغوتشتشا لرابندرانات طاغور وأنا القاتل وقصص أخرى لمحمود تيمور" ٢٨٩

العناصر المتشابهة والمشاركة بين المجموعتين "غالفاغوتشتشا وأنا القاتل وقصص أخرى" ٢٩١
خاتمة البحث ٢٩٥
المصادر ٣٠٧

(أ)

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

الحمد لله العلي القدير الرحمن، الذي علم القرآن وخلق الإنسان وعلمه البيان، وهو مبدع أصناف البدائع، وموسع ألطاف الصنائع الذي أوزع شكر نعمه كل منيب طائع، وأودع نور حكمه قلب اللبيب الخاشع وأحمده على إحسانه الشائع،وفضله المتتابع والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله الذي أرسل بنور ساطع وحق قاطع، وعز قامع، وضياع لامع، وحامل لواء الحق والعدالة والإيمان، وحكم واقع، وعلى آله الشموس الطوالع وأصحابه الأنجم اللوامع ومن تبعهم بإخلاص وإحسان، عليهم الرحمة والرضوان وبعد.

فإن السعادة تغمرني والغبطة تحفني وأنا أمسك القلم بين أناملي أواكب كتابة "التوطئة" للأطروحة التي كانت في غاية أمنيتي، حيث أنه يتحقق أملي الكبير اليوم في حياتي والذي كان هدفا منذ أن كنت طالبا للغة العربية في الماجستير، ولعلها يراودني ويشجعني للتقديم العلمي حتى أفوز بالحصول على شهادة الدكتوراه في الأدب العربي الحديث. ازداد شوقي لما اخترت الموضوع "الجوانب الاجتماعية في القصص القصيرة لرابندرانات طاغور ومحمود تيمور: دراسة بإشارة خاصة إلى غالفاغوتشتشا و أنا القاتل وقصص أخرى". إن المجتمع المصري والمجتمع الهندي كانا يواجهان المشاكل العديدة التي صورها جميع الكتاب في كتاباتهم القيمة، وقاموا بإصلاحها ودعوا لتحرير المجتمع من هذه القيود والمشاكل الاجتماعية المختلفة.

وفي بداية الأمر كنت متردداً في اختيار هذا الموضوع لما فيه مشكلة كبرى للقيام بدراسة مقارنة بين المجموعتين اللتين ذكرتهما آنفا، ولم تكن لدي معلومات متلازمة عن هاتين المجموعتين. ولكن مشرفي فضيلة الأستاذ الدكتور أشفاق أحمد

الندوي طالب مني أن أقوم بدراسة مجموعتي "غالفاغوتشتشا و أنا القاتل وقصص أخرى"، وأن أقرأ مفصلا عن حياة طاغور ومحمود تيمور، فدرست أعمالهم القصصية، وما جاء عن حياتهما من المعلومات، وتعرفت على المجتمعين اللذين عاش فيهما الكاتبان، فذهب التردد، وسهل لي طريق البحث والدراسة في مثل هذا الموضوع الصعب، وأدركت أهمية الموضوع. وقد أشرف الأستاذ الشفيق على إعداد هذا البحث بكل رغبة، وإخلاص، وزودني بمعارفه العلمية والأدبية تزويدا موفورا.

إن المجتمع الإنساني تتكون من العلاقات الإنسانية بعضهم بعضا، ويشتمل على الأفراح، والأحزان المتنوعة من الفقر والبؤس والشقاوة وغيرها من المشاكل الكثيرة. ومن أجل بيان الأحداث التي تسود المجتمع يقوم الكتاب، والأدباء بإنتاج أعمال حقيقية أو خيالية لنقل تلك الوقائع إلى الذين يعاصرونهم، ولأجيال قادمة. فالقصة والرواية والمسرحية هي أفضل الطرق للوصول إلى هذا الهدف المنشود. فالكاتبان رابندرانات طاغور ومحمود تيمور قد قاما بكتابة قصص قصيرة كثيرة، وصورا من خلالها المجتمع الذي نشأ فيه كل منهما. يعد طاغور وتيمور من رواد القصة القصيرة في اللغة البنغالية واللغة العربية. كتب طاغور قصصا قصيرة وجمعها في مجموعات المعروفة بـ "غالفاغوتشتشا" التي تحتوي على ثمانين قصة قصيرة. بينما الكاتب محمود تيمور كتب قصصا قصيرة وجمعها في مجموعات ومنها مجموعة "أنا القاتل وقصص أخرى" التي تتضمن تسع قصص قصيرة.

أرى في موضوع "الجوانب الاجتماعية في قصص رابندرانات طاغور ومحمود تيمور:دراسة مقارنة بإشارة خاصة إلى غالفاغوتشتشا وأنا القاتل وقصص أخرى" جانبين مشتركين هامين وهما: العناصر الاجتماعية في قصص طاغور وتيمور، وقيمة أعمالهم الريادية في الأدبين البنغالي والعربي.

وزعت هذا البحث بين خمسة أبواب، وكل باب يشتمل على فصول متعددة وهي كما يلي:

الباب الأول يتناول تاريخ القصة القصيرة في كلتي اللغتين: البنغالية والعربية، وهو منقسم إلى ثلاثة فصول مستقلة. فالفصل الأول يتناول دراسة القصة ومفهومها وعناصرها وشروط جودتها وتطورها عبر العصور المختلفة، ثم تحدثت عن القصة القصيرة ونشأتها وتطورها في الأدب العالمي. أما الفصل الثاني من هذا الباب فألقي الضوء على القصة القصيرة وتطورها في الأدب العربي. وفي الفصل الثالث من هذا الباب تناولت فيه عن القصة القصيرة في الأدب البنغالي وتطورها.

والباب الثاني لهذه الدراسة تشتمل على الفصلين: الفصل الأول يتناول حياة رابندراناث طاغور وشخصيته ومكانته المرموقة في الأدب البنغالي. والفصل الثاني يتناول مساهمة هذا الكاتب الشهير في القصة القصيرة.

أما الباب الثالث فيحتوي على الفصلين. الفصل الأول يتناول للدراسة حياة تيمور وشخصيته ومكانته المرموقة في الأدب العربي. والفصل الثاني من هذا الباب يتحدث عن مساهمة تيمور في الأدب العربي عامة و القصة القصيرة خاصة.

أما الباب الرابع فيدرس دراسة تفصيلية لكلتي المجموعتين "غالفاغوتشتشا" و"أنا القاتل وقصص اخرى"، وهو يحتوي على فصلين كاملين، وكل فصل يشتمل على عدة موضوعات هامة: النهضة في القرن التاسع عشر الميلادي وتأثيرها على القصة، وميزات الطبقات العليا، والتجارة والتجار في قصص طاغور القصيرة، وميزات طبقات العمال وحياتها الاجتماعية، والسياسة المعاصرة وتأثيرها على الحياة الاجتماعية، والظلم على المرأة وتحريرها، والاحتجاج في أشكال متنوعة، واحتكاك القديم والحديث وغيرها من الموضوعات الرئيسية.

أما الفصل الثاني (الجوانب الاجتماعية في قصص تيمور القصيرة) من هذا الباب فيحتوي على كثير من الموضوعات الاجتماعية ومن أهمها: الجوانب الاجتماعية في معالجة القضايا الجنسية والعاطفية والعائلية، وهي تشتمل على الخيانة الزوجية ونفوذها التخريبي على المجتمع، ومشكلة الخيانة الزوجية والأسرية وآثارها السلبية على الحياة الشخصية والاجتماعية، ومشكلة انحراف المرأة وسقوطها و

تأثيرها التخريبي على الحياة الاجتماعية، ومشكلة الفروق الطبقية والاجتماعية في الزواج بين المتحابين ونفوذها السلبي على المجتمع. ومضافا إلى ذلك يتناول هذا الفصل الجوانب الاجتماعية لمعالجة القضايا العقلية والفكرية مثل مشكلة الجهل والتخلف والفهم الخاطئ للدين وآثارها السلبية على المجتمع، ومشكلة الإيمان برجال الدين وتزييفهم وتمويهم وآثارها على المجتمع، ومشكلة الإيمان بالأشباح والأرواح والعفاريت وآثارها التخريبية على المجتمع.

والباب الخامس من هذه الدراسة يقوم فيه هذا الباحث بدراسة مقارنة لمجموعتي "غالفاغوتشتشا" و "أنا القاتل وقصص أخرى". وفي بداية هذا الباب تم بيان مفاهيم الدراسة المقارنة وتطورها في الأدب العالمي.

تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الموضوع الذي تناولته للبحث والتقييم إنما هو موضوع شائق طويل وذو نطاق واسع ونواحي عديدة، وللوصول إلى نهاية المطاف لهذا الموضوع قد واجهت مشاكل وصعوبات متنوعة لأن المواد المتعلقة كانت منتشرة في المكتبات الهندية المختلفة مثل، مكتبة جامعة آسام، ومكتبة جامعة جواهر لال نهرو، ومكتبة الجامعة الإنجليزية واللغات الأجنبية بحيدرآباد، ومكتبة الجامعة الملية الإسلامية بنيو دلهي، ومكتبة جامعة عليكره الإسلامية وغيرها من المكتبات داخل ولاية آسام وخارجها. والجدير بالذكر هنا أنني وجدت مسئولي هذه المكتبات وأعضائها مستعدين دائما للترحيب والمساعدة، فأقدم إليهم جميعا جزيل الشكر والامتنان.

وقد قام مشرفي الشفيق الدكتور أشفاق أحمد الندوي-حفظه الله- بتقديم توجيهاته القيمة خلال إعداد هذه الرسالة، وأشار إلى جوانب مختلفة مهمة للرسالة التي لم أكن أعرفها من قبل، كما علمني المناهج، والطرق لإعداد هذه الرسالة التي كانت تتطلب مني القيام بدراسة واسعة للموضوع، واتخاذ مناهج علمية حديثة، فأقدم إليه جزيل الشكر. والحمد لله الذي بنعمته وتوفيقه وصلت الأطروحة إلى نهاية المطاف.

ثم أقدم جزيل الشكر، وعظيم الامتنان إلى كل من تقدّم برأي، أو مشورة، أو تشجيع خلال إعداد البحث، وخاصة إلى فضيلة الأستاذ الدكتور مظفر عالم حفظه الله، الذي شجعني في كل مرحلة تشجيعا ملموسا على كتابة هذا البحث، والبروفيسور إي إيم بهويا، رئيس قسم اللغة العربية السابق بجامعة آسام، والبروفيسور عبد الرزاق، رئيس قسم اللغة العربية بجامعة آسام حاليا، والدكتور عبد القدوس، والدكتور ثناء الله الندوي، والدكتور مجيب الرحمن الذين لهم توجيهات مخلصة بشأن هذا البحث. ولولا توجيهات رشيدة لهؤلاء الأساتذة ما استطاعت أن أكمل هذا البحث.

ولا أنسى أيضا مساعدة الأستاذ كيران سنكر، والأستاذ الدكتور محتاب الرحمن، والأستاذ الدكتور مطيع الرحمن والأستاذ الدكتور مرتضى حسين، والأخ الفاضل الدكتور جهانجير، والأخ الفاضل قمر شعبان الندوي،والأخ نور الدين، والأخ أبو طاهر محمود، والأخ الدكتور ارجون ديونات، والدكتوراه برناسري، والأخ نور الهدى تشوهوري، والأخ الدكتور السيد مهامد الهاشمي، والأخ السيد مجاهد الهاشمي، والأخ الدكتور جمال الدربجي اليمني، والأخ الدكتور هارون رشيد لمساعدتهم المشكورة، فجزاهم الله تعالى جميعا أحسن ما يجزي به عباده المخلصين المحسنين، ونفع بهم طلبة اللغة العربية وآدابها إلى أمد بعيد. وإني أقدم كلمة الشكر إلى مسئولي جامعة آسام ومكتبتها العامة. وفي النهاية أقدم الشكر والامتنان إلى أمي الحنون، وإلى جميع أعضاء أسرتي. *لله الحمد أولا وآخرا*

الباحث

محمد حسين أحمد،

قسم اللغة العربية وآدابها،

جامعة آسام، سيلتشار، آسام، الهند.

التاريخ: ٢٠١٠/٠٧/١٠

المصادر:

الكتب العربية

ابراهيم مدكور وزملور: معجم الوسيط: ج3 :مجمع اللغة العربية، القاهرة،1973

احمد أمين: النقد الأدبي , مكتبة النهضة المصرية, القاهرة 1971م.

احمد أبو سعد: فن القصة(الفنون الأدبية عند العرب):بيروت،1976.

البروفيسور شفيق أحمد خان الندوى : أطوار الأدب القصصي عند العرب: المجمع العلمي الهندي: ج15, نوفمبر 1993

البروفيسور محسن العثماني الندوى: "القصة العربية بين الغابر والحاضر": المجمع العلمي الهندي, ج-33: 2003-2004

الأستاذة آنسة ليلى صباغ: رابندرانات طاغور"في ذكراه المئوية (رابندرانات طاغور): ص-19: وزارة الثقافة والإرشاد القومي, مطبعة الوزارة, 1961م.

امبرت ترجمة على متوفى: القصة القصيرة, النظرية والتقنية.

أنور الجندي: أدب المرأة العربية, القصة العربية المعاصرة, تطور الترجمة, مطبعة الرسالة,1850م.

أنور الجندي: قصة محمود تيمور.

أنور الجندي: القصة العربية المعاصرة

عبد العليم إبراهيم: الموجه الفني لمدرسي العربية:دار المعارف, مصر 1967م.

حمزة محمد بوقري: القصة القصيرة في مصر ومحمود تيمور : الرياض 1919م, 1979م.

حنا الفاخوري: تاريخ الأدب العربي, الطبعة السادسة: المطبعة البوليسية, بيروت, لبنان؛

خليل الجر:معجم لاروس: مؤسسة لاروس،بارس1973.

د إبراهيم عبد الرحمن، الأدب المقارن بين النظرية والتطبيق ، / م مكتبة الشباب / سن الطباعة ١٩٧٧ م.

د أحمد شوقي عبد الجواد رضوان ، مدخل إلي الدرس المقارن ، / م دار العلوم العربية بيروت لبنان / سن الطباعة ١٩٩٠م.

د بديع حقي: دورة الربيع: وزارة الثقافة والإرشاد القومي مديرية التأليف والترجمة، دمشق ١٩٦٥م.

د\ بديع حقي: روائع طاغور في الشعر والمسرح: ص ص-١٩،١٨، ط-٥، دار العلم للملايين:بيروت ١٩٨٤م

د حسام الخطيب: ملامح في الأدب والثقافة اللغة: دمشق وزارة الثقافة، ١٩٧٧

د سعيد علوش ، : مدارس الأدب المقارن ، المركز الثقافي العربي ، ١٩٨٧.

د\ شكري عياد: عالم طاغور: القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، ٢٠٠٠.

د\طاهر أحمد مكي: القصة القصيرة:ط٤ ادار المعارف ١٩٨٥

د طه نداء : الأدب المقارن ، م دار النهضة العربية بيروت ، ١٩٩١.

دانيل هنري باجو : الأدب العام والمقارن ، اتحاد الكتاب العرب ، ١٩٩٧م

د غنيمي هلال ، الأدب المقارن ، نهضة مصر ، سن الطباعة ٢٠٠٦م.

د محمد بن سعد آل حسين ، ملخصا عن مقالة الأدب المقارن ، عبر شاشة إنترنت.

د محمد اسحق: تطور القصة العربية وأثرها على القصة الغربية: مجمع العلمي الهندي ج٢٤؛ جامعة على جراه الإسلامية،٢٠٠٥،٢٠٠٤.

د يوسف نجم:فن القصة، دار بيروت،بيروت١٩٥٦.

د راميل بديع يعقوب ، ملخصا من معجم المفصل في اللغة والأدب د ميشال عاصي ، دار العلم للملايين بيروت / الطبعة الأولي / سن الطباعة ١٩٨٧م.

رابندرانات طاغور: في ذكراه المئوية، ١٩٦١م.

راميل يعقوب ، قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية ، سام بركة مي سيخاني، دار العلم للملايين.

شوقي ضيف: الأدب العربي المعاصر في مصر،

طاغور: روائع طاغور، ديوان الهلال: ط٤، ١٩٧٩م.

طاغور: روائع طاغور، ديوان جيتنجالي: ط٤، ١٩٧٩م.

طاغور: ديوان "هبة العاشق": ترجمة تميم صانب: دمشق، وزارة الثقافة ، ٢٠٠٢.

طاغور:ديانة طاغور: دمشق، دار الغربال ١٩٨٨م: ترجمة، موسى الخوري.

طاغور: دورة الربيع: ترجمة د/بديع حقي: ص ص-٢٠، ٢١. وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق-١٩٦٥.

طاغور:مسرحية تشيترا:ترجمة د\ بديع حقي.

عباس خضر:القصة القصيرة في مصر: الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة ١٩٦٦م.

عبد العليم إبراهيم: الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية : دار المعارف، القاهرة ١٩٦٨

عز الدين إسماعيل: الأدب وفنونه، القاهرة؛ دار الفكر العربي ١٩٨٦.

كريشنا كريبلاني: طاغور عبقرية ألهمت الشرق والغرب: ترجمة حسني فرير: دار الكتاب العربي.

محمد يوسف نجم: فن القصة، بيروت، دار الثقافة، ١٩٧٣م.

محمود تيمور: الشيخ جمعة، عام ١٩٢٥.

محمود تيمور: الشيخ السيد العبيط: ص-١٩٧، مؤرخ الرسالة ١٨ مايو سنة ١٩٢٥م.

محمود تيمور: عم متولي،١٩٢٥.

محمود تيمور : الشيخ سيد العبيط، ١٩٢٦: المطبعة السلفية.

محمود تيمور: الحاج شلبي، عام ١٩٢٨م.

محمود تيمور: أبو على العامل أرتيست، عام ١٩٣٤.

محمود تيمور: الأطلال وقصص أخرى عام ١٩٣٤م: الطبعة السلفية.

محمود تيمور: "زامر الحي"، عام ١٩٣٧.

محمود تيمور :إحسان الله، عام ١٩٣٩م.

محمود تيمور: شفاء غليظة، عام ١٩٤٦.

محمود تيمور: ملامح وغصون: ص-٣، الطبعة الأولى،١٩٥٠م.

محمود تيمور:كل عام أنتم بخير، عام ١٩٥٠.

محمود تيمور: تمر حنا عجب:عام ١٩٥٨م.

محمود تيمور: أنا القاتل وقصص أخرى، عام ١٩٦١.

محمود تيمور: أبو على العامل، عام ١٩٦١.

محمود تيمور: انتصار الحياة، عام ١٩٦٣م.

محمود تيمور: البارونة أم حمد، عام ١٩٦٧.

محمود تيمور: عطر ودخان: ص ص-٦،٧، طبعة ثانية مزيدة: مطبعة دار الهلال بمصر.

محمود تيمور: القصة القصيرة،ط١؛ دار الفكر.

محمود تيمور:قصص في أدب العرب ماضيه وحاضره،١٩٧٨.

محمود تيمور: فن القصة، دراسات في القصة والمسرح.

محمود تيمور:فن القصص(دراسة في القصة والمسرح) :مكتبة الآداب، القاهرة.

محمود تيمور: فن القصص، القاهرة ، مكتبة الآداب.

محمود تيمور:القصة في الأدب العربي وبحوث أخرى: القاهرة.

محمود تيمور: فن القصص(دراسة في القصة والمسرح): مكتبة الأدب القاهرة،

ميخائيل نعيمة: الأعمال الكاملة، المجلد السابع في الغربال الجديد، دار العلم للملايين، ١٩٧٣م.

لويس شيخو: علم الأدب:الجزء الأول،ط ٨.

نزية الحكيم: محمود تيمور رائد القصة العربية: ص-١٤، مطبعة النيل.

الكتب البنغالية:

Ajit Kumar Gosh: Bangla Shataitter Haishsharasher Dhara, Bharati, Kolkata-1367 B.E.

Alok Ranjan Bashu Choudury: Rabindranath O Rajniti Prabanda; Kathasahittya 1398 B.E.

Amresh Das: Rabindranather Chintai Samaj Tantra; Mandal, Kolkata-1394 B.E.

Buddadev Basu; Rabindranath; Katha Sahitya; 3rd edition 1962.

Chinnohon Shehanbish : Rabindranath o Biplobi Samaj, Biswabharati Kolkata 1392 B.E.

Dhirandranath Bandopadday: Banglar Renaissance o Rabindranath, Nabark, Kolkata 1986.

Dr. Atul Chandra Rai: Bharater Itihash vol-2, 1980

Pramatonath Bishi: Rabindranather Chutogalpa: Mitra-wa-Gosh, 1400B.E.

Dr. Digbijoy Dey Sarkar: Rabindranater Galpaguchcha, Kolkata 14, 4th edition, 2004.

Dr. Kshetra Gupta: Rabindranath, Chutogalper Samajtatta: Calautta 1986.

Dr. Maitreyi Dutta: Rabindranather Chutogalpe Samajbastabata, 2007, Agartala, India

Dr. Siraj Uddin Ahmed: Rabindra, Najrul, Sukanta, Manik : Eastern Publishers Gita Mukhapadday, Agartala 1985.

Heren Battacharya: Rabindranather Natoke Shadaron Manush: Rabindra Prashanga: Govt. of W.B.

Kalyan Kumar Sarkar: Rabindra-monone Marxio Darshan, Barnali,1987.

Ksetragupta: Rabindranath Chutogalper Samajtatta,Pustak Biponi,1986 &1993.

Maitrayee Devi: Mangpute Rabindranath, Prima Publications 1979.

Prabath Kumar Mukhapadday: Rabindra Jibani,vol.2, Biswabharati, 1395B.E.

Prashanta Kumar Dasgupta: Bikashito kushum, Rabindra vabans Magazine: Tagore Research institute, April, May-1990.

Prasanta Kumar Mukhapadday: Bangla Upannash-e-samaj Vastabata, 1983

Rabindranath Tagore: Galpaguchcha, Biswabarati, Kolkata 1394 B.E.

Rabindranath Tagore: Pitrismriti, 1378 B.E.

Rabindranath Tagore: Rioter khata, Biswabharati Grantalaya, 1351B.E.

Ratindranath Rai : Chutagalper Khata, Revised edition 1996, Kolkata-9

Saroj Bandopadday: Keno Mukti Rabindranather Kase Setai Jaruri Pransa: Ananda Bazar patrika, pustak parichay, 5th Jan. 1992.

Shishir Kumar Das: Bangla Chutogalpa, D ej-1963

Chinnohon Shehanbish: Rabindranath o Biplobisamaj, biswabharathi, 1392B.E

Sri Bhudev Choudhury: Bangla shahitter chotogalpa wa galpakar : Modern book agency pvt. Ltd.,Calcutta, 1989.

Sri Kumar Bandopadday: Rabindranath-Sristi-Samiksha, Vol-2, orient-1398 B.E.

Sukhranjan Roy : Rabindranather Chutogalpe Bastupanta.(Rabindranather Kathakhabar Silpa Sutra: 1st edition,1383B.E.

Sukumar Sen: Bangla Shahitter Itihash, Vol-3,1388 B.E.

Surajit Das Gupta : Bangla Chutogalper Suchana o Premendra Mitra, Kolkata 73

Sutapa Battacharya: She Nahi Nahi, Biswabharathi, 1990B.E.

Tapobrato Gosh: Rabindra chutogalper shilparup: Tagore Research Institute, april 1990B.E.

Upendranath Battacharjee : Rabindranather Chutagulpa o Uponnash : A.K. Sarkar, Kolkata 1395 B.E.

الكتب الإنجليزية

Comparative literature، R .K. Dhawan \ Bahri 18- publication (New Delhi).

Dr Claudio Guillen The challenge of comparative literature, Harvard University press 1993

Edward Thompson: Rabindranath Tagore Poet and Dramatist, 1926.

Harry Show: Dictionary of literary terms: Mc graw-Hill Book

Company: New York, St. Luis San Francisco,1972

Ian Reid:short story ,Methuen: London,1977

K. Gopal: Social thoughts of Rabindranath Tagore: p-11, Annu Prakashan, Merrut,India

Sisirkumar Gosh: (Maker of indian literature) Rabindranath Tagore:Sahitya Akademi, New Delhi, 2007.

Suda, J.P., Main Current Of Social and Political Thought in Modern India, vol-1

Sukanta Choudhury: Selected Short Stories of R.T.:P-10, Oxford University Press 2000

The encyclopaedia Americanna:vol-11pp,1978.

http://www.rezgar.com/debat/show.art,asp?aid= 28778

المجلات

Chitipatra, vol.5: Letter no-26, 8th july 1914: Biswa Bharati, Dec.1945, Jan.1946

Rasiar Chiti: Pratam patra, Bishwabharathi, 1384B.E.

Sinnopatra: Biswabharati, Baishak1370: Letter no-198.

Tagore,R.N., Letter from Russia.

কাছাড় জিলাগী মৈতৈ পাঙলগী ফোক কলচর নৈনবা

Cachar Zilagi Meitei Pangalgi Folk Culture Neinaba

(A Study of Folk Culture of the Meitei Pangal in Cachar District)

A THESIS SUBMITTED TO ASSAM UNIVERSITY IN PARTIAL FULFILMENT OF THE REQUIREMENT FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY IN THE DEPARTMENT OF MANIPURI

By

Abul Khair Choudhury

Ph.D. Registration No. : Ph.D/973/2009 dated 17/08/2009

DEPARTMENT OF MANIPURI
RABINDRANATH TAGORE SCHOOL OF INDIAN LANGUAGES AND CULTURAL STUDIES

ASSAM UNIVERSITY
SILCHAR - 788011, INDIA

YEAR OF SUBMISSION-2014

असम विश्वविद्यालय
(संसद के अधिनियम तेरह वर्ष 1989 के अन्तर्गत स्थापित एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
शिलचर - असम, भारत
ASSAM UNIVERSITY, SILCHAR
(A CENTRAL UNIVERSITY CONSTITUTED UNDER ACT XIII OF 1989)
Silchar - 788 011, Assam, India

CERTIFICATE

Certified that the thesis entitled **Cachar Zilagi Meitei Pangalgi Folk Culture Neinaba** *(A Study of Folk Culture of the Meitei Pangal in Cachar District)* for award of the Degree of Doctor of Philosophy in Manipuri is the outcome of bonafide research work. This work has not been submitted previously for any other degree of this or any other university. It is further certified that the candidate has complied with all the formalities as per the requirements of Assam University. I recommend that the thesis may be placed before the examiners for consideration of award of the degree of this university.

Place :

Date : 25/2/2014

(Prof. H. Nani Kumar Singha)
Supervisor
Department of Manipuri
Assam University, Silchar

☎ : 03842-270806, 270368
Fax : 03842-270806, e-mail : sch_regau101@sancharnet.in

DECLARATION

I, **Abul Khair Choudhury** bearing Registration No, **Ph.D/973/2009** dated 17/08/2009, hereby declare that the subject matter of the thesis entitled **Cachar Zilagi Meitei Pangalgi Folk Culture Neinaba** *(A Study of Folk Culture of the Meitei Pangal in Cachar District)* is the record of work done by me and that the contents of this thesis did not form the basis for award of any degree to me or to anybody else to the best of my knowledge. The thesis has not been submitted in any other University/Insitute.

Abul Khair Choudhury

(Abul Khair Choudhury)

Candidate

Place : Assam.

Date: 25/02/2014

য়াওফম তাকপা

পন্দুপ	হীরম	লমায়
	থাগৎ বাহি	i - ii
	কাছাড় জিলাগী মেপ	iii
অহানবা পন্দুপ ঃ হাহৌদোক ঃ		১-১৩
	১.১. কাছাড় জিলাগী লম্মিৎ তুম্মিৎ	১-৬
	১.২. হীরম অসি নৈনবগী পান্দম	৭-৮
	১.৩. হীরম অসিনা কেন্নিবা পনখৈ	৮-১০
	১.৪. মেথোদোলোজি	১০-১১
	১.৫. নৈনরিবা থিসিস অসিগী কয়াৎ	১২-১৩
অনীশুবা পন্দুপঃ ফোক কলচরগী সংজ্ঞা অমসুং শক্লোন		১৪-৪২
	২.১. ফোক কলচরগী সংজ্ঞা	১৪-৩০
	২.২. ফোকলোর, ফোকলাইফ অমসুং ফোক কলচর	৩১-৪২
অহুমশুবা পন্দুপ ঃ কাছাড় জিলাদা মৈতৈ পাঙল		৪৩-১০১
	৩.১. মৈতৈ পাঙলগী মৈহৌরোল	৪৩-৬৮
	৩.২. কাছাড় জিলাদা মৈতৈ পাঙলশিংনা খুন্দাখিবগী বারোল	৬৮-৮০
	৩.৩. কাছাড় জিলাগী মৈতৈ পাঙল খুলশিং	৮০-৮৩
	৩.৪. কাছাড় জিলাদা লৈরিবা মৈতৈ পাঙল শাগৈশিং	৮৩-৮৬
	৩.৫. কাছাড় জিলাগী মৈতৈ পাঙল সমাজ	৮৭-১০১
মরিশুবা পন্দুপ ঃ কাছাড় জিলাগী মৈতৈ পাঙলগী ফোক কলচর		১০২-১৮৬
	৪.১. রাইটস দ্য পেসেজ	১০৩-১০৭
	৪.২. পোকপা	১০৮-১২৫
	৪.৩. মিংগৌ	১২৬-১৩১
	৪.৪. লুহোংবা	১৩২-১৪৬
	৪.৫. শিবা অমসুং পোথলোইবা	১৪৭-১৫৪
	৪.৬. হরাও কুম্মৈ	১৫৫-১৬৬
	৪.৭. টীমবুং বারীশিং	[illegible]

Dorson, Richard M., ed.	1972	*Folklore and Folk life: An Introduction,* Chicago, University Press.
Dundes, Alan, ed.	1965	*The Study of Folklore,* Englewood, Cliff: Prentice Hall, New Jersey.
Elwin, V,	1955	*The Religion of an Indian Tribe,* Bombay, Oxford University Pr
Foster, G.M ,	1953	*What is Folk-Culture?* Amer. Anthropologist, vol. LV(I).
G. Kipen, Tingenichong,	2010	*Women's Role in the 20th Century Manipur : A Historical Study,* Delhi : Kalpaz Publication
Gautam, M.K.	1977	*In Search of an Identity: A Case Study of a Santal of Northern India,* The Hague: Leiden.
Goldstein, Kenneth S.	1964	*A Guide for Field Workers in Folklore,* London: Hebest Jenkins.
Gomme, G.L.	1908	*Folkore as an Historical Science,* London Methuen.

5/13

বিব্লিওগ্রাফি

ক) ইংলিস

Aarne, Antti and Stith Thompson,	1961,	*The Types of the Folktale: A Classification and Bibliography*, 1928; 2nd rev. ed. Folklore Fellows Communication 184, Helsinki.
Abu-Hamidiyyah, Muhammed	2000	*The Quran : An Introduction*, NewYork: Routeledge.
Ali, Abdullah Yusuf	1989	*The Holy Qur'an: Text, Translation Commentary*, Washington D.C.' Amanah
Ali, Ahmed, Kasim	2010:	*The Muslims of Assam*, Guwahati: EBH Publishers (India)

Ali, Syed Amir	1978:	*The Sprit of Islam : A History of the Evolution and Ideals of Islam, with a life of the prophet* London: Chatto & windus.
Bahm, J.	1984	*Is a world Folkculture Emerging* in K Mahapatra (ed), *Folkculture and the Great Tradition*, Vol:-V, Cuttack: Institute of Oriental and Orissan Studies.
Bailey, F.G	1961	*'Tribe' and 'Cast' in India*, Contribution to Indian sociology. Vol-V.
Bascom, W.R.	1953	*Folklore and Anthropology*, Journal of American Folklore, vol. 66.
————,	1953	*Verbal Art*, Journal of American

الكتابات العربية فى شمال الهند منذ عام ١٩٩٠: دراسة تحليلية

رسالة تقدّم إلى قسم اللغة العربية بجامعة آسام لنيل شهادة الدكتوراه

تقديم:

أبو نجاة سيف الحق

رقم تسجيل الدكتوراه: Ph.D./٠٩/٨٨٣

المؤرخة: ١٧/٠٨/ ٢٠٠٩

تحت إشراف

الدكتور أشفاق أحمد

أستاذ مشارك

قسم اللغة العربية

إيس- كى- سي- مدرسة دراسات اللغة الإنجليزية واللغات الأجنبية

جامعة آسام

سيلتشار-٧٨٨٠١١، الهند

عام -٢٠١٣

ARABIC WRITINGS IN NORTH INDIA SINCE 1990: AN ANALYTICAL STUDY

A THESIS SUBMITTED TO ASSAM UNIVERSITY IN PARTIAL FULFILMENT OF THE REQUIREMENT FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY IN THE DEPARTMENT OF ARABIC.

BY

ABU NAZAT SAYFUL HAQUE

PH.D. REGISTRATION NO.: PH.D./883/2009

DATED: 17/08/2009

UNDER THE SUPERVISION OF

DR. ASHFAQ AHMAD

ASSOCIATE PROFESSOR

DEPARTMENT OF ARABIC
SKC SCHOOL OF ENGLISH AND FOREIGN LANGUAGE STUDIES

ASSAM UNIVERSITY
SILCHAR-788011, INDIA

YEAR OF SUBMISSION-2013

DR. ASHFAQ AHMAD
M.Phil., Ph.D.(JNU)

ASSOCIATE PROFESSOR

DEPARTMENT OF ARABIC
SKC SCHOOL OF ENGLISH AND FOREIGN LANGUAGE STUDIES

ASSAM UNIVERSITY, SILCHAR

(A CENTRAL UNIVERSITY CONSTITUED UNDER ACT XIII OF 1989)

SILCHAR-788011, ASSAM, INDIA

CERTIFICATE

Certified that the thesis entitled ***Arabic Writings In North India Since 1990: An Analytical Study*** *for* award of the Degree of ***Doctor of Philosophy*** in ***Arabic*** is the outcome of a bonafide research work. This work has not been submitted previously for any degree of this or any other university. It is further certified that the candidate, ***Abu Nazat Sayful Haque***, has compiled it with all the formalities as per the requirements of Assam University.

I recommend that the thesis may be placed before the examiners for consideration of award of the degree of this university.

اعتراف

الحمد لمن يشجّعنا للشكر بأية كريمة "لئن شكرتم لأزيدنّكم"، وهو ربّنا الله تعالى، والشكر كله لذاته على توفيقه الذى لو لم يسعفن به لما استطعت إنجاز هذا العمل، والصلاة والسلام على رسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد،

فإن الموضوع الذى أخترته للبحث هو موضوع متعدد الفروع، وأوسع النطاق، وأحوج إلى جمع المعلومات المنتشرة فى المكتبات الهندية المختلفة، والدوائر للكتّاب والعلماء المعاصرين لشمال الهند؛ إذ هو موضوع يتعلق بالكتب والمقالات أخرجها جهابذة اللغة العربية لشمال الهند فى العربية بعد عام ١٩٩٠م.

فأتوجه بالشكر إلى مسئولي المكتبات التى سافرت إليها والقائمين عليها على توفير كافة التسهيلات المادية والمعنوية التى ساعدتني كثيرا على إعداد هذه الرسالة، والمكتبات التى سافرت إليها هى عديدة، منها المكتبات لأكبر الجامعات الحكومية فى شمال الهند التى تتضمن أقسام اللغة العربية، والمكتبات لأعظم المدارس الإسلامية التى تقع فى شمال الهند، إلى جانب بعض المكتبات العامة الحكومية وغير الحكومية. والمكتابات التى استفدت منها كثيرا، فهى : مكتبة جامعة آسام المركزية، ومكتبة جامعة جواهرلال نهرو، نيو دلهي، ومكتبة محمودية التابعة لجمعية علماء الهند، نيو دلهي، ومكتبة جمعية أهل الحديث، دهلي، ومكتبة المجلس الهندي للروابط الثقافية، نيو دلهي، ومكتبة جامعة دهلي، ومكتبة الدكتور ذاكر حسين فى الجامعة الملية الإسلامية، نيو دلهي، والمكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية بسنابل التابعة لمؤسسة مركز أبى الكلام آزاد للتوعية الإسلامية بنيودلهي (الهند)، ومكتبة شبلي العامة لدار العلوم ندوة العلماء، لكناؤ، ومكتبة مولانا أبى الكلام آزاد التابعة لجامعة عليكره الإسلامية، ومكتبة دار العلوم بديوبند، ومكتبة أبى الكلام آزاد المركزية بجامعة الإمام ابن تيمية فى بيهار، ومكتبة الجامعة السلفية ببنارس، ومكتبة جامعة الفلاح ببلرياكنج، ودار المصنفين أكاديمية شبلي، أعظم كره، ومكتبة خدا بخش الشرقية العامة فى بتنا. وأما العلماء والكتّاب عددهم غير قليل الذين لقيتهم فوجدت أكثرهم مستعدين فى تقديم المعلومات عن كتاباتهم، وسيرهم كذلك، فأقدم إليهم جميعا جزيل الشكر والامتنان.

وأقدم الشكر الجزيل إلى أساتذتنا فى قسم اللغة العربية بالخصوص والأساتذة المتضلعين فى جامعة أسام بالعموم الذين تقدموا بإرشاداتهم الغالية فى مختلف المراحل لتكميل هذا البحث، والفضل كل الفضل يرجع إلى أساتذتى الكرام فى قسم اللغة العربية فى جامعة أسام الذين وفروا لي البيئة المثلي للأخذ والتعلم والذين استفدت منهم كثيرا مثل الدكتور عبد المصور بهويا، البروفيسور فى القسم وعميد مدرسة

الألسن الأجنبية، والدكتور عبد الرزاق ترايل، البروفيسور و الرئيس فى القسم، والدكتور أشفاق أحمد، الأستاذ المشارك فى القسم، والدكتور عبد القدوس الأستاذ المساعد السابق، والدكتور مستفيض الرحمن الأستاذ المساعد فى القسم.

وأرى لزاما عليّ أن أعبّر عن عميق شكري وخالص امتناني بوجه خاص لمشرفي الشفوق وأستاذي العطوف الدكتور أشفاق أحمد الذى لم أر مثله رعاية للعلم واهتماما بالمتعلمين فى طول حياتي التعليمية، وهوالذى عرّفنى باللغة العربية كما أراها الآن حقا وفضيلة، وعلّمني أسلوب كتابة البحوث العلمية خطوة خطوة، وهو الذى لا يزال يزودني بتوجيهاته الغالية وإرشاداته القيمة، ولا شك فيه بأن تشجيعاته ستساعدني على مواصلة العمل حتى يأتى أجلي إن شاء الله، والشكر كله لله تعالى لأنه قدّر لي مثله المشرف العظيم، ومن الله أحسن الجزاء والأجر لأنه لا يضيع أجر المحسنين .

وبمناسبة الشكر أريد أن أذكر بعض الأيام بأحداثها التى بدونها لما استطعت بالأصول لهذا البحث العلمي، ومنها: اليوم الذى فيه أصبحت قادرا على قراءة القرآن الكريم أولا عام ١٩٨٧م، واشتريت نسخة جديدة له وحضرتُ به فى الكتّاب فأخذه أستاذي للكتّاب الشيخ إسلام الدين وكتب فى غلافها اسمي فى العربية بحروف عريضة، فهى أجمل الكتابات أراها فى الأيام، وهى التى رغّبتنى فى تعلم اللغة العربية وقدمتنى إلى الدراسة فى المدارس الإسلامية. ومنها: اليوم الذى كنت حضرت كمستمع فى حفلة سنوية حول سيرة النبي عليه السلام فى المدرسة العالية نرايون ناته بآنيفور عام ١٩٩٥م أو ١٩٩٤م وألقى فيها الشيخ طيب الرحمن بربهوبا خطبة مؤثرة خاصة للطلاب فحديثه حول واجبات الطلاب وحقوقهم وضرورة سهر الليالي للدراسة أثر فى نفسي أثرا لا يكاد يمكن التعبير عنه فى الكلمات الوجيزة. ومنها: اليوم بعد يوم نجاحي فى درجة "فاضل المعارف" (F.M.) بتقدير ممتاز جدا عام ٢٠٠٠م حيث لقيت الدكتور شريف الدين أحمد، مدير كلية القانون بشيلانغ، ميغالويا، فنصحني نصيحة لا أنساها أبدا وهو الذى رغّبنى فى دراسة العلوم العصرية وأفهمنى الدكتوراه وقيمتها وفائدتها للمرة الأولى. فواجب العرفان يقتضيني أن أذكر بالشكر والامتنان هؤلاء الرجال العظام الذين استأثرت منهم كثيرا، وكذلك أن أتوجه بالشكر أجزله إلى أساتذتي جميعا من الابتدائية إلى العالية، الدينية أو العصرية، الذين علّموني العلم النافع وتربيتُ على أيديهم، فلهم مني أفضل آيات الشكر والتقدير ومن الله تعالى أحسن المثوبة والجزاء الوفير.

وكيف لا أتذكر ولا أشكر للوالدين الكريمين الذين ربّياني صغيرا، ولا يزالان يذكراني فى الدعاء والبكاء، وبالاحتثاث والإرشاد، فيا ربّي بارك لهما فى الحياة والصحة وارحمهما كما شأن رحمتك، وكذلك لا أنسى أن أقدم الشكر الجزيل إلى زوجتي وصهري وحماتي وإخواني وأخواتي وجميع الأقارب

الذين لايزالون يعفونى على قِصر الخدمات أوجبت عليّ لأدائها ولقلة الاهتمام إليهم لكثرة شغفي فى الدراسة.

وأخيرا أشكر جميع الإخوان والأخوات والزملاء اللذين ساعدوني على إعداد هذه الرسالة ، وأخص بالذكر الإخوان محمد نور الحق القاسمي ومحمد أبو الحسن ومحمد فيصل اللذين ساعدونى كثيرا فى محتلف المراحل بكل محبة وحبور، فجزاهم الله عني خير الجزاء.

(أبو نجاة سيف الحق)

متلامس الأطروحة

تصريحات (Declaration) ....

توصية (Certificate) ....

اعتراف (Acknowledgment) ..... **أ- ج**

متلامس الأطروحة (contents) ..... **د- ه**

استهلال البحث (Introduction) **١-٥**

الباب الأول: اللغة العربية فى شمال الهند: من منظور تاريخي **٦-٢٥**

الفصل الأول: العلاقات العربية الهندية عبر العصور ٧

الفصل الثاني: نشأة اللغة العربية وتطورها فى شمال الهند ١٩

الفصل الثالث: الآثار العربية فى شمال الهند قبل عام ١٩٩٠م ٢٣

الباب الثاني: مراكز الدراسات العربية فى شمال الهند **٢٦-٥٩**

الفصل الأول: المدارس الإسلامية فى شمال الهند ٢٧

الفصل الثاني: الجامعات الحكومية فى شمال الهند ٥٣

الباب الثالث: الكتابات العربية المعاصرة فى شمال الهند **٦٠-٩٧**

الفصل الأول: الكتب العربية المعاصرة ٦١

الفصل الثاني: المجلات العربية المعاصرة ٩٣

الباب الرابع: الكتّاب المعاصرون فى اللغة العربية فى شمال الهند **٩٨-١٥٥**

الفصل الأول: الكتّاب المنتمون إلى المعاهد الدينية الإسلامية ١٠١

الفصل الثاني: الكتّاب المنتمون إلى المعاهد العلمانية العصرية ١٢٧

الباب الخامس: دراسة موضوعية وأسلوبية للكتابات العربية المعاصرة **١٥٦-٣٠٢**

الفصل الأول: الكتب العربية المعاصرة ١٥٨

الفصل الثاني: المجلات والجرائد العربية المعاصرة ٢٩٢

انفضاض البحث: **٣٠٣-٣١٣**

الفرع الأول: منمنمة البحث ٣٠٤

الفرع الثاني: استفسارات ٣١١

الفرع الثالث: مقترحات ٣١٣

ثبت المصادر والمراجع: **٣١٤-٣٣٢**

الجزء الأول: الكتب العربية ٣١٥

الجزء الثاني: الكتب الأردية ٣٢٩

الجزء الثالث: الكتب الإنجليزية ٣٣٠

الجزء الرابع: المجلات والجرائد ٣٣١

الجزءالخامس: المواقع الإلوكترونية ٣٣٢

الملحق : خلاصة البحث الإنكليزية **I-XII**

ABSTRACT
OF
ARABIC WRITINGS IN NORTH INDIA SINCE 1990: AN ANALYTICAL STUDY

A THESIS SUBMITTED TO ASSAM UNIVERSITY IN PARTIAL FULFILMENT OF THE REQUIREMENT FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY IN THE DEPARTMENT OF ARABIC.

BY

ABU NAZAT SAYFUL HAQUE

PH.D. REGISTRATION NO.: PH.D./883/2009

DATED: 17/08/2009

UNDER THE SUPERVISION OF

DR. ASHFAQ AHMAD

ASSOCIATE PROFESSOR

DEPARTMENT OF ARABIC

SKC SCHOOL OF ENGLISH AND FOREIGN LANGUAGE STUDIES

ASSAM UNIVERSITY
SILCHAR-788011, INDIA

YEAR OF SUBMISSION-2013

منمنمة البحث

الكتابات العربية فى شمال الهند منذ عام ١٩٩٠: دراسة تحليلية

هذا البحث هو دراسة تحليلية للكتابات العربية فى شمال الهند منذ عام ١٩٩٠. والبحث يهدف إلى دراسة الكتابات العربية موضوعا وأسلوبا، كما يريد أن يحقق براعة الكتّاب المعاصرين، وأن يعيّن مكاناتهم بين الكتّاب المتقدمين.

ومن أجل الوصول إلى هذه الأهداف بطريق علمي وأسلوب حديث تم توزيع هذا البحث بين خمسة أبواب، بالإضافة إلى المقدمة ومنمنم البحث.

وأما الصفحات الجارية فهي فى منمنمة البحث. والآن نحن نذهب إلى أن ننمنم مما درسناه حول هذا البحث.

الباب الأول لهذا البحث يدرس دراسة تاريخية للدراسات العربية فى شمال الهند. ومما بحثنا عنه هو تاريخ الصلات بين الهند والعرب عبر العصور؛ فيرجع تاريخ الصلات بين الهند والعرب إلى الألفية الثالثة قبل ميلاد النبي المسيح. وكانت هذه الصلات مترابطة ووثيقة متينة لعوامل كثيرة وأهمها التجارة. والعلاقات التجارية لم تكن مجرد نقل السلع بل حملت معها الأفكار والمعتقدات وحيثما تحركت التجارة تنقلت معها الثقافة والمعرفة.

وبعد ظهور الإسلام فى شبه الجزيرة العربية وانتشاره شرقا وغربا أثر تأثيرا كبيرا في العلاقات العربية الهندية، وتعتبر الفترة ما بين القرن السابع والقرن العاشر المسيحي "العصر الذهبي" بالنسبة إلى العلاقات التجارية بين العرب والهند إلى جانب العلاقات الفكرية الدينية والثقافية والسياسية.

وبعد انحطاط الحكومة الإسلامية فى الهند تدهورت هذه الصلات لأيام متعددة حتى بدأت العلاقات فى مجالاتها المختلفة تتوثق من جديد بعد ما حازت الهند استقلالها. وإن العلاقات السائدة بين الهند والبلدان العربية فى الهند المستقلة تزدهر وتزداد يوما بعد يوم بسرعة فائقة.

نشأت اللغة العربية فى شمال الهند قبل العصور لظهور الإسلام فيها، ولكنها انتشرت سريعا بعد ما ظهر الإسلام فيها. وأهم العوامل التى لعبت دورا هاما فى نشر هذه اللغة فى شمال الهند هى: العلماء الواردون، والعلماء الذين ولدوا فى الهند، والمساجد والمدارس الإسلامية، والمكتبات، والمجاميع، والجامعات والكليات بعد استقلال الهند.

وخلف علماء شمال الهند المتقدمون وراءهم آثارا رائعة قيمة فى الموضوعات الإسلامية والأدبية المختلفة باللغة العربية طوال القرون الماضية.

والباب الثاني يبحث عما أسست في الهند من أشهر مراكز الدراسات العربية فى شمال الهند-المدارس الإسلامية والجامعات العصرية- التى لعبت دورا هاما فى ترويج اللغة العربية فى بلاد الهند. وهذا الباب ألقى ضوءا وافيا على تدريس اللغة العربية فى هذه المراكز، بالإضافة إلى التفاصيل حول المراحل الدراسية ومساهماتها وانتاجاتها، والجوانب المهمة الأخرى التي تتعلق بها كذلك.

أما المراكز التى قمنا بتناولها للبحث فهي ينقسم إلى قسمين، وهما المدارس الإسلامية، والجامعات الحكومية. وهذا الباب قد تم توزيعه بين فصلين: أما الفصل الأول فهو يتحدث عن تسعة من المدارس الإسلامية الشهيرة فى شمال الهند، بالإضافة إلى تمهيد الفصل الذى يستعرض تاريخ المدارس الإسلامية فى الهند، والأوضاع التى واجهت هذه المدارس مع مرور الزمن، والأهداف وراء إنشائها، وأفكار علماء الإسلام ونظرياتهم حول تأسيسها، والمناهج والأساليب التربوية التي أختيرت لها. وأما الفصل الثاني فإنه قد خص بالجامعات الحكومية فى شمال الهند وفقا لتاريخ إنشائها، ثم أوردت التفاصيل عن الأقسام العربية فيها.

أما خلاصة الفصل الأول فهو تاريخ المدارس الإسلامية الرائجة فى الهند بشكل عام، كما درسنا فى التمهيد للفصل، أنه يرجع إلى القرن الرابع الهجري، ثم بعده تأسست فى الهند الآلاف من المدارس الإسلامية التى تلألآت بحيويتها على آفاق الهند والتي أغلقتها الحكومة الإنجليزية الغاشمة فى الهند منذ منتصف القرن التاسع عشر الميلادي.

ولما بدأ وضع العلوم العربية الإسلامية ومظاهر الحياة الإسلامية وروحها تتدهور في شكل سيئ فى عصر الحكم الإنجليزي الشنيع، قامت ثلاث طبقات من علماء الإسلام بإنشاء سلسلة من المدارس الإسلامية فى مختلف المناطق الهندية، وكانت أهداف جميعهم فى إنشاء هذه المدارس الدفاع عن الدين الإسلامي وتحفيظ مظاهره وشعائره من التحديات والحركات المعادية وإشعال روح الغيرة الدينية فى المسلمين والعودة بالأمة إلى تعاليم الكتاب والسنة. أما الطبقة الأولى فهى تؤيد فكرة علماء ديوبند الذين كانوا يتمسكون بالطابع القديم فى أساليب التربية والدراسة ويستكرهون العلوم العصرية استكراها شديدا ولا سيما اللغة الإنجليزية. والطبقة الثانية تؤيد فكرة السير سيد أحمد خان الذى كان يفضل العلوم الحديثة المتوافقة مع متطلبات العصر الحاضر. أما الطبقة الثالثة ففكرتها التوسط بين الطبقتين المتخالفتين - الأولى والثانية- وهذه الطبقة تنتمي إلى ندوة العلماء التى تأسست على مبدأ التغير والإصلاح فى نظام التعليم الديني وفى منهاج الدرس العربي، واهتم علماؤها بالعلوم القديمة النافعة والعلوم العصرية الصالحة على حد سواء.

والمدارس الإسلامية لها مساهمة كبيرة فى إثراء اللغة العربية فى الهند، نهض منها على مر العصور صفوة من الكتّاب والأدباء والشعراء الذين عرفوا بفصاحة اللسان العربي وأدوا دورا رائعا فى مجال التصنيف والتأليف. ومما يجدر بالإشارة هو أن اللغة العربية كانت منحصرة بين الكتب والعلوم الشرعية عبر القرون الماضية - منذ دخولها فى البلاد إلى قيام دار العلوم ندوة العلماء- وكانت تدرس هذه اللغة فى

المدارس الإسلامية لتفهم المصادر الإسلامية فقط. فندوة العلماء رحّبتها أولا كلغة حية متدفقة، ولغة من لغات البشر العامة.

ومن أهم المدارس الإسلامية فى شمال الهند دار العلوم ديوبند (أنشئت عام ١٨٦٦م)، وهى أزهر الهند وأم المدارس الإسلامية فى الأقطار الهندية منذ ثورة الهند الكبرى عام ١٨٥٧م، وهي أول معهد تعليمي ديني قام به علماء الإسلام بمقاومة الإنجليز. فقد عرفت لدورها البالغ فى نشر العلوم والثقافة الإسلامية والعربية فى شبه القارة الهندية بالخصوص ومشارق الأرض ومغاربها بالعموم. وتخرج منها، وما زال يتخرج، رجال لا يدخرون وسعا فى خدمة العلوم الإسلامية ولغتها وآدابها تأليفا وترجمة، وصحافة كذلك. وركزت هذه الدار على المواد الإسلامية والعلوم التى تتصل بالكتاب والسنة ولا تهتم بالعلوم العصرية.

وتلا دار العلوم ديوبند مدرسة مظاهر العلوم بسهارنفور (تأسست ١٨٦٦م) ومدرسة شاهي مسجد بمراد آباد (تأسست عام ١٨٧٩م) وهما تشاركان دار العلوم ديوبند فى الشعار والمبدأ، والعقيدة والمذهب، والمزاج والذوق الدعوي. وأنجبت هاتان الداران رجالا مثلوا الدين الإسلامي خير تمثيل وأصبحوا شارحين للشريعة الإسلامية، وكانت لبعضهم مواقف جبارة فى السياسة والدفاع عن الوطن، وخلف بعضهم آثارا رائعة عديدة فى مجال الدراسات الإسلامية والعربية عامة وفى شرح كتب الحديث وخدمة هذا الفن الشريف خاصة.

ولدار العلوم ندوة العلماء بلكناؤ (تأسست عام ١٨٩٤م) فضل كبير فى نشر اللغة العربية وآدابها بالخصوص والعلوم الإسلامية المختلفة بالعموم، وتخريج الدعاة والكتّاب والباحثين والخطباء والعلماء الأفذاذ كذلك. وهذه الدار قام بها صفوة من العلماء، المتوسطين بين القديميين والعصريين، بالتعديلات والإصلاحات فى المنهج الدراسي النظامي القديم، ويهتمون علمائها باللغة العربية اهتماما زائدا ويرحّبونها كلغة حية يكتب بها ويخطب وينطق. ولها دور عظيم فى تطوير الصحافة العربية فى الهند وفى ادخار الكتب والمخطوطات النادرة العربية، والفارسية والأردية كذلك.

ومدرسة الإصلاح بسرائمير (تأسست فى العقد الثاني من القرن الرابع عشر الهجري) وجامعة الفلاح ببليرياكنج (تأسست عام ١٩١٤م)، فكلتا هما تقعان فى مديرية أعظم كره بأترابراديش، من أعظم المدارس الإسلامية فى الهند. تعتني هاتان المدرستان بتسهيل المنهج التعليمي والإقلال من مدة الدراسة وترخيص التكاليف المالية إلى حد أقصى والتبعد من الاختلافات العصبية والحزبية والمشاجرات الكلامية. ووضع علماؤها مناهج جديدة تساير مقتضيات العصر، فالمناهج الدراسية لهما تجمع بين القديم الصالح والجديد النافع من العلوم الإسلامية والمعارف العصرية. وأنجبت المدرستان نخبة من قادة الفكر وزعماء الإصلاح ورجال العلم والأدب. وكانت لهما فضل كبير فى نشر العلوم الإسلامية وترويج اللغة العربية وآدابها فى الهند وتخريج دعاة لهم قدرة كبيرة على استخدام وسائل الإعلام الحديثة.

والجامعة السلفية ببنارس (تأسست عام ١٩٦٣م)، والجامعة الإسلامية بسنابل، نيو دلهي (تأسست عام ١٩٨٠م)، وجامعة الإمام ابن تيمية بولاية بيهار (تأسست عام ١٩٨٩م)، تعد من أهم المدارس الإسلامية

وكبريات المدارس السلفية فى الهند. قد لقيت خدماتها العظيمة فى مجال اللغة العربية وآدابها قبولا واسعا، وأصبحت فى المدة القصيرة مدارس عظيمة الإنتاج فى مجال العلوم الإسلامية والعربية، كما نجحت فى تربية الأجيال على الدين الخالص، وتخريج العلماء ودعاة أكفياء للقيام بالدعوة الإسلامية، ورعاية أيتام المسلمين وأبنائهم الفقراء وإعدادهم للقيام بدورهم فى المجتمعات الهندية، ورعاية الفتيات المسلمات وتربيتهن تربية دينية، وإعدادهن للقيام بدورهن فى الأوساط الهندية، وتقديم الشباب المسلمين إلى الجامعات العصرية لدراسة العلوم والتكنولوجية وإلى الجامعات فى الدول العربية لدراسة العلوم الإسلامية العربية كذلك. ولها مساهمة كبيرة فى الصحافة العربية، وفى ادخار الكتب النادرة الكثيرة فى مكتباتها الكبيرة.

والفصل الثاني يذكر أشهر الجامعات العصرية فى شمال الهند التى توجد فيها أقسام اللغة العربية، وهى: جامعة كلكتا، وجامعة عليكره الإسلامية، وجامعة إله آباد، والجامعة الملية الإسلامية، وجامعة دلهي، وجامعة لكناؤ، وجامعة بنارس الهندوسية، وجامعة بتنا، وجامعة جواهرلال نهرو، وجامعة غوهاتي، وجامعة آسام بسيلتشار، وجامعة كوتن بغواهاتي، وجامعة وشوا بهارتي، وجامعة كشمير، وجامعة بابا غلام شاه بادشاه فى راجوري بكشمير، وجامعة عالية بكولكتا.

فهذه الجامعات فتحت الأقسام العربية نظرا للعلاقات الثقافية والتجارية والسياسية بين الهند والعالم العربي، ولعبت هذه الأقسام دورا بارزا فى نشر اللغة العربية وآدابها وتطويرها. والدراسة العربية وآدابها تجري على قدم وساق فى هذه الجامعات والكليات الملتحقة بها. وأن هذه الأقسام تهتم بتدريس اللغة العربية وآدابها اهتماما بالغا، وإجراء الأبحاث المفيدة فيها، وإعداد المترجمين الأكفياء، ويبذل أساتذتها جهودهم المستطاعة من أجل إعداد مناهج دراسية متوافقة مع الظروف والأوضاع للطلاب لكافة المراحل، ويقومون بعقد ندوات وحفلات- وطنية ودولية- علمية كثيرة، ويهتمون بقدر كاف من التدريبات اللغوية الحديثة والتمرّن على الترجمة من العربية إلى الإنجليزية وبالعكس، ويكتسب كثير من خريجيها القدرة والمهارة الملحوظة فى اللغة العربية بالخصوص، واللغات العالمية الأخرى والوطنية بالعموم، والكتابة بها، ويحصلون على المناصب العليا، والوظائف الرقية، والمكانات الاجتماعية اللائقة، ويحضرون فى الندوات والحفلات -الوطنية والدولية- فى الهند وخارجها من البلدان العربية والإفريقية والأوربية والأمريكية.

والباب الثالث يناقش الكتب التى انتجها العلماء والكتّاب لشمال الهند فى العربية بعد عام ١٩٩٠م. ويجدر هنا بالذكر أن هذا الباحث قد جمع ٢٣٠ كتابا باللغة العربية فى الموضوعات المختلفة التى كتبها علماء شمال الهند بعد عام ١٩٩٠م. فهذا الباب يذكر أسماء هذه الكتب، ومؤلفيها ومكانات أعمالهم، وسني نشرها، ومكانات طباعتها، أسماء مطبعاتها، وأحجامها، ورقم طباعتها، وأرقام صفحاتها وما إليها من المعلومات اللازمة ، وهذه لكى يسطيع القراء أن يعرفوها ككتابات انتجها علماء شمال الهند وطبعت بعد ١٩٩٠م. وكذلك أن هذا الباب يذكر ثماني عشرة مجلة عربية تصدر من أنحاء شمال الهند مع معلومات كثيرة عنها من إنشائها وميادين دراساتها وأوقات نشرها.

والباب الرابع يذكر موجزا تراجم بعض الكتّاب المعاصرين (الذين قاموا بإعداد كتابات جليلة بعد ١٩٩٠م فى اللغة العربية) من شمال الهند أي الذين يسكنون فى شمال الهند حاليا أو انتقلوا إلى دار الأخرة وكانوا يسكنون فيها. ولا يخفى أن هؤلاء الكتّاب لهم خدمات جليلة فى تطوير اللغة العربية وآدابها فى شمال الهند بالخصوص وخارجها بالعموم. وإنما هذا الباب قد ألقى الأضواء على تراجم المؤلفين وأعمالهم العلمية، وأبرز خصائص المترجَمين ومميزاتهم العلمية، وأظهر نبوغهم فى الكتابة العربية وبراعتهم فى مجالات مختلفة من الدين والعلم والمعرفة. فقد جاء فى تراجمهم الموجزة معلومات كثيرة عن مواليدهم، ووالديهم، والمعاهد التى فيها درسوا من الابتدائية إلى العليا الإسلامية أو العصرية مع سني دراساتهم فيها، ومما حصلوا على الدرجات والشهادات، وما حازوا من منح أو وسامات دراسية خلال أيامهم الدراسية، والمعاهد التى فيها قاموا أو لايزالون يقومون بالتدريس، والمسؤوليات الأخرى التى أدوا أو لايزالون يؤدونها، وما نالوا من الجوائز والتقديرات لخدماتهم العلمية والدعوية، والمناصب التى تقلدوا أو لايزالون يتقلدون، والمؤسسات التى أسسوا، والأماكن التى إليها سافروا، والندوات والمؤتمرات وورشات العمل التي نظّموها أو حاضروا فيها أو قدّموا البحوث فيها، ومؤلفاتهم، ومصنفاتهم، ومساهماتهم، وخدماتهم فى رفع مستوى الثقافة العربية والفنون الأدبية، وترقية الثقافة الإسلامية كذلك، وسني الوفيات لمن فارقوا الحياة منهم، وغيرها من المعلومات الكثيرة الشخصية عنهم.

وأما الكتّاب الذين جاء ذكرهم فى هذا الباب فهم من طبقتين من جهة المهنة، طبقة يتعلقون بالمعاهد الدينية الإسلامية، وطبقة يتعلقون بالمعاهد العلمانية أمثال الجامعات والكليات والمكتبات الحكومية. فالباب المذكور انقسم إلى فصلين، وفى الفصل الأول جاء ذكر الكتّاب المنتمين إلى المعاهد الدينية الإسلامية، وفى الفصل الثاني جاء ذكر الكتّاب المنتمين إلى المعاهد العلمانية.

أما خلاصة الفصل الأول لهذا الباب فهي تراجم ثلاثة وثلاثين كاتبا إسلاميا ومآثرهم وكثير ما يتصل بهم من أخبارهم العلمية والعملية. ومن أشهر هؤلاء الكتّاب الذي له جولات فى اللغة العربية وصولات فى العلوم الدينية والثقافة الإسلامية هو أبو الحسن علي الحسني الندوي؛ فهو من أكبر شخصية دولية فى الأدب العربي الذى برع ونبغ فى كتابة المقالات والكتب فى الأدب والفكر والدعوة، وحياته هى أشهر من أن تعرّف. ومنهم أبو محفوظ الكريم معصومي، ومحمد الرابع الحسني الندوي، والسيد محمد واضح رشيد الندوي، وسعيد الرحمن الأعظمي، والسيد سلمان الحسيني الندوي، وسعيد أحمد البالنفوري، ونور عالم خليل الأميني، ومحمد لقمان السلفي، والقاضي مجاهد الإسلام القاسمي، وطيب الرحمن باربهويا الآسامي، ومحمد أسعد أعظمي، وعبد المنان عبد اللطيف السلفي، ورضاء الله محمد إدريس المباركفوري، ونذر الحفيظ الندوي، وأبو سحبان روح القدس الندوي، وبرهان الدين السنبهلي، وعبد الله الحسني الندوي، ومحمد يوسف التاؤلوي، ومحمد علاء الدين الندوي، وأبو سفيان المفتاحي، وأبو القاسم عبد العظيم، محمد عبد الرزاق القاسمي، ومحمد ساجد الندوي، والدكتور محمد أويس الصديقي النانوتوي، ومحمد فرمان الندوي، ومحمد بلال الحسني، وعناية الله السبحاني، وخورشيد أحمد الأعظمي، ومحمد سعيد الله الندوي، ومحمد عثمان غني الهوروي، ومحمد فاروق أعظم الندوي، ومحمد

راشد حسين الندوي، وشوكت علي القاسمي، ومحمد عبيد الله الأسعدي، والمقرئ محمد مسعود العزيزي الندوي.

والفصل الثاني هو يلقي الأضواء على ثلاثة وثلاثين من الكتّاب المعاصرين الذين أخذوا الكليات أو الجامعات العلمانية مكان أعمالهم. ولا بد لنا أن نذكر أسماءهم هنا الذين جاءت تراجمهم فى هذا الفصل، وهم: السيد إحسان الرحمن، والسيد محمد اجتباء الندوي، والسيد محمد احتشام الندوي، وعبد الحق شجاعت علي، وزبير أحمد الفاروقي، ونثار أحمد الفاروقي، ومسعود الرحمن خان الندوي، وشميم الحسن أمانة الله، وخورشيد أحمد الفارق، ومحمد راشد الندوي، وظفر الإسلام خان، ومحمد أسلم الإصلاحي، وكفيل أحمد القاسمي، وشفيق أحمد خان الندوي، وفرحانة الصديقي، وفيضان الله الفاروقي، وبشير أحمد جمالي، ومحمد نعمان خان، وشمس تبريز خان، وأيوب تاج الدين الندوي، وعبد الرزاق ترابيل، وأشفاق أحمد، ومجيب الرحمن، وثناء الله الندوي، وصلاح الدين العمري، ورضوان الرحمن، وحبيب الله خان، وعبد القدوس، ومستفيض الرحمن، ومحمد أكرم الندوي، ومحمد قطب الدين، وإرشاد أحمد، وجمشيد أحمد، وغلام يحي أنجم.

وجميع من جاء ذكرهم أعلاه لهم خدمات جليلة ومساهمة كبيرة فى تطوير اللغة العربية وآدابها، فكل منهم ألّفوا عدة كتب بالعربية، وبلغات أخرى كذلك. وبعض منهم نبغوا فى الصحافة والكتابة العربية، وبعض لهم معارف واسعة على الأديان والقضايا الاجتماعية والسياسية الوطنية، والعالمية كذلك، وبعض منهم بذلوا كل ما كانوا يملكونه من مواهب *وكفاءات فى التطورات والمشاريع التنموية المختلفة*. *وكتب المؤلفون المذكورون فى مواضيع شتى، ومنها: اللغة، والأدب، والنقد، والتراجم، والسير، والنحو، والصرف، والبلاغة، والترجمة*، والتفسير، والحديث، والفقه، والتجويد، والحضارة، والثقافة، والصحافة، والتاريخ، والفلسفة، وغيرها من العلوم والفنون الإسلامية والعلمية.

والباب الخامس يدرس دراسة موضوعية وأسلوبية لمعظم الكتب العربية التى حرّرها علماء شمال الهند والتى طبعت ونشرت أولا بعد عام ١٩٩٠م. وكذلك أن هذا الباب يلقي الضوء على أهم المجلات والصحف العربية التى لاتزال تصدر من شمال الهند.

فقد انتج علماء شمال الهند فى ما بعد التسعين للقرن العشرين الميلادي عديدا من الكتب العربية فى الموضوعات المختلفة، بما فيها اللغة العربية وآدابها ودراساتها، وفن الترجمة، وعلم التفسير، وعلم الحديث وأصوله، والفقة وأصوله، وعلوم اللغة والنحو والصرف والبلاغة، والخطابة، والسيرة والتراجم، والتاريخ والثقافة، والعقائد والفرق والأديان، ومنهج التعليم والتربية ونظامها، والدعوة الإسلامية، وفن الصحافة، والقضايا الدينية والاجتماعية والسياسية والفكرية وغيرها.

وهذا الباب قد انقسم إلى فصلين، أما الفصل الأول فهو يدرس دراسة موضوعية وأسلوبية لـ ٢٢٢ من الكتب العربية التى انتجها علماء شمال الهند وطبعت ونشرت أولا فى ما بعد ١٩٩٠م. وأما الفصل الثاني فهو يذكر أهم المجلات والصحف التى لاتزال تصدر من أرجاء شمال الهند.

بعد دراسة تحليلية للكتب والمجلات فى شمال الهند منذ ١٩٩٠م أن الباحث قد وضح له بعض النكات حول موضوعاتها وأساليبها التى اختارها كتّابها للكتابة.

أما الموضوعات التى تناولها المؤلفون فى الكتابات العربية فأكثرها تتعلق بالآداب الإسلامية. فللأدب العربي الإسلامي ودراساته نصيب وافر فى التناول، بينما نصيب الموضوعات الأدبية الحديثة مثل القصة والرواية والمسرحية فليس قليلا فقط بل أقل من قليل. فلا يوجد فى هذه الموضوعات إلا كتابا كتبه السيد احتشام الندوي فى هذه الفترة وهى: المخطوبة، مسرحية اجتماعية إسلامية، وكذلك يوجد بعض من القصص القصيرة المنقولة نقلها بعض من المترجمين من الأردية والهندية والإنجليزية وغيرها من اللغات الهندية، ونشرها فى المجلات الثقافية مثل *ثقافة الهند* و*مجلة الدراسات العربية*.

أما الموضوعات التى كانت لها أهمية كبيرة فى التاريخ الإسلامي كالجغرافية والرياضة وعلوم النجوم والفلك والسياسة والاقتصاد وغيرها من العلوم فلم يكتب الكتّاب أي كتاب أو مقالة عنها على الإطلاق. كذلك لم يلتفت الكتّاب المعاصرون إلى العلوم والفنون التى لها أهمية كبيرة فى أيامنا هذه مثل الحقائق والتقنية والإدارة. وكان للكتاب المتقدمين الهنود صيتا واسعا فى مجالات الشعر والفلسفة والمنطق والتصوف وصناعة تأليف المعاجم ولكن الكتاب المعاصرين فى هذه الفترة لم يخلف أي آثار فى هذه الموضوعات، إلا بعض الأشعار العربية التى لا تجدر بالذكر بالمقارنة مع الفترة ما قبل ١٩٩٠م.

أما الموضوعات التى عالجها الكتاّب كثيرا فى الفترة ما بعد ١٩٩٠م فهى علوم القرآن، وعلوم الحديث، والتراجم والسير، والفقه الإسلامي والعقائد، والتاريخ الإسلامي، والثقافة الإسلامية، والدعوة الإسلامية. ومن علوم القرآن الموضوعات التى إليها توجه الكتاب المعاصرون أهمها الإعجاز القرآني، ونظام القرآن، ومعاني المفردات القرآنية، ودراسة نقدية على ترجمات معاني القرآن، كما أخذ بعض الكتاب موضوع الشرح للكتب فى علوم القرآن القديمة وخاصة كتب الشاه ولي الله الدهلوي. وفى علوم الحديث الموضوعات التى لها نصيب وافر، منها: نقد الحديث، وشرح المغلقات والمفردات لكتب الحديث، وحكم الحديث الضعيف والحديث الصحيح والحديث الحسن وحكم الحديث حسن غريب، وأصول الحديث. كما نجد بعد الملاحظة بعض من الكتاب قد صرصر قلمهم فى تراجم الأدباء العلماء والعباقرة والمفكرين والمورخين الذين لهم إنتاجات وإسهامات كبيرة فى إثراء التراث العلمي والأدبي والثقافي، بالإضافة إلى سيرة الرسول محمد- صلى الله عليه وسلم- وأصحابه- رضوان الله عليهم جميعا.

أما الأدب فهو أهم الموضوعات التى كانت على غاية من الشغف والذوق للكتاب المعاصرين، فقام كثير منهم فى دراسات الكتب الأدبية العربية. وفى هذا المجال النقطة التى عملت كثيرا فى إصرارها هى البحث العلمي فى الدكتوراه، فقد نشر كثير من الباحثين للدكتوراه دراساتهم العلمية بعد اختتام البحث. وفى مجال اللغة العربية آيضا قد خلف الجيل المعاصر كتبا عديدة لإجادة هذه اللغة وإتقانها والتعمق فى دقائقها وأسرارارها والبراعة فى الإنشاء والتعبير بها، وأعد كتبا متعددة دراسية للقراءة العربية وكتابتها وتعليمها وقواعدها وفقا للأسلوب العصري الحديث ووفقا لقدرات التلاميذ والتلميذات العقلية والعلمية.

إلى جانب العلوم الإسلامية والأدب العربي، ظهرت فى هذه الفترة بعض الكتابات فى مجالات النقد، والصحافة العربية والإسلامية، كما نبعت من أقلام الكتّاب كتابات فى فنون الترجمة والخطابة، والتعبير والمحادثة، والمنهج التدريسي والتعليمي.

أما ألأساليب اللغوية للكتابة العربية فى هذه الفترة فهى تمتاز على الأغلبية بالبساطة والوضاحة والسهولة، والعبارات التى يتناولها الكتّاب المعاصرون فهى تمتاز بالجمال والروعة، ولغتهم تمتاز بالسلالة والعذوبة والفصاحة. اما الأساليب المنهجية فهى يمتزج بالعادية والعلمية؛ فالكتب التى كتبها الباحثون فهي كلها تمتاز بالأساليب العلمية العصرية، بينما الكتب التى كتبها العلماء المنتمون إلى المدارس الإسلامية أكثرها تمتاز بالأساليب العادية القديمة.

ABSTRACT IN ENGLISH

ARABIC WRITINGS IN NORTH INDIA SINCE 1990: AN ANALYTICAL STUDY

OBJECTIVES:

The research work under review intends to study and analyze in details all the genres taken up by the North Indian Arabic writers since 1990. The specific objectives of the study were as follows:

1. To collect all important books written and published in Arabic since 1990.
2. To analyze the themes and styles of the published books.
3. To ascertain the merits of the writers and assess their works in comparison to the Arabic writers in pre-1990 period.

ORGANISATION

The research work has been divided into five chapters in addition to an introduction and conclusion. The chapters are as follows:

Chapter I: The Arabic language in North India: A Historical Perspective.
Chapter II: Centers of Arabic learning in North India.
Chapter III: Contemporary Arabic Writings in North India.
Chapter IV: Contemporary Arabic writers of North India.
Chapter V: Thematic and stylistic study of contemporary Arabic writings in North India.

METHODOLOGY:

Almost all the important books (a total of 230 books) written in Arabic by North Indian writers since 1990 have been collected and among these, the thematic and stylistic study is done on 222 books. All the books have been categorized and divided under various titles based on their themes. The detailed discussion is made on all these books in the chapters 3 and 5 and these have been assessed. Beside these books, there are 18 Arabic magazines, periodicals and journals, currently published in North India, which are included in these chapters. While the first chapter looks into the historical perspective of Arabic language in North India. The second chapter discusses the centres of Arabic learning in North India and the fourth chapter contains the detailed discussion about the contemporary Arabic writers of North India. The summary of this research work and its findings have found place in the conclusion. **It may be noted here that the thesis has been written in Arabic**.

The discussion on the methodology adopted for this study is as follows:

The introduction discusses the proliferation of the Arabic language, the objectives the study aimed at, sources of materials, clarification about the terms ‘Arabic Writings’ and ‘North India’ and the methods adopted for preparing this research work.

Chapter No. 1 under the caption: The Arabic language in North India: A Historical Perspective contains three sub-chapters.

The first sub-chapter contains the commercial, ideological, cultural and diplomatic relations between India and the Arab world throughout the ages- from the beginning of history up to the Indian independence in 1947. The Second sub-chapter briefly studies the origin, development and proliferation of Arabic language in North India. The major works, which have been written in Arabic before 1990 by North Indian writers, have been assessed in the third sub-chapter.

Chapter No. 2 entitled: Centers of Arabic learning in North India consists of two sub-chapters.

This chapter primarily discusses the *Madrasas* or the Islamic institutes- the historical background of these institutes, the aims and objectives of these institutes. A detailed discussion is made on nine famous Islamic institutes and their contributions to the development of Arabic language and literature. These *Madrasas* are: Draul Uloom Deoband, Mazahirul Uloom Saharanpur, Jamia-e- Qasimia Shahi Masjid Moradabad, Darul Uloom Nadwatul Ulama Lucknow, Madrasatul Islah Saraimir, Madrasatul Falah Beliriaganj, Al-Jamia Al-Salafia Banaras, Jamiatul Imam Ibn Taimia Champaran, Bihar and Al-Jamia al-Islamia Sanabil, New Delhi.

This chapter also includes the discussion on the characteristics of these *Madrasas*, their locations, information regarding the people who established those *Madrasas*, their syllabi and course materials, their libraries, centres, branches, publication houses and publications, hostel facilities, their famous teachers and products, major contributions to the development of Arabic language and literature and other branches of knowledge, the views and narrations of researchers or great figures about the respective *Madrasa* and so on and so forth.

It may be noted here that there have been three types of *Madrasas* across North India and in which largely three types of ideologies are followed and they are: Deobondi school of thought, Salafi school of thought and the Nadwa school of thought. Altogether, three leading *Madrasas* from each section have been included in this chapter. Further, all these *Madrasas* have been divided into two sections keeping in mind the curricula and syllabi they follow, these are: the traditional syllabus known as *Dars-e- Nizami* and the modern syllabus. In this chapter six *Madrasas* are mentioned which follow the modern syllabus and three *Madrasas* that follow the traditional syllabus.

This chapter also comprises discussion on 16 North Indian universities which offer the Arabic teaching in their curricula. These universities are: University of Calcutta, Aligarh Muslim University, University of Allahabad, Jamia Millia Islamia, University of Delhi, University of Lucknow, Banaras Hindu University, Patna University, Jawaharlal Nehru University, Gauhati University, Assam University, Vishvabharati, University of Kashmir, Baba Gulamshah Badshah University, Alia University and Cotton University (Deemed to be).

The sub-chapter which contains discussion on the universities very important information such as the locations of these universities, dates/years of establishment of these universities and their Arabic departments, syllabi and the courses offered in these departments, role of these departments in the development and spreading of Arabic language and literature across India and the world.

Chapter 3 entitled: Contemporary Arabic Writings in North India, discusses about 230 Arabic books, which have been published since 1990. The chapter consists of the basic information such as titles of the books, the authors, the areas the authors belong to, the year of publication, information about the publishers, the places of publication, size of books and their edition (wherever needed).

In addition to the above mentioned books, this chapter includes discussion on all 18 periodicals and journals with its founders, the months/years of the establishment, publishers and their addresses, editors/ editorial boards and sizes of the periodicals and journals which have been published before and after 1990 and some of them discontinued/stopped publications due to the various reasons. Beside these, it discusses its frequencies such as- monthly/ yearly/ quarterly etc. and whether they are research/ cultural/ religious journals.

Chapter No.4 under the caption: Contemporary Arabic writers of North India, comprises the brief biographies of major contemporary Arabic writers of North India. It has been divided into two sub-chapters.

The first sub-chapter consists of the biographies of 33 writers, who have been associated with different religious institutes or organizations. The second sub-chapter comprises the biographies of 33 writers who are associated with the government institutions like universities or colleges.

The biographies of the writers comprises important information about their lives such as- date and place of birth, date of death (if died), father's name, family background, primary and higher educational institutions where they studied, degrees they obtained, medals, scholarships, prizes or achievements they received, institutions where they worked/have been working, other responsibilities they performed/ have been performing, positions they hold, centres/institutions they established, places they visited, seminars, conferences and workshops they participated and presented papers and academic programmes they conducted.

All of the above mentioned writers have played role in the development of Arabic language and literature by writing a book/ books/ essays/ papers/ columns etc. or by establishing Arabic institutions, issuing periodicals etc. Many of them have achieved worldwide recognition and many of them are acclaimed internationally in the field of Arabic Language and literature and in Arabic Journalism.

Chapter No.5 entitled as**:** Thematic and Stylistic study of contemporary Arabic Writings in North India, discusses the themes and analyses the writing styles of 222 books and 17

periodicals. This chapter is divided into two sub-chapters: first one contains discussion on Arabic books and the second sub-chapter talks about the Arabic periodicals.

Again, the first sub-chapter is divided into various titles based on themes of these books. When we go through the themes of these books, we find that there are 36 books on literature and, 8 books on Arabic reading (Text books), 3 books on Arabic Grammar and syntax, 01 book on Rhetoric, 2 books on selected pieces of prose and poetry, 2 books on Arts of Interpretation, 36 books on biographies, 16 books on Quranic Sciences, 32 books on the Science of Hadith, 31 books on Islamic law and Jurisprudence, 4 books on oratory, 15 books on ideology and religions, 5 books on journalism, 10 books on invitation towards Islam, 9 books on History and culture, 8 books on teaching/ learning methodology and 5 books on other issues.

Although, these books have been categorized broadly under above mentioned titles but each of these books has a separate theme/ style. So, the present chapter discusses themes of each book, one by one, in order to provide full information about the subject matter of these books. Following thematic study, analysis of each book has been made and commentaries provided bringing out it styles that followed the respective writer. The quotations/views of famous personalities have also been presented while analyzing many books. Many a time, some texts from the respective books have been quoted in order to the writing style of the writer.

The second sub-chapter contains 17 periodical, namely; Thaqafaul Hind, Al- Baas al Islami, Al-Raid, , Sautul Ummah Al-Daee, Majallah al-Majma' al-Ilmi al-Hindi, Mujallah al-Tarikh al-Isalmi, Al-Nuhda al- Islamia, Afaq al-Hind, Sautul Islam, Al-Furqan , Al-Muzahir, Al-Haram, Majallah al-Dirasat al-Arabia, Al-Tilmiz and Al-Shurooq al-Hindi. The mention of periodicals has been made in historical order according to the dates/years of their establishment.

While discussing these periodicals one by one, the researcher has summed up aims, goals, features, subject matter, prospectus and area of study of these periodicals. Then their positions, standards, acceptability, reputation, role in the awakening of readers and to the spreading and development of Arabic language and literature have been discussed briefly. The views and narrations from dignitaries in favour of many periodicals have also been cited.

The **conclusion** provides the summary and the findings of the study and suggestions for further research. **References and abstract** (in English) have been included at the end of the study while **declaration, acknowledgments**, **contents** etc. at the beginning of the study.

استهلال البحث

قد استقبلت الهند اللغة العربية وأهلها دوما - منذ عصور قبل الإسلام- بالصدر الرحيب والوجه الطلق، والذين نزحوا من العرب إليها امتزجوا بثقافتها امتزاجا حتى استوطن كثيرمنهم فيها فى شكل مستدام، وكانوا نازحين إليها فى تلك الأيام تجارا يحملون الدين والثقافة، وكانت التجارة الهدف المنشود لهم ، ولكن منذ ظهورالإسلام فى ديار العرب صارت الدعوة الإسلامية أهم الأهداف لنزوحهم إلى مشارق الأرض ومغاربها، وكثرت أسفارهم منذ ذلك الحين إلى ديارنا، فنظر إليهم سلفنا نظرة القبول والترحيب، وعاملوا معهم معاملة حسنة، وأخذوا ثقافتهم ولغتهم أخذا شاملا حتى أصبحت ديارنا أبرز الشعوب غير الإسلامية لإرساء قواعد اللغة العربية فيها و نشرها.

وسعدت الهند بمولود جهابذة الدين الإسلام واللغة العربية بعدد كبير بعد دخول الإسلام إليها الذين لم يستأثروا من شخصياتهم وإسهاماتهم الهنود فقط بل الكثيرون الآخرون فى العرب والغرب. وفى مقدمة هؤلاء العظام الشاه ولي الله الدهلوي وأسباطه الدهلويون، والشيخ قاسم النانوتوي ومن تبعه من علماء الإسلام، والسيد عبد الحي الحسني والمتخرجون فى ندوة العلماء. وأنجبت الهند أيضا أمثالهم قبلهم وبعدهم، وهؤلاء عاشوا للغة العربية وضحوا من أجلها بالنفس والنفيس. والمكتبات العربية فتملأ دواليبها وأطباقها بمؤلفات الهنود العربية الإسلامية، والتى تدل على كثرة تناول الهنود هذه اللغة حبا وحبرا.

وقد أسست فى أنحاء الهند منذ منتصف القرن التاسع عشر الميلادي كثير من المعاهد التعليمية الإسلامية، ولا يزال يزداد عددها قفزا قفزا ، فتَكثر أعداد الشخصيات الإسلامية تلقائيا الذين يقفزون للدراسات الإسلامية بكل حيوية. ومن المعلوم جيدا أن الآداب الإسلامية فمصادرها الرئيسية تتواجد باللغة العربية، وبها يتوسع نطاقها دراسة وبحثا، ونطقا وكتابة.

بينما السياسة والاقتصاد العالميين تقرّبان الهند والعالم العربي فى شكل مغناطيسي منذ أوائل القرن العشرين، فالحكومة الهندية ما زالت ولا تزال تؤسس الأقسام العربية فى الكليات والجامعات الهندية لازدياد الممارسين فى اللغة العربية لتتقوّي بهم صلاتها التجارية ببلاد العرب، وكذلك الهند تشجّع الهنودعلى إقامة الصلات الدينية والثقافية حتى يستفد بها الشعب الهندي.

فهذه المدارس الإسلامية والأقسام العربية والمؤسسات الثقافية والدينية الهندية تهتم إلى حد بعيد بتطوير اللغة العربية وآدابها. والمطابع الحديثة، والتسهيلات الطباعية، والتكنولوجية الحديثة، والمجلات والجرائد العربية، وفرص النقل والترجمة، والصلات الاقتصادية والثقافية والسياسية ظلت تساهم مساهمة كبيرة فى تعميم اللغة العربية وتطويرها.

وإضافة إلى ذلك فإن عديدا من العلماء والكتاب الهنود يسهر لياليهم فى وقتنا المعاصر لنشر الكتب العربية فى شتى الموضوعات. فقد صدرت فى السنوات الأخيرة كتبا بالعربية لها شأن بالآداب الإسلامية كالتفسير، والحديث، والفقه، والدعوة الإسلامية وفكرتها، والتاريخ الإسلامي، وتراجم العلماء المسلمين، والتصوف، إلى جانب الكتب حول اللغة العربية وآدابها، والنقد، والنحو والصرف، والتراجم، والمقالات حول القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والاقتصادية، والبحوث الجامعية العلمية والأدبية.

وقد جعل الكتّاب الهنود ومؤلفاتهم اللغة العربية من هم المواضع للباحثين الجامعيين، فقام عدد من الباحثين فى الجامعات الهندية وخارجها بمعالجة هذه الكتابات تحليلا وتحقيقا ويتبعون فى بحوثهم الأساليب الحديثة. ولكن هذا البحث يمتاز ويختلف عن البحوث العلمية جميعا لأنه يحوي الفروع كلها، فهو يتضمن الكتابات العربية فيما يتعلق بالتفسير والحديث والفقه والآداب الإسلامية الأخرى، بالإضافة إلى الكتابات العربية فى اللغة والأدب والثقافة والخطابة والصحافة والمناهج التعليمية والتاريخ والقضايا المختلفة الأخرى.

ونظرا لقلة الموارد والوقت لم يمكن لهذا الباحث أن يعالج كل ما نشر فى الهند خلال هذه الفترة الممتدة لحوالى عشرين سنة فحدد دراسته هذه من حيث تشمل شمال الهند فقط، كما تقتصر هى على الفترة ما بعد عام ١٩٩٠م، بعنوان "الكتابات العربية فى شمال الهند منذ عام ١٩٩٠م: دراسة تحليلية". فقد قام هذا الباحث بالتحليل فى هذه الدراسة معظم الكتب العربية التى نشرها كتّاب شمال الهند منذ عام ١٩٩٠م، بالإضافة إلى استعراض الصحف والمجلات العربية التى لا تزال تصدر فى أنحاء شمال الهند أو بدأ إصدارها بعد ١٩٩٠م وتوقف صدور بعضها لبعض الأسباب.

ويجدر بالذكر هنا بأن الاصطلاح "الكتابات العربية" استخدم ليشمل الكتابات العربية بكل أنواعها أى الكتب والمقالات التى نشرت باللغة العربية، والاصطلاح "شمال الهند" يعنى المنطقة التى تشتمل على معظم الولايات الهندية الشمالية ككشمير، ودهلي، وأترابراديش، وبيهار، وآسام، والبنغال الغربية. والهند، كما يود الباحث أن يصرّح هنا بأنه قد انقسمت الهند إلى ثلاث مناطق فقط؛ وهى المنطقة الجنوبية، والمنطقة الشمالية، والمنطقة المركزية. وكذلك الباحث يريد أن يصرّح بأن "الكتابات العربية فى شمال الهند منذ عام ١٩٩٠م" تعني الكتب والمقالات العربية التى نشرها الكتّاب الذين سكنوا أو لايزالون يسكنون فى شمال الهند بعد ١٩٩٠م، ولا تشتمل هذه الدراسة على الكتابات العربية التى نشرها الهنود الشماليون الذين يسكنون خارج شمال الهند.

ويجدر بالذكر هنا أن هذا الباحث قد بذل جهودا كبيرة فى جمع جميع الكتابات العربية التى لها صلة بهذه الدراسة التحليلية. وخلال إعداد هذه الدراسة واجه مشقات كثيرة؛ فسافر إلى شتى المدن والقرى لجمع المواد وانتقاء المعلومات فى ربوع شمال الهند، ورغم ذلك لم تصل بعض المؤلفات إلى يده لأسباب

مختلفة، ومنها بعد_شمال شرقي الهند الجغرافي، و مشقة السفر منها إلى سائر الهند. وفى بعض الأحيان ذهب إلى بعض الكتّاب مرارا ولكن لم يمكن لقاؤه معهم وكذلك أن الفترة بعد ١٩٩٠م هى فترة لا تزال تجري وبعض الكتب لم تبلغ حتى الآن إلى المكتبات العامة بل تبقى لدى المطابع أو الناشرين، والمطابع فبعضها ليست مشهورة، وبعض الكتب لا توجد فى المكتبات التجارية الشهيرة أيضا، وكذلك بعض الكتّاب لم يكونوا مستعدين لتقديم معلوماتهم الشخصية إليه إذ هم على قيد الحياة، كما لم يعطه بعضهم كتاباتهم.

فقام الباحث فى هذه الدراسة بتحليل أهم الكتب التى قد نجح بجمعها، ولم يعتنى بالكتب المنقولة /المترجمة إلى العربية من اللغات الهندية أو الأجنبية الأخرى. وفيما يتعلق بالمقالات العربية، الصحفية أو التنظيمية، التى حرّرها علماء شمال الهند بعد عام ١٩٩٠م فليس عددها قليل بل فى الواقع القيام بجمعها وتحليلها كان أمرا صعبا جدا، لأن الوقت لهذا البحث العلمي كان محدودا. فلا تأتي ضمن هذه الدراسة المقالات غير المجموعة فى شكل الكتاب ومنتشرة فى مختلف الجرائد والمجلات. واكتفى الباحث فى تحليلها على استعراض شامل للجرائد والمجلات التى لا تزال تصدر فى أنحاء شمال الهند أو بدأ إصدارها بعد سنة ١٩٩٠م وتوقفت بعدها، فذكر أهدافها فى الإصدار وأنواع الموضوعات التى تصدر فيها وغيرها من أهم المعلومات عنها.

وعلاوة على فإن الباحث ألقى نظرة على خلفية تاريخية لهذا الموضوع وحاول استيعاب جميع الأوضاع والعوامل المؤثرة فى زيادة الإسهامات فى اللغة العربية فى العصر الراهن، فقام أولا بدراسة تاريخية للدراسات العربية فى شمال الهند حيث بحث عن العلاقات بشتى النواحي بين الهند والعرب عبر العصور، وعن وجود اللغة العربية فى العصور القديمة وكيفية انتشارها فى شمال الهند، وعن معظم الكتب العربية التى ألفها علماء شمال الهند قبل عام ١٩٩٠م، ثم تحدث بقدر من التفصيل عن المعاهد الدينية الإسلامية والمراكز التعليمية العلمانية التى تقدم دراسات اللغة العربية وآدابها فى شمال الهند، كما قدم تراجم أشهر الشخصيات لشمال الهند الذين قاموا لنشر الكتابات باللغة العربية بعد ١٩٩٠م بكل حيوية.

إن هذه الرسالة تهدف إلى دراسة الكتابات العربية موضوعا وأسلوبا، كما تهدف إلى تحقيق ما يتمتع به الكتّاب المعاصرين ببراعة، وتعيين مكاناتهم بين الكتّاب المتقدمين. ومن أجل الوصول إلى هذه الأهداف بطريق علمي وأسلوب حديث تم توزيع هذه الدراسة بين خمسة أبواب، بالإضافة إلى استهلال البحث وانفضاضه.

والباب الأول لهذا البحث ينقسم إلى ثلاثة فصول، ويدرس دراسة تاريخية للدراسات العربية فى شمال الهند. ومما بحثنا عنه هو تاريخ الصلات بين الهند والعرب عبر العصور، ونشأة اللغة العربية و تطورها فى شمال الهند، والآثار العربية فى شمال الهند قبل ١٩٩٠م .

والباب الثاني ينقسم إلى فصلين وهو يلقي الضوء على تاريخ المدارس الإسلامية الرائجة فى الهند بشكل عام، ويبحث عما أسست في الهند من أشهر مراكز الدراسات العربية فى شمال الهند-المدارس الإسلامية والجامعات العصرية- التى لعبت دورا هاما فى ترويج اللغة العربية فى بلاد الهند، وتدريس اللغة العربية فى هذه المراكز، بالإضافة إلى التفاصيل حول المراحل الدراسية ومساهماتها وانتاجاتها، والجوانب المهمة الأخرى التي تتعلق بها.

والباب الثالث أيضا يحويفصلين، ويناقش الكتب التى أنتجها العلماء والكتّاب لشمال الهند فى اللغة العربية بعد عام ١٩٩٠م بذكر أسماء هذه الكتب، ومؤلفيها ومكانات أعمالهم، وسني نشرها، وأماكن طباعتها، أسماء مطبعاتها، وأحجامها، ورقم طباعتها، وأرقام صفحاتها وما إليها من المعلومات اللازمة، وكذلك أن هذا الباب يذكر ثماني عشرة مجلة عربية تصدر من أنحاء شمال الهند مع معلومات كثيرة عنها من إنشائها وميادين دراساتها وأوقات نشرها.

والباب الرابع يشمل فصلين، ويناقش موجزا تراجم أشهر الكتّاب المعاصرين من شمال الهند الذين قاموا بإعداد كتابات جليلة بعد ١٩٩٠م باللغة العربية، ويلقي الأضواء على أعمالهم ومميزاتهم العلمية، ونبوغهم فى الكتابة العربية وبراعتهم فى مجالات مختلفة من الدين والعلم والمعرفة. وأما الكتّاب الذين جاء ذكرهم فى هذا الباب فهم من طبقتين من حيث المهنة: طبقة تنتمي إلى المعاهد الدينية الإسلامية، وطبقة تنتمي إلى المعاهد العلمانية أمثال الجامعات والكليات والمكتبات الحكومية. الفصل الأول يأتي بذكر الكتّاب المنتمين إلى المعاهد الدينية الإسلامية، والفصل الثاني بذكر الكتّاب المنتمين إلى المعاهد العلمانية.

والباب الخامس ينقسم إلى فصلين أيضا، و يدرس دراسة موضوعية وأسلوبية لمعظم الكتب العربية التى حرّرها علماء شمال الهند (التى طبعت ونشرت أولا بعد عام ١٩٩٠م) فى الموضوعات المختلفة، بما فيها اللغة العربية وآدابها ودراساتها، وفن الترجمة، وعلم التفسير، وعلم الحديث وأصوله، والفقة وأصوله، وعلوم اللغة والنحو والصرف والبلاغة، والخطابة، والسيرة والتراجم، والتاريخ والثقافة، والعقائد، والفرق والأديان، ومنهج التعليم والتربية ونظامها، والدعوة الإسلامية، وفن الصحافة، والقضايا الدينية والاجتماعية والسياسية والفكرية وغيرها، وكذلك يلقي الضوء على أهم المجلات والصحف العربية التى لاتزال تصدر من شمال الهند.

وخاتمة هذا البحث تتفرع إلى ثلاثة، فالفرع الأول يشتمل على نتائج هذه الدراسة، والفرع الثاني يتضمن الاستفسارات الرئيسية للبحث، والفرع الثالث يشتمل على المقترحات، ثم يأتى ثبت المصادر والمراجع، والملحق فى خلاصة البحث الإنكليزية.

وفيما يتعلق بمنهج الدراسة فهو واضح، أى هو منهج وصفي يمتاز بأسلوب علمي جامعي، فذكر الباحث الكتبَ يصف مؤلفيها، وسني نشرها، وأماكن طباعتها، أسماء مطبعاتها، وأحجامها، ورقم صفحاتها وما إليها من المعلومات، ثم أورد التفاصيل عن موضوعاتها والأساليب أختارها المؤلفون فى معالجة القضايا، ثم قام بمعالجتها قيمة وتعليقا. والمجلات والصحف فيصف فيها بمعلومات كثيرة عنها من إنشائها وميادين دراساتها وأوقات نشرها وخدماتها فى تطور اللغة العربية وما إليها من الجوانب الأخرى.

وبذل الباحث فى معالجة الموضوع جهدا بقدر ما تيسر له أن يجعله بحثا قيما، ولكنه لا يعلم إلى أي حد قد نجح جهده، والله أعلم ويدعوه أن يجعل عمله خالصا لوجهه الكريم.

أولا: العربية

أحمد، إرشاد	:	واقع اللغة العربية فى الجامعات الهندية، المجلس الهندي للعلاقات الثقافية، آزاد بهون، نيو دلهي، الهند، ٢٠٠٥م
أحمد، أشفاق	:	نفحة الهند، قسم اللغة العربية،جامعة آسام سيلتشار،٢٠٠٦م
،،	:	مساهمة الهند فى النثر العربي خلال القرن العشرين، طبعه المؤلف نفسه، عام ٢٠٠٣م
أحمد، جمشيد	:	سلواة الأحزان فى أشعار النسوان لأوحد الدين البلغرامي، قسم الطبع والنشر، جامعة عليكره الإسلامية، الهندن ٢٠٠٦م
أحمد، معراج	:	شيخ الهند محمود حسن الديوبندي وكفاحه فى تحرير الهند من الاستعمار البريطاني، دار المعارف بديوبند، الهند، ٢٠٠٨م
أحمد، مقبول (**تعريب- نقولا زيادة**)	:	العلاقات العربية الهندية، الدار المتحدة للنشر، بيروت ١٩٧٤م
أشرف، محمد سليمان	:	حالي والأدب العربي، كوخ العلم، باشام بيهار، دلهي، ٢٠٠٦م
،،	:	دراسة مقارنة بين الشعر العربي الحديث والشعر الإنجليزي، كوخ العلمن دلهي، ٢٠٠٩م
الأثرى، نعيم الحسن	:	التبيانن دار المعرفة، جامعة نغر، دلهي الجديدة، ٢٠٠٤م
الأسعدى،عبيد الله	:	الحديث الضعيف، مكتبة الاتحاد، ديوبند،(مجهول السنة)
،،	:	دار العلوم ديوبند، إكاديمية شيخ الهند، دار العلوم ديوبند، الهند، ٢٠٠٠م
الإصلاحى، ابو سفيان	:	دراسات فى الأدب العربي العربي الحديث، القسم العربي، الجامعة الإسلامية عليجره، الهند، ٢٠٠٦م
الإصلاحى، احتشام الدين	:	شرح تحفة الإعراب، الدائرة الحميدية، سرايى مير،أعظم كرهن يو-بي، الهند، ٢٠٠٨م
الإصلاحى، حفظ الرحمن محمد عمر	:	دور الهند فى نشر تراث العربي، مطبعة المجلة العربية، وزارة الثقافة والإعلام، الرياض، عام ١٤٣٢ه/ ٢٠١١م
الإصلاحى، سكندر على	:	أبو محمد المكي بن أبي طالب القيسي، إدارة دعوة القرآن، أمينآباد، لكناؤ، عام ٢٠١١م
الأعظمي، مسعود أحمد	:	البلاغ المبين على رؤوس الأشهاد، طبعه مقبول أحمد بن محمد قمر الزمان، عام ٢٠٠٧م الموافق ١٤٢٨ه

‘‘	:	نصرة الحديث فى الرد على منكري الحديث، دار رحاب طيبة، أعظم كره، الهند، عام ١٤٢٢ه
الأعظمي، اورنكذيب	:	حركة الترجمة فى العصر العباسي، دار الحرف العربي، بيروت، لبنان، ٢٠٠٥م
‘‘	:	ترجمات معاني القرآن الإنجليزية، مكتبة التوبة، الرياض، المملكة العربية السعودية، ٢٠٠٧م.
الألوائي، محي الدين	:	الدعوة الإسلامية وتطورها فى شبه القارة الهندية، الطبعة الأولى، دار القلم، دمشق، عام ١٩٧١م
الأمينى، نور عالم خليل	:	المقرئ محمد طيب ، مؤسسة العلم والأدب، ديوبند، الهند، ٢٠٠١م
‘‘	:	مفتاح العربية ج١-٢، مكتبة دار العلوم، ديوبند، عام ١٩٩٧ و١٩٩٨م بالترتيب.
‘‘	:	فلسطين فى انتظار صلاح دين، مؤسسة العلم والأدب، ديوبند، يوبي، الهند في شهر يونيو من عام ٢٠٠٨م،
‘‘	:	تعليم المتعلم، مكتبة الاتحاد، ديوبند، عام ١٤٢٦ه
البالن بورى، سعيد أحمد	:	الفوز الكبير فى أصول التفسير، مكتبة حجاز، ديوبند، عام ١٤١٨ه
‘‘	:	زبدة شرح معاني الآثار، مكتبة حجاز، ديوبند، عام ١٤٢٢ه/ ٢٠٠١م،
‘‘	:	مبادئ الأصول، مكتبة دار العلوم، ديوبند، عام ١٤٢٦ه
‘‘	:	مبادئ الفلسفة، مكتبة دار العلوم ديوبند، عام ١٤١٨ه
‘‘	:	شرح علل الترميذي، مكتبة حجاز، ديوبند، الهند، عام ١٤٢٦ه
البرنى، عبد الرحمن	:	علماء ديوبند وخدماتهم فى علم الحديث، إكاديمية شيخ الهند، دار العلوم ديوبند،الهند، ١٩٩٨م
التأولوى، محمد يوسف	:	عقائد الإسلام، مكتبة فقيه الأمت، ديوبند، ١٩٩٨م
‘‘	:	بدائع الكلام فى بيان عقائد الإسلام، مكتبة فقيه الأمت، ديوبند، ١٩٩٧م
‘‘	:	جواهر البلاغة فى شرح دروس البلاغة، مكتبة فقيه الأمت، ديوبند، ١٩٩٨م.

‘‘	:	تحفة الأحبار فى علوم الآثار، مكتبة فقيه الأمت، ديوبند، ١٤٢٨ه
‘‘	:	الأشباه والنظائرعلى مذهب أبي حنيفة النعمان مع شرحه الحموي لزين الدين بن ابراهيم بن نجيم، مكتبة فقيه الأمت، ديوبند، ١٤٢٢ه
‘‘	:	المغنى، مكتبة فقيه الأمت، ديوبند، ١٤٢٢ه
الجائسى، عليم أشرف	:	فصول فى التعريف بالهند العربيةالإسلامية، در العلوم جائس، رائي بريلي، الهند، ٢٠٠٣م
الحسني، عبد الحي	:	الثقافة الإسلامية فى الهند، مجمع اللغة العربية، دمشق، ١٩٨٣
الحسني، عبد الحي		الهند فى العهد الإسلامي،
الجبّار، عبد الرحمن بن عبد	:	الباعث الحثيث فى فضل علم الحديث وأهله الحديث للعلامة المحدث أبي عبد الكبير عبد الجليل السامرودي ، المطبعة السلفية، إدارة البحوث الإسلامية بالجامعة السلفية، بنارس،عام ١٩٩٠م
"		جهود مخلصة فى خدمة السنة المطهرة، الجامعة السلفية بنارس، ١٩٨٩م
الدين، محمد قطب	:	ندوة العلماء فى خدمة الأدب العربي والدراسات الإسلامية، هندوستان بابليكيشن، دلهي الجديدة، ٢٠٠٨م
‘‘	:	المدارس الإسلامية والنشء الجديد، إيكاديمي اكسيلنس، دلهي،٢٠٠٦م
الرحمن، محمد عتيق	:	ظهير أحسن شوق النيموي- حياته وآثاره فى الحديث، أردو بك دبو، درياكنج، نيو دلهي، عام ٢٠١١م
الرحمن، مجيب	:	الصحافة العربية العصرية فى ضوء تأثرها بالأساليب الإنجليزية، طبعه محمد جمشيد أحمد، مالبيا نغر، نيو دلهي، ٢٠٠٤م
الرحمن، مستفيض	:	مساهمة علماء عظيم آباد فى آداب اللغة العربية، دار العلم للطباعة والنشرن دلهي الجديدة، ٢٠٠٤م
الرحمن، السيد إحسان	:	فن الترجمة، دار الصفوة، القاهرة، مصر، ١٩٩٨م
الرحماني، خالد سيف الله	:	مختارات النوازل، مجمع الفقه الإسلامي، نيو دلهي، ٢٠٠٦
الرزّاق، عبد	:	توفيق الحكيم ومسرحه الذهني، قسم اللغة العربية، جامعة آسام، سيلتشار، اسام، الهند، ٢٠٠٤م

السبحانى، عناية الله أسد	:	إمعان النظر فى نظام الآوي والسور، مؤسسة نظام القرآن الهند للطباعة والنشر، بلرياكنج، أعظم كره، يو- بى، ودار عمار، عمان، الأردن، عام ٢٠٠٠م.
السلفي، محمد لقمان	:	السلسلة الذهبية للقراءة العربية (١٢ مجلد)، ، مركز العلامة عبد العزيز بن باز للدراسات الإسلامية، دلهي، الهند/ ودار الداعي للنشر والتوزيع، الرياض. ١٤٢٤ه
‘‘	:	الصادق الأمين، ، مركز العلامة عبد العزيز بن باز للدراسات الإسلامية، دلهي، الهند/ ودار الداعي للنشر والتوزيع، الرياض. ١٤٢٧ه
‘‘	:	مكانة السنة فى التشريع الإسلامي ودحض مزاعم المنكرين والملحدين، ، مركز العلامة عبد العزيز بن باز للدراسات الإسلامية، دلهي، الهند/ ودار الداعي للنشر والتوزيع، الرياض. ١٩٧١م
‘‘	:	رش البرد شرح الأدب المفرد،، مركز العلامة عبد العزيز بن باز للدراسات الإسلامية، دلهي، الهند/ ودار الداعي للنشر والتوزيع، الرياض،
‘‘	:	أركان الإسلام،، مركز العلامة عبد العزيز بن باز للدراسات الإسلامية، دلهي، الهند/ ودار الداعي للنشر والتوزيع، الرياض، ١٤٢٠ه
‘‘	:	هدي الثقلين،، مركز العلامة عبد العزيز بن باز للدراسات الإسلامية، دلهي، الهند/ ودار الداعي للنشر والتوزيع، الرياض، ١٤٢٤ه
‘‘	:	سيد المرسلين، مركز العلامة عبد العزيز بن باز للدراسات الإسلامية، دلهي، الهند/ ودار الداعي للنشر والتوزيع، الرياض، ١٤٢٩ه
‘‘	:	اهتمام المحدثين بنقد الحديث، ، مركز العلامة عبد العزيز بن باز للدراسات الإسلامية، دلهي، الهند/ ودار الداعي للنشر والتوزيع، الرياض. ١٤٢٠ه
‘‘	:	تحفة الكرام شرح بلوغ المرام،، مركز العلامة عبد العزيز بن باز للدراسات الإسلامية، دلهي، الهند/ ودار الداعي للنشر والتوزيع، الرياض، ١٤٢٤ه
‘‘	:	تاج الهمام على تفسير آيات الأحكام، ، مركز العلامة عبد العزيز بن باز للدراسات الإسلامية، دلهي، الهند/ ودار الداعي للنشر والتوزيع، الرياض.

الصدّيقی، محمد أويس	:	أسوة نبي الرحمة، دار أرقم، دلهي، ٢٠٠٩م
‘‘	:	هبات من نسيم الهداية، دار أرقم، دلهي، ٢٠٠٩م
العظيم، ابو القاسم عبد	:	النواب صديق حسن خان دعوته وأعماله،هما للثقافة والأعلام، مئو ناتهبنجنن الهند،١٤٢٢ه
‘‘	:	رسالتان فی التوحيد، هما للثقافة والأعلام، مئوناته بهنجن، أترابراديش، الهند، عام ١٩٩٥م.
‘‘	:	الجهاد فی سبيل الله، هما للثقافة والأعلام، مئوناته بهنجن، أترابراديش، الهند، عام ١٩٩٢م
‘‘	:	الدعوة السلفية النجدية كما يراها الإمام الشوكاني، هما للثقافة والأعلام، مئوناته بهنجن، أترابراديش، الهند، عام ١٩٩٢م
‘‘	:	نماذج من أدب الأزمة، هما للثقافة الأعلام، مئو نات بنجن، الهند، عام ١٩٩٥م
‘‘	:	خطة اليهود والشيعة حول الحرم المكي وطرق الدفاع عنها، هما للثقافة والأعلام،مئو ناته بنجن، يو- بي، الهند، عام ٢٠١١م/ ١٤٣٢ه
العمری، صلاح الدين	:	المختار من مقالات السير سيد أحمد خان، ملتزم الطبع والنشر، طابة، نيو سر سيد نغر، عليكره ، الهند، ٢٠١٠م
‘‘	:	سيد أحمد خان: حياته وافكاره، عليكره، الهند، ٢٠٠٣م
‘‘	:	المنتقي من مقالات سيد أحمد خان، ملتزم الطبع والنشر، طابة، نيو سر سيد نغر، عليكره، الهند، ٢٠٠٧م
الغازيفوری، ابو بكر	:	وقفة مع اللامذهبية فی شبه القارة الهندية، المكتبة الأثرية، غازيفور، يو- بي، الهند، ١٩٩٦م
‘‘	:	وقفة مع معارضي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ودعوته وحركته والأمراء السعوديين، المكتبة الأثرية، غازيفور، يو- بي، الهند،١٩٩٧م
‘‘	:	صور تنطق بما عليه اللامذهبية فی شبه القارة الهندية من المذاهب والعقيدة ،المكتبة الأثرية، غازيفور، يو- بي، الهند،٢٠٠٢م
"		هل ابن تيمية من أهل السنة والجماعة؟ ، مكتبة الأثرية، غازيفور، أترابراديش، الهند، عام ٢٠٠٦م

الفاروقي، زبير أحمد		مساهمة دار العلوم ديوبند فى الأدب العربي حتى عام ١٤٠٠ه/ ١٩٨٠م، دار الفاروقي، دلهي الجديدة، الهند، ١٩٩٠م.
الفراهى، عبد الحميد	:	مفردات القرآن، دار الغرب الإسلامي، عام ٢٠٠٢م.
الفيضى، محفوظ الرحمن	:	كتاب الأربعينات الجامعة لما فى مؤطا الإمام مالك من الثنائيات،١٩٩٥م/ ١٤١٥ه،
القاسمي، القاضى مجاهد الأسلام	:	صنوان القضاء وعنوان الإفتاء: تحقيق ودراسة، وزارة المعارف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت، الكويت، ٢٠٠١م/ ١٤٢٢ه
"	:	الوقف، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ٢٠٠١م
"	:	فقه المشكلات، مجمع الفقه الإسلامي، جامعه نغر، نيو دلهي، الهند، (مجهول السنة)
"	:	دراسة فقهية وعلمية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ٢٠٠٣م
"	:	بحوث فقهية، ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ٢٠٠١م
"	:	الذبائح، أنواع الذبح وأحكامه،، مجمع الفقه الإسلامي، جامعه نغر، نيو دلهي، الهند، ١٩٩٥م
"	:	فتاوى فقهية معاصرة،، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،٢٠٠٢م
"	:	التلوث البيئي قضايا ومزايا، مؤسسة إيفا للطبع والنشر، جامعة نغر، نيو دلهي، الهند، (مجهول السنة)
"	:	تعليم الاقتصاد الإسلامي وتدريس المالية الإسلامية فى المدارس الدينية، مؤسسة إيفا للطبع والنشر، جامعة نغر، نيو دلهي، الهند، ٢٠٠٩م
"	:	الأجبار على الزواج، مجمع الفقه الإسلامي، جامعه نغر، نيو دلهي، الهند، ٢٠٠٧م
"	:	الإرهاب والسلام،، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ٢٠٠٧م
"	:	المسلم والأخر فى البلدان الأقليات المسلمة، ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،٢٠٠٧م
"	:	حقيقة التزكية وصورها وأنواعها، مجمع الفقه الإسلامي بالهند، عام ٢٠٠٧م

القاسمي، أسجد	:	أصول المعاش الإسلامي فضوء الكتاب والسنة والسيرة النبوية، مركز الدعوة والإرشاد بدار العلوم الإسلامية ببستي، يو- بي، الهند، ٢٠٠٣م/ ١٤٢٤ه
"	:	لمعات من الإعجاز القرآني البديع، مركز الدعوة والإرشاد بدار العلوم الإسلامية ببستي، يو- بي، الهند، ٢٠٠٣م/ ١٤٢٤ه
القاسمي، بدر الحسن	:	قضايا فقهية معاصرة، مجمع الفقه الإسلامي، نيو دلهي، الهند، ٢٠٠٧م
القاسمي، رفيق أمجد	:	أوليس فى سبيل الله إلا من قتل، مكتبة الرشيد، كيرالا، الهند، ٢٠٠٤م
القاسمي،شوكت على	:	تنشيط القارئ لحل مشكلات صحيح البخاري، مكتبة الاتحاد، ديوبند، ٢٠٠٥م/ ١٤٢٦ه
"	:	القول المفهم فى حل مغلقات الصحيح المسلم، مكتبة الاتحاد، ديوبند، ١٤٢٧ه/ ٢٠٠٦م
"	:	القول المحمود فى حل معضلات سنن أبي داؤد، مكتبة الاتحاد، ديوبند، ١٤٢٧ه/ ٢٠٠٦م
القاسمي، عارف جميل	:	الفتنة الدجالية ملامحه البارزة وإشارتها فى سورة الكهف، إكاديمية شيخ الهند، دار العلوم ديوبند، ٢٠١٠م
القاسمي، عبد الرزّاق	:	صور من حياة المحدثين والفقهاء، دار الكتاب، ديوبند، ١٤٢٤ه
"	:	تعليم المتعلم، مكتبة الاتحاد، ديوبند، ١٤٢٢م
القاسمي، فاروق أعظم	:	شرح مائة عامل لعبد الرحمن الجامي، مكتبة الاتحاد، ديوبند، ١٤٢٥ه
"	:	باب الأدب من ديوان الحماسة، مكتبة الاتحاد، ديوبند، ٢٠٠٧م
"	:	هداية النحو (بالتعليق) مكتبة الاتحاد، ديوبند، ٢٠٠٨م
القاسمي، كفيل أحمد	:	المقريزي: حياته وبيئته وآثاره ، المطبعة السلفية، بنارس، ١٩٩٤م
القاسمي، كفيل أحمد وصلاح الدين العمري	:	الرواية العربية بعد الحرب العالمية الثانية حتى نهاية القرن العشرين، قسم اللغة العربية، جامعة عليكره الإسلامية، عليكره، ٢٠٠٨م
القاسمي، مسعود عالم	:	المدخل إلى علوم القرآن، كلية أصول الدين، جامعة عليكره الإسلامية، عام ٢٠١١م

القاسمي، محمد ساجد	:	حجة الإسلام، إكاديمية شيخ الهند، دار العلوم ديوبند،الهند ٢٠٠٧م
‘‘	:	القراءة العربية، دار المعارف، ديوبند، ٢٠٠٨م
القاسمي، محمد شاهد	:	نزهة النظر فى توضيح نخبة الفكر، مكتبة الاتحاد، ديوبند، ١٤٢٨ه
القدّوس، عبد	:	الصحافة العربية فى مصر، قسم اللغة العربية، جامعة آسام، سيلتشار، ٢٠٠٦م
القيس، ابو	:	الدروس المنهجية فى إعداد البحوث العلمية (غير مطبوع)
‘‘	:	مزكرة فى الأديان والفرق (غير مطبوع)
الله، شميم الحسن أمانة	:	الموازنة بين الغربال والديوان، دار الحسن نيو دلهي، الهند، ١٩٩٩م
المباركفورى، رضاء الله	:	أحكام الجنائز للعلامة عبد الرحمن المباركفوري، جمعية أهل الحديث المركزية لعموم الهند، ١٤٢٧
المدنى، أنيس أحمد	:	السيد أبو الأعلى المودودي حياته وجهوده الإسلامية، دار طيبة، مدرسة ابن القيم الجوزية، فتحبور، أعظم كره.
المدنى، شمس كمال أنجم	:	الطبقات الكبرى لابن سعد: دراسة تحليلية، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، ٢٠٠٥م
المدنى، عبد المنّان عبد اللطيف	:	العجالة النافعة للإمام عبد العزيز بن ولي الله،، مركز العلامة عبد العزيز بن باز للدراسات الإسلامية، دلهي، الهند/ ودار الداعي للنسر والتوزيع، الرياض. ١٤٢٢ه
‘‘	:	المحرر فى الحديث، مركز العلامة عبد العزيز بن باز للدراسات الإسلامية، دلهي، الهند/ ودار الداعي للنسر والتوزيع، الرياض.
المفتاحى، ابو سفيان	:	عمدة لبصر فى شرح نخبة االفكر، ١٩٩٩م/ ١٤١٩ه، ولا يذكر عن المطبعة.
‘‘	:	الفيض الكثير فى شرح الفوز الكبير فى أصول التفسير، بهارت كمبيوتر، مئوناته بنجن، مئو، يو – بي، الهند، ١٤٢٠ه
الندوي، أبو سحبان روح القدس	:	روائع الأعلاق فى شرح تهذيب الأخلاق ، المجمع الإسلامي العلمي، ندوة العلماء لكناؤ، عام ١٩٩٨م/١٤١٩ه.
الندوي، ابو الحسن على	:	الاجتهاد الجماعي، مجمع الفقه الإسلامي، نيو دلهي، عام ٢٠٠٣م

“	:	القرن الخامس، المجمع الإسلامي العلمي، ندوة العلماء بلكناؤ، عام ١٩٩٢م
“	:	قيمة الأمة الإسلامية بين الأمم ودورها فى العالم ، لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر،١٩٩٥م
الندوي، احتشام أحمد	:	المخطوبة، مدينة منزل، شارع إقرأ،عليكره،الهند،٢٠٠٩م
الندوي، أيوب تاج الدين	:	محمد الحسني حياته وأفكاره،مؤسسة فيصل التعليمية، جامو وكشمير، ٢٠٠٤م
“	:	شعر العرب من النهضة إلى الانتفاضة، البلاغ بابليكيشن، جامعة نغر، نيو دلهي ، ٢٠١٠م
		الصحافة العربية فى الهند: نشأتها وتطورها، مطبعة دار الهجرة، جامو، ١٩٩٧م
“	:	الشعر والشعراء فى الأدب العربي الحديث، غودوارد بوكس، دلهي الجديدة، ٢٠٠٥م
الندوي، بلال عبد الحى الحسني	:	الغناء فى الإسلام، مجمع الإمام أحمد بن عرفان الشهيد لإحياء المعارف الإسلامية، رائي بريلي، أترابراديش، الهند، والطبعة الأولى فى عام ١٩٩٦م
الندوي، ثناء الله	:	الاتجاهات الوجودية فى الشعر العربي الحديث، قسم اللغة العربية، جامعة عليكره الإسلامية، الهند، ٢٠٠٧م
الندوي، حسّان أختر	:	فتح الخبير بما لا بد من حفظه فى علم التفسير للإمام ولي الله، مؤسسة الثقافة واللغة، لكناؤ، الهند، ٢٠٠٩م
الندوي، راشد حسين	:	الفقه الميسر،مجمع الإمام أحمد بن عرفان الشهيد، دارة علم الله، رائي بريلي، الهند،١٤٣٠ه
الندوي، رضوان علي	:	اللغة العربية وآدابها فى شبه القارة الهندية الباكستانية عبر القرون، مطبعة مكرم، جامعة كراتشي، الطبعة الأولى، ١٩٩٥م
الندوي، سعيد الرحمن الأعظمي	:	محدث الهند الكبير العلامة حبيب الرحمن الأعظمي، مكتبة المحدث حبيب الرحمن الأعظمي، مئو ناته بنجن، أترابراديش، الهند، عام ١٤٢٨ه
“	:	شعراء الرسول فى ضوء الواقع والقريض، مكتبة الفردوس، مكارم نغر، لكناؤ، الهند، ١٩٩٥م
“	:	صور من واقع الدين، مكتبة الفردوس، مكارم نغر، لكناؤ، الهند ،٢٠٠٨م

‘‘	:	الدعوة الإسلامية: منجزات-مشكلات-طر المعالجة، مكتبة الفردوس، مكارم نغر، لكناؤ، الهند،٢٠٠٨م
‘‘	:	ساعة مع العارفين، مكتبة الفردوس، مكارم نغر، لكناؤ، الهند، ٢٠٠٦م
الندوي،سعيد الله	:	دور النادي العربي فى بناء الشخصية، جمعية الأقلية المسلمة، بيهار، الهند، ٢٠٠٩م
‘‘	:	ديوان المساجلة الشعرية، جمعية الأقلية المسلمة، بيهار، الهند،٢٠٠٩م
الندوي، السيد سلمان الحسيني	:	الاجتهاد والتقليد، معهد الإمام أبي الحسن علي الحسني الندوي للدعوة والفكر الإسلامي، لكناؤ، الهند، ٢٠٠٥م
‘‘	:	الفوز الكبير فى أصول التفسير للإمام ولي لله ، دار السنة للنشر والتوزيع، تيغور مارك، لكناؤ ، الهند، ٢٠٠٨م
‘‘	:	بين أهل الرأي وأهل الحديث، معهد الإمام أبي الحسن علي الحسني الندوي للدعوة والفكر الإسلامي، لكناؤ، الهند، ٢٠٠٨م
‘‘	:	الأمانة فى ضوء القرآن، دار السنة للنشر والتوزيع ، تيغور مارك، لكناؤ ، الهند، ١٩٩٩م
‘‘	:	مفردات القرآن للإمام محمد بن اسماعيل البخاري، معهد الإمام أبي الحسن علي الحسني الندوي للدعوة والفكر الإسلامي، لكناؤ، الهند، ٢٠٠٦م
‘‘	:	دروس من الحديث الشريف،دار السنة للنشر والتوزيع ، تيغور مارك، لكناؤ ، الهند، ١٩٩٩م
‘‘	:	المدخل إلى دراسة جامع الترميذي المعروف بالعلل الصغير، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، ١٩٩٢م/ ١٤١٢ه
‘‘	:	مقدمة فى أصول الحديث للشيخ عبد الحق الدهلوي، مؤسسة الصحافة والنشر، ندوة العلماء، لكناؤ، ٢٠٠٩م
‘‘	:	حوار فى قضايا من الحديث الشريف ١٤٢٣ه
الندوي، سليم الرحمن خان	:	الصحافة الإسلامية فى الهند، المجمع الإسلامي العلمي، لكناؤ، ٢٠١٠م
الندوي، شفيق الرحمن	:	الفقه الميسر، مؤسسة الصحافة والنشر، لكناؤ، الهند، ٢٠١٠م
الندوي، طارق الأيوبى	:	نفحات من الأدب الإسلامي، مؤسسة العلامة أبي الحسن علي

		الندوي التعليمية والخيرية، عليكره، ٢٠٠٩م
الندوي، عبد الحليم	:	مراكز المسلمين التعليمية والثقافية والدينية فى الهند، مطبعة نوري المحدودة، مدراس، ١٩٦٧م
الندوي، عبد الله الخطيب	:	أدب العلم وأهله، مجمع الإمام أحمد بن عرفان الشهيد، دار عرفات، رائ بريلى، ١٤٣٠ه
الندوي، عبد الله عباس	:	ترجمات معاني القرآن الكريم وتطور فهمه عند الغرب، دار الإرشاد، بيروت عام ١٤١٧ه
"	:	كتاب النكت فى إعجاز القرآن لأبى الحسن على بن عيسى الرّماني، عمادة كلية الأدب لدار العلوم ندوة العلماء لكناؤ، عام ١٩٩٣
الندوي،عبد المحيط الخطيب	:	المفسر عبد الماجد الدريابادي وتفسيره، مؤسسة الصدق، لكناؤ، ٢٠٠٩م
الندوي، علاء الدين	:	فصل الخطاب، مجلس العلم والعرفان، لكناؤ، ٢٠٠٩م
الندوي، قمر شعبان	:	عبقرية عبد الله عباس الندوي، مجمع البحث العلمي، الهند، ٢٠٠٩م
الندوي، محسن العثمانى	:	يحدثونك عن أبي الحسن علي الندوي، دار ابن كثير، دمشق، ٢٠٠٠م
الندوي، محمد اسماعيل	:	تاريخ الصلات بين الهند ويلاد العرب، دار الفتح للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٦٨م
الندوي، محمد أكرم	:	العقد اللجيني فى أسانيد سلمان الندوي، دار السنة للنشر والتوزيع، لكناؤ،
"	:	نفحات الهند واليمن بأسانيد أبي الحسن علي الندوي ، مكتبة الإمام الشافعي، المملكة العربية السعودية، عام ١٩٩٨م/ ١٤١٩ه.
"	:	شبلي النعماني، علاّمة الهند الأديب المؤرخ الناقد الأريب، دار القلم دمشق، والطبعة الأولى، عام ٢٠٠١م/ ١٤٢٢ه.
"	:	مبادئ علم أصول الحديث، مؤسسة الصحافة والنشر، ندوة العلماء، لكناؤ، ٢٠٠٧م
الندوي، محمد الرابع الحسني	:	مقالات فى لتربية والمجتمع، المجمع الإسلامي العلمي، ندوة لعلماء، لكناؤ، ١٤١٨ه

“	:	أضوء على الأدب الإسلامي، رابطة الأدب الإسلامي العالمية، لكناؤ، الهند، ٢٠٠٢م
“	:	قيمة الأمة الإسلامية، المجمع الإسلامي العلمي، ندوة لعلماء، لكناؤ، ١٩٩٩م
“	:	فى وطن الإمام البخاري، رابطة الأدب الإسلامي العالمية، لكناؤ، الهند، ٢٠٠٢م
“	:	ندوة العلماء فكرتها ودورها ومنهجها، الأمانة العامة لندوة العلماء، لكناؤ.
“	:	فى ظلال السيرة، المجمع الإسلامي العلمي، ندوة لعلماء، لكناؤ، ٢٠٠٣م
“	:	العالم الإسلامي اليوم- قضايا وحلول، المجمع الإسلامي العلمي، ندوة لعلماء، لكناؤ، ٢٠٠٤م
“	:	الغزل الأردي: محاوره ومكانته فى الشعر، رابطة الأدب الإسلامي العالمية، لكناؤ، الهند، ٢٠٠٣م
الندوي، مسعود العزيزى	:	رياض البيان فى تجويد القرآن، كلية التجويد والقراءة، يمنا نغر، هريانا، ١٩٩٩م
“	:	الإمامة فى الصلاة، دار البحوث والنشر، مظفرآباد، سهارنفور، الهند، عام ١٤٢٧ه/ ٢٠٠٦م.
الندوي، مظفر حسين	:	أماثل كشمير، بيت الحكمة الندوية، سري نجر، الهند، ٢٠٠٤م،
“	:	مساهمة أهل كشمير فى اللغة العربية والأدب العربي،، بيت الحكمة الندوية، سري نجر، الهند، ٢٠٠٤م،
الندوي، نذر الحافظ	:	أبو الحسن علي الندوي كاتبا ومفكرا، مكتب رابطة الأدب الإسلامي العالمية، ندوة العلماء، لكناؤ، ١٩٨٦م
الندوي، واضح رشيد الحسني	:	مصادر الأدب العربى، مجمع الإمام أحمد بن عرفان الشهيد، دار عرفات، رائ بريلى، الهند، ٢٠٠٧
“	:	أدب اهل القلوب، دار الرشيد، لكناؤ، ٢٠٠٥
“	:	ابو الحسن على الحسني الندوي قائدا وحكيما، مجمع الإمام أحمد بن عرفان الشهيد، دار عرفات، رائ بريلى، ٢٠٠٦
“	:	إلى نظام عالمى جديد، المجمع الإسلامي العلمى، ندوة العلماء، لكناؤ، ١٩٩٢

‘‘	:	تاريخ الثقافة الإسلامية، دار رشيد، لكناؤ، ٢٠٠٩
‘‘	:	حركة التعليم الإسلامي فى الهند وتطور المنهج ، المجمع الإسلامي العلمى، ندوة العلماء، لكناؤ،الهند، ٢٠٠٦
‘‘	:	الإمام أحمد بن عرفان الشهيد، المجمع الإسلامي العلمى، ندوة العلماء، لكناؤ، الهند، ٢٠٠٥م
‘‘	:	المسحة الأدبية فى كتابات أبي الحسن علي الحسني الندوي، رابطة الأدب الإسلامي العالمية، لكناؤ، الهند، ٢٠٠٤م
‘‘	:	المختصر شمائل النبوية صلى الله عليه وسلم، المجمع الإسلامي العلمى، ندوة العلماء، لكناؤ، ٢٠٠٥م
‘‘	:	أعلام الأدب العربي فى العصر الحديث، دار الرسيد، لكناؤ،الهند ٢٠٠٩م
الهند‘ مجمع الفقه الإسلامي	:	قرارات وتوصيات، مجمع الفقه الإسلامي، الهند، عام ٢٠١٠م.
الهورى‘ عثمان غنى	:	نجوم الصرف، مكتبة الهدى، ديوبند، ٢٠٠٦م
تبريز‘ شمس الدين	:	برهان الإسطرلاب لأبي حامد أحمد بن محمد بن الحسين الصغاني، أمير الدولة بابليك لائيبريري، لكناؤ، ٢٠٠٠م
خان‘ حبيب الله	:	دروس فى الترجمة الصحفية من العربية إلى الإنكليزية ، دار سلمان للطباعة والنشر، نيو دلهي، عام ٢٠٠٩م
"		الترجمة العربية فى الهند بعد الاستقلال حتى عم ١٩٩٠م، الجامعة الملية الإسلامية، نيو دلهي، ١٩٩٧م
خان‘ ظفر الإسلام	:	دليل الباحث إلى أعداد الرسائل الجامعية والبحوث العلمية، نيودلهي،
خان‘ م-ع- سليم	:	المختارات العربية لطلاب العلوم الاجتماعية، دار المعرفة، نيو دلهي، ٢٠٠٢م
خان‘ محمد نعمان	:	تصحيح لسان العرب، المعرفة بابليكيشن، دلهي، ٢٠٠٤م
‘‘	:	المنتخب والمختار فى النوادر والأشعار لابن منظور، قسم اللغة العربية، جامعة دلهي، ٢٠٠٣م
صديقى‘ فرحانه	:	نازك الملائكة: آثارها الأدبية والشعرية، غودوارد بوكس، نيو دلهي، ٢٠٠٢م
‘‘	:	دور المرأة فى إثراء اللغة العربية عبر العصور، غودوارد

		بوكس، نيو دلهي، ٢٠٠٣م
طلبة السنة الثانية النهائية لقسم التخصص فى الحديث الشريف، دار العلوم ديوبند	:	حسن غريب فى جامعع الترميذي: دراسة وتطبيق، إكاديمية شيخ الهند، دار العلوم ديوبند، الهند، ١٤٢٧ه
‘‘	:	الحديث الحسن فى جامع الترميذي: دراسة وتطبيق، إكاديمية شيخ الهند، دار العلوم ديوبند،الهند، ١٤٢٩،
‘‘	:	حسن صحيح فى جامع الترميذي ،إكاديمية شيخ الهند، دار العلوم ديوبند، ١٤٣٠ه،
عالم‘ شرف	:	مساهمة علماء دلهي فى اللغة العربية وآدابها حتى عام ١٨٥٧م، رضوان أيند برادرس، دربنجه، بيهار، ٢٠٠٦م
عالم ‘صهيب	:	طريق تدريس اللغة العربية، شبرا بابليكيشن، دلهي، الهند، ٢٠٠٩
على‘ عبد الحق شجاعت	:	الدراسات العربية فى الجامعات الهندية الشمالية منذ الاستقلال فى عام١٩٤٧، المعهد الهندي للدراسات الإسلامية، نيو دلهي، ١٩٨٩م
"	:	محاضرات فى الأدب العربي، جى-كى آفست برينترس، دلهي، ١٩٩١م
قاسم‘ خسرو	:	فتح المطالب فى مناقب على بن أبي طالب كرم الله وجهه، جامعة عليكره الإسلامية، ٢٠٠٦م

ثانيا: الأردية

ازهری، مقتدی حسن	:	اسلامی علوم میں ہندوستانی مسلمانوں کا حصہ، مقالات علمی سیمینار، جامہ سلفیہ، بنارس، 1986م
اصلاحی، ضیاء الدین	:	ہندوستان عربوں کی نظر میں، آعظم گڑہ، 1928
الحق، عبد	:	جدید عربی ادب تحلیلی جائزے، جی کے آفسیٹ پرینٹرز، دھلی، 1986م
بی، صفیہ	:	نزر پر پروفیسر محمد احتشام ندوی،مکتبہ جامعہ لیمیتیڈ ، نئی دھلي، 2004م
خاں، شمس تبریز	:	عربی ادب میں ہندوستان کا حصہ، نظامي پریس، لکھنو، 1989م
سلفی، اقبال أحمد	:	ہند و پاك میں عربی ادب، تاج آفسیٹ پریس، الہ آباد،1982م
سلفی، محمد مستقیم	:	جماعت اہل حدیث کی تصنیفی خدمات، جامعہ سلفیہ، بنارس، 1992م
علی، مولانا شاهد	:	تا ریخ مظاهر، اشاعت العلوم،سهارنفور، 1974م
قدوائي، سالم	:	ہندوستانی مفسرین اور انکی عربی تفسیریں، مکتبہ جامعہ لیمیتیڈ ، نئی دھلي، 1973م
میاں، مولانا محمد	:	علماء ہند کا شاندار ماضی، ولی پرینٹیٹگ پریس، دھلی، 1942م
ندوي، سعید الرحمن الأعظمی	:	اسلامی ثقافت اور ندوۃ العلماء، جمعیۃ الهلال الأحمر الخیریہ، مظفرپور، بهار، 2010م
ندوی، سید سلیمان	:	عرب ہند کے تعلقات،مطبعہ معارف، آعظم گڑہ ، 1992م
ندوی، محسن عثمانی	:	مطالعہ شعر وادب، رابطہ ادب اسلامی، ندوۃ العلماء، لکھنو، 2001م
نوگانوي، محمد ارشاد ندوي	:	آزاد ہندوستان میں عربی زبان وادب، ایچ ایسآفسیٹ پریس ، دھلي، 2009م

ثالثا: الإنجليزية

Ahmad, Zubaid	:	The contribution of Indo-Pakistan to Arabic Literature, 1st edition, Lahore, reprinted 1968
Ahmad, Aziz	:	Islamic Survey: An Intellectual History of Islam in India, Edinburg University Press 1969.
Ahmad, Qasim Ali	:	Muslims in Assam, ABH Publishers, Guwahati, 2010
Akram, M	:	History of Islamic Civilization in India -Pak, Lahore, 1982.
Chand, Tara	:	Influence of Islam on Indian Culture, Allahabad, Indian press Ltd.1936
Chicago, The University of	:	The New Encyclopedia of Britannica, 15th edition, Chicago, 1981
Desai, Z. A.	:	Centers of Arabic Learning in India, New Delhi, 1978.
Majumdar R. C. & others	:	An Advance History of India, 2nd edition, Macmillan & Co. Ltd., London, 1956
Rahman, M. Motiur	:	Muslim Population in India, Radiance Views Weekly, Delhi-5, 11 April 1992,

المجلات والجرائد

ثقافة الهند	:	المجلس الهندي للروابط الثقافية التابعة لوزارة الخارجية الهندية.، المجلد ٥٩ العدد ٢-١ ،٣/ المجلد- ٥٨، العدد- ١،٢،٣/ المجلد- ٥٧، العدد-٢،٣،٤/ المجلد ٦١، والعدد ٣/ عدد يناير، ١٩٦٥/ عدد خاص (فى مجلدين) حول *مولانا أبو الكلام آزاد* عام ١٩٩٠م/
البعث الإسلامي	:	دار العلوم ندوة العلماء، لكناؤ
جريدة الرائد	:	دار العلوم ندوة العلماء، لكناؤ
صوت الأمة	:	الجامعة السلفية ببنارس، ج/ ٣٣، عدد-٦، ينيو ٢٠٠١م.
الفرقان	:	مركز العلامة عبد العزيز ابن باز للدراسات الإسلامية، بيهار، الهند،
المظاهر	:	الجامعة الإسلامية مظاهر العلوم بسهارنفور، الهند ، العدد الأول، السنة الثالثة للمجلة، ديسمبر ٢٠١٠م.
الخير	:	دار أرقم، التابعة لجمعية الإمام ولي الله، أوكهلا، نيو دلهي، العدد- ٢،٣
الشروق الهندي	:	جمعية الخريجين، قسم اللغة العربية لجامعة آسام، سيلتشار، آسام، الهند، المجلد الأول، العدد الأول، فبراير ٢٠١٣
مجلة المجمع العلمي الهندي	:	إكاديمية "المجمع العلمي الهندي" التابعة لجامعة عليكره الإسلامية، العدد- ١-٢، ١٩٩٥
التلميذ	:	مركز الثقافة الندوية، بانته جوك، سرينجر بكشمير، العدد - نوفمبر وديسمبر ٢٠١٢
مجلة الدراسات العربية	:	قسم اللغة العربية، جامعة كشمير.

المواقع الإلوكترونية:

http://www.thevedicfoundation.org/bhartiya_history/chronology.htm#1
https://en.wikipedia.org/wiki/Kurukshetra_War
http://ar.wikipedia.org/wiki/أشوكا & http://en.wikipedia.org/wiki/Ashoka
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Yudhishtira_and_Bhismha_on_a_Pavillion.jpg
www.jamiatulfalah.org
http://www.lakii.com/vb/a-٦/a-٦٩٤٣٥٦/ لقاء مجلة الفرقان "الكويتية" مع الشيخ الدكتور أسعد أعظمي رئيس تحرير مجلة صوت الأمة
http://www.aljamiatussalafiah.org
http://www.alabwaa.com
http://epaper.milligazette.co
http://www.milligazette.com
http://www.assamuniversity.nic.in
http://jmi.ac.in/aboutjamia/departments/arabic/faculty-

ETHICS OF CARE AND AWARE PARENTING: A STUDY ON ADOLESCENTS

A Thesis submitted to Assam University in partial fulfillment of the requirement for the Degree of Doctor of Philosophy in the Department of Education

Submitted by

ABIRA CHOUDHURY

Ph.D Registration No. Ph.D/2861/16

Date: 18.03.2016

Supervisor

DR. REMITH GEORGE CARRI

Assistant Professor

Department of Education

Assam University

Silchar Assam, India

DEPARTMENT OF EDUCATION

ASHUTOSH MUKHOPADHYAY SCHOOL OF EDUCATIONAL SCIENCES

ASSAM UNIVERSITY, SILCHAR, ASSAM

2019

ETHICS OF CARE AND AWARE PARENTING: A STUDY ON ADOLESCENTS

A Thesis submitted to Assam University in partial fulfillment of the requirement for the Degree of Doctor of Philosophy in the Department of Education

Submitted by

ABIRA CHOUDHURY
Ph.D Registration No. Ph.D/2861/16
Date: 18.03.2016

Supervisor

DR. REMITH GEORGE CARRI
Assistant Professor
Department of Education
Assam University
Silchar Assam, India

DEPARTMENT OF EDUCATION
ASHUTOSH MUKHOPADHYAY SCHOOL OF EDUCATIONAL SCIENCES
ASSAM UNIVERSITY, SILCHAR, ASSAM
2019

Department of Education
(ASHUTOSH MUKHOPADHYAY SCHOOL OF EDUCATIONAL SCIENCES)
ASSAM UNIVERSITY, SILCHAR
(A Central University Established by an Act of Parliament)
SILCHAR-788011, Assam, India

CERTIFICATE

Certified that the thesis entitled *"ETHICS OF CARE AND AWARE PARENTING: A STUDY ON ADOLESCENTS"* submitted by Abira Choudhury for the award of the degree of Doctor of Philosophy in Education is a bonafide research work done under my supervision. This work has not been submitted previously for any other degree of this or any other university. It is further certified that the candidate has complied with all the formalities as per the requirements of Assam University. I recommend that the thesis may be placed before the examiners for consideration of award of the degree of Doctor of Philosophy of this University.

Place: Silchar
Date: 09/09/19

9/9/19.

[Dr. Remith George Carri]
Assistant Professor
Department of Education
ASSISTANT PROFESSOR
DEPARTMENT OF EDUCATION
A.U. SILCHAR

ACKNOWLEDGEMENT

First of all, I would like to convey my deep sense of gratitude to my Supervisor, Dr Remith George Carri, Assistant professor, Department of Education, for his valuable guidance, co-operation and careful treatment throughout the entire duration of this programme, without which it would not have been possible on my part to complete this work.

I am thankful to the Department of Education for offering me the opportunity to do this programme. Without that offer, it would have remained a dream for me forever.

I shall remain ever grateful to Dr. Subhra Nag, Professor, in the Department of Philosophy for her inspiring co-operation from the first day to last moment of my research work. Her suggestions as well as support enabled me to complete my research work and bring out this thesis in its present form.

I express my sincere thanks to all the teaching and non-teaching staff of the Dept. of Education for their advice and support whenever and whatever I required any such during the period of my work.

I also express my sincere gratitude to Dr Sriparana Bhattacharjee, Asstt professor in the department of Education, Dr. Bela Das, Professor in the department of Bengali and Dr. Rami Chakraborty, Asstt. Professor in the Deptt. of Bengali for their help and support for completion of the study.

I shall remain grateful to all the Principals, different subject experts of various colleges, Students and parents of different schools and Colleges of Barak Valley who has extended their entire support and co-operation during the process of data collection.

I am thankful to my parents Late Debabrata Choudhury and Late Shikha Choudhury who are no longer present with me but their love, support and dreams, co-operation and incentives have been a source of energy and continuous stimulation for me in completing this work at proper time. The co-operation of my brother Arindam

Choudhury and Sister-in-law Manisha Choudhury cannot be denied because it is only because of them what I am today.

I am very thankful to my husband Mr. Shankar Kumar Bhattacharjee whose care, guidance and support inspire me to complete the work. I shall remain grateful to my father-in-law Satyabrota Bhattacharjee, Mother-in-law Pushpita Bhattacharjee and my uncle Bamdev Bhattacharjee without their support and co-opertation it would not possible for me to complete the work.

Finally, I thank all those whose writing materials I have used and all those who remain with me but whose names I could not mention.

I personally thank Mr. Debangshu Chakraborty for the sincerity and efficiency shown by him in completion of the task of typing within the specified time limit.

Abira Choudhury

Date: 09/09/19
Place: Silchar

(Abira Choudhury)
Ph.D Scholar

CONTENTS

	Page Nos.
Dedication	
Certificate	
Declaration	i
Acknowledgement	ii
List of Tables	ix
List of Figures	xiv
Preface	xv
List of Abbreviations	xviii
Abstract	
CHAPTER-1 : CONCEPTUAL FRAMEWORK	**1-30**
1.1 Background of the Study	1
1.2 Stages of Human development	1
1.3 Concept of Adolescence	2
1.3.1 Problems of Adolescence period	2
1.4 Concept of Ethics of Care	5
1.4.1 Historical Background of the concept of Ethics of care	6
1.4.2 Major Ideals of Ethics of Care	6
1.4.3 Ethics of care from feminist's perspective	9
1.4.4 Dimensions of Ethics of Care	10
1.5 Concept of Parenting	13
1.5.1 Different types of parenting pattern	13
1.5.2 Concept of Aware Parenting	15
1.5.3 Parenting Style and Aware Parenting	17
1.5.4 Dimensions of Aware parenting	17
1.6 Need and Significance of the Study	25
1.7 Statement of the Problem	26
1.8 Objectives of the Study	27
1.9 Research Questions	28
1.10 Hypothesis of the study	29
1.11 Operational definition	29
1.12 Delimitation of the Study	30

4.11 Data and result of test of significant difference in the perception of adolescents about aware parenting with regard to their locale 133
4.12 Data and result of test of significant difference in the perception of adolescents about aware parenting with regard to their gender 134
4.13 Data and result of test of significant difference in the perception of adolescents about aware parenting with regard to their stream of study 135
4.14 Difference in perception of Parents about aware parenting with regard to locale and gender 136
4.15 Data and result of test of significant difference in the perception of parents about aware parenting with regard to their locale 136
4.16 Data and result of test of significant difference in the perception of parents about aware parenting with regard to their gender 137
4.17 Data and result of test of significant difference in the perception of parents about ethics of care with regard to locale and gender 138
4.18 Data and result of test of significant difference in the perception of parents about ethics of care with regard to locale 139
4.19 Data and result of test of significant difference in the perception of parents about ethics of care with regard to their gender 139
4.20 Association between perception of parents about ethics of care and aware parenting 141

CHAPTER-5 CONCLUSION 144-161

5.1 Introduction 144
5.2 Need and Significance of the Study 144
5.3 Statement of the Problem 146
5.4 Objectives of the Study 147
5.5 Research Questions 148
5.6 Hypothesis of the Study 148
5.7 Operational definition 148
5.8 Delimitation of the Study 149

ANNEXURE

Annexure contain the following:

ANNEXURE - I: Schedule for experts for finalisation of tools.

ANNEXURE - II: Questionnaire for Students on aware parenting

ANNEXURE - III: Questionnaire for parents on aware parenting and ethics of care

ANNEXURE - IV: Original data in excel sheets

ANNEXURE - V: Published Papers